২০০১

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৩ বর্ষ ❑ ১৮তম সংখ্যা

৩১ মার্চ, ২০০১ ইসাব্দ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

২৩শে মার্চ ২০০১ ইং আহমদীয়া মুসলিম জামাত সরাইলে প্রথম আনুষ্ঠানিক সীরাতুন্নবী জলসায় মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সহ কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিবর্গ এবং ব্রাহ্মনবাড়িয়া অঞ্চলের আহমদী ও অ-আহমদী ভ্রাতৃমন্ডলি।

ঘাটুরা জামাতে ন্যাশনাল আমীর, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ ,চেয়ারম্যান জলসা কমিটি মীর মোবাশ্বের আলী, কেয়ার টেকার আবু নাসের ও ঘাটুরার প্রেসিডেন্ট মুসা মিয়া

তারুয়া জামাতে নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে ন্যাশনাল আমীর ও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিবর্গ। স্থানীয় নির্মাণ কর্মীদেরকে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন স্থপতি মীর মোবাশ্বের আলী।

শাহাদতের কল্যাণ

খিলাফত ব্যবস্থাপনায় খলীফার পরে আমীরের পদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও আশিসমণ্ডিত। যে জামাতে 'আমারত' প্রতিষ্ঠিত হয় তারা খুবই সৌভাগ্যবান। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) তাঁর ১২-০৩-২০০১ তারিখের এক আদেশবলে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনাকে আমীরের জামাত হিসেবে ঘোষণা প্রদান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। ইতঃপূর্বে হুযূর (আইঃ) আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবনকেও আমারতের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

উভয় আমারত যাতে দীর্ঘস্থায়ী হয়, সঠিকভাবে কাজ করতে পারে আর সর্বোপরি ঐ এলাকার জন্যে কল্যাণমন্ডিত হয় সেজন্যে সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর এ বদান্যতার জন্যে আমরা তাঁর অশেষ ও অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং তাঁর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘ কর্মক্ষম জীবনের জন্যে পরম করুণাময়ের কাছে দোয়া করছি।

উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সনের ৮ই অক্টোবর খুলনার দারুল ফযলে 'বায়তুর রহমান' মসজিদে ইসলাম ও মানবতার শত্রু কর্তৃক জুমুআর নামাযের সময় বোমা হামলায় যে ৭ জন নিষ্কলুষ ব্যক্তি শাহাদতের পেয়ালা পান করেন আর ইমাম সাহেব সহ কতিপয় নিরীহ মুসল্লীদের লোহিত খুনে পবিত্র মসজিদ রক্তস্নাত হয় এ আমারতের নেয়ামত তারই একটি সুফল বলে মনে করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এ নেয়ামত যে একদিন এতদঞ্চলের লোকদেরকে ঈমানের পথে আকর্ষণ করে মহা বিপ্লবাত্মক ঘটনা ঘটাবে তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। আমরা সেদিনের আশায় চেয়ে থাকবো।

বাংলাদেশে আরও কতিপয় পুরাতন জামাত রয়েছে, এসব জামাতের খুলনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। পিছনে এসে তারা সামনে এগিয়ে গেলো। সামান্য একটু চেষ্টা করলেই যে ঐসব জামাতও 'আমারত'-এর মর্যাদা লাভ করতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই আমি ঐসব জামাতের সদস্য-সদস্যা -গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদেরকে দোয়া ও চেষ্টার মাধ্যমে আমারত প্রতিষ্ঠার জন্যে তৎপর হতে আহ্বান জানাচ্ছি।
আমি দোয়া করি যেন এসব জামাত অতি শীঘ্র আমারত-এর সৌভাগ্য লাভ করে ধন্য হয়। আল্লাহ্ করুন তা-ই যেন হয়।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬৩ বর্ষ ॥ ১৮তম সংখ্যা

১৭ চৈত্র ১৪০৭ বঙ্গাব্দ ৬ মুহার্‌রম ১৪২১ হিঃ কাঃ
১৫ আমান ১৩৮০ হিঃ শাঃ ৩১ মার্চ ২০০১ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ ভারত টাঃ ২০০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মোঃ আবুল কালাম আজাদ

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	–	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	–	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	–	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	–	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	–	জার্মানী
কাউসার আহমদ	–	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	–	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	–	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	–	নিউজিল্যান্ড
ফকির আব্দুস সাত্তার	–	সিঙ্গাপুর

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৫০৫২৭২, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬১৩৪১৪

সম্পাদকীয়

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যাবলী

মরকযের নির্দেশক্রমে বিশ্বের ১৭০টি দেশের জামাতগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে সারা বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ও স্থানীয় পর্যায়ের জামাতগুলোতে আগামী ৩ বছরের জন্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'তে যাচ্ছে। ৩০শে এপ্রিল, ২০০১ তারিখের মধ্যে ইহা সম্পন্ন করতে হবে।

এ নির্বাচন কোন জাগতিক নির্বাচন নয়। রাজনীতির সাথেও এর দূরতম সম্পর্ক নেই। এতে আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক পবিত্র ভোটাধিকারের আমানত ও দায়িত্ব যোগ্য ব্যক্তিতে অর্পণ করতে হয় (সূরাতুন্ নিসাঃ আয়াত ৫৯)। যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি হলো তাকওয়া বা খোদা-ভীরুতা। তাকওয়া যেহেতু অভ্যন্তরীণ ব্যাপার তাই এর বহির্প্রকাশ ঘটে ইসলামী ইবাদত পালন ও নেযামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে। সর্বপ্রকার কুরবানী বিশেষ করে আর্থিক কুরবানীর মাধ্যমে এ তাকওয়ার সঠিক অভিব্যক্তি ঘটে। তাই ভোটাধিকার প্রয়োগের ন্যূনতম মাপকাঠি হিসেবে আর্থিক কুরবানী, যাকে জামাতী পরিভাষায় বলে 'চাঁদা', উহা নির্ধারণ করা হয়েছে। চাঁদায় ছয় মাসের অধিক বকেয়াদার ভোটার হওয়ার অনুপযুক্ত।

জামাতী নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হয় সামনা-সামনি হাত উঁচিয়ে, গোপন ব্যালটে নয়। এর অর্থ আমি একজনকে যোগ্য মনে করি শুধু খোদার সন্তুষ্টির জন্যে এবং যদি আমি কাউকে অযোগ্য মনে করি তা-ও শুধু খোদার সন্তুষ্টির জন্যে। কোন প্রকার কপটতার স্থান নেই এখানে। ভোট থেকে কেউ বিরতও থাকতে পারে না। ব্যক্তিগত প্রস্তাব ও সমর্থনের মাধ্যমে প্রার্থী নির্ধারিত হয়ে থাকে। এখানে স্বেচ্ছায় দাঁড়াবার কোন সুযোগ নেই আর নিজেকে নিজে ভোট দেবার প্রশ্নও নেই। কারও পক্ষে ক্যানভাসিং বা প্রোপাগান্ডা করার অথবা কারও বিপক্ষে কুৎসা রটনা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কারও সম্বন্ধে এসব কর্মকান্ডের রিপোর্ট পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে জামাতী শৃঙ্খলা ভঙ্গজনিত শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। যেহেতু ইসলাম ভাল কথা বলাতে উৎসাহ প্রদান করে তাই নির্বাচনী সভায় কারও সমর্থিত ব্যক্তির যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রয়োজনে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু কোনক্রমেই, এমনকি আভাসে-ইঙ্গিতেও কারও বিপক্ষে কিছু বলার অনুমতি নেই। এখানে বিরোধীদল বলতেও কিছু নেই।

জামাতী কর্মকর্তার নিযুক্তি দু'ভাবে হয়ে থাকে- নির্বাচনের মাধ্যমে ও মনোনয়নের মাধ্যমে। পদের জন্যে কেউ লালায়িত বা প্রত্যাশী হতে পারেন না আর পদ দেয়া হ'লে তা প্রত্যাখ্যানও করতে পারেন না। পদ দেয়া হ'লে ঐশী আশিস মনে করে গ্রহণ করতে হয়। সকলের যেহেতু একই লক্ষ্য ও একই কর্মসূচী তাই এখানে কোন দলাদলি নেই। ব্যক্তিগত যোগ্যতার মাপকাঠিতেই একজন মনোনীত বা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। ইস্তফা বা পদত্যাগ করার কোন সুযোগ নেই। তবে উপরোস্থ কর্মকর্তাকে সুবিধা-অসুবিধা জানানো যেতে পারে।

জামাতের সর্বোচ্চ শক্তি ও ক্ষমতার উৎস এবং অধিকারী হলেন যুগ-খলীফা। নবী করীম (সঃ)-এর অন্তর্ধানের পরে সূরা নূরের আয়াতে ইস্তিখলাফ অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরামের যুগে আমরা খিলাফতের বিকাশ দেখতে পাই। শর্ত পালিত না হওয়ায় ঐশী কর্মসূচী অনুযায়ী পরবর্তীকালে মু'মিন সমাজ এ খিলাফত থেকে বঞ্চিত হয়। আখেরী যুগে-ইমাম মাহ্‌দীর যুগে পুনরায় এ খিলাফত ব্যবস্থার প্রবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণী ছিলো। এর সাথে শর্তযুক্ত হলো মু'মিনদের ঈমান ও আমালে সালেহা। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অন্তর্ধানের পরে পুনরায় খিলাফত ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। খলীফা মজলিসে ইন্তেখাব বা নির্বাচকমন্ডলী (Electoral College) কর্তৃক নির্বাচিত হন। যতদিন জীবিত থাকেন তিনি খলীফার পদ অলংকৃত করে থাকেন। তিনি পদত্যাগ করতেও পারেন না বা তাঁর বিরুদ্ধে কোন অনাস্থা আনয়নেরও অবকাশ নেই। আপাতদৃষ্টে যদিও তিনি মানব কর্তৃক নির্বাচিত হন আসলে আল্লাহ্‌র ইঙ্গিতেই তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত হন। খলীফাকে পরামর্শ দেয়ার জন্যে মজলিসে শূরা (পরামর্শ সভা) রয়েছে। কিন্তু মজলিসে শূরার পরামর্শ নাকচ্ করার এখতিয়ার তাঁর রয়েছে। একই পদ্ধতিতে বর্তমানে দেশীয় পর্যায়েও মজলিসে শূরার ব্যবস্থাপনা রয়েছে।

(বাকী অংশ সূচীর নীচে দেখুন)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুল আ'রাফ-৭	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস ঃ জ্ঞানী ব্যক্তি	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা- মাওলানা সালেহ্ আহমদ	৩-৪
❑ অমৃত বাণী ঃ আঁ হযরত (সঃ)-এর সততা ও বিশ্বস্ততা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)	ঃ অনুবাদ - জনাব মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা	৪
❑ জুমুআর খুতবা ঃ শূরা বিষয়ক পথ-নির্দেশনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ-মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫-৮
❑ হোমিও প্যাথিক – সদৃশ্য বিধান হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)	ঃ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী	৯-১০
❑ মূর্তির চেয়ে মানুষ বেশী গুরুত্বপূর্ণ	ঃ সংকলন	১০
❑ জন্মের পূর্বেই জীবন কথা	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	১১
❑ আহমদী জামাতে শূরার ব্যবস্থাপনা সংকলক - মোহতরম চৌধুরী হামীদুল্লাহ্, ওকীলে আলা, তাহরীকে জাদীদ	ঃ অনুবাদ- জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১২-১৩
❑ আত্মার আত্মীয়দের সমীপে	ঃ জনাব মোঃ ফজলে-ই-ইলাহী	১৪-১৫
❑ আমাদের চাঁদা	ঃ জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৬-১৯
❑ সুন্দরবন ও খুলনা লাজনা পরিদর্শন	ঃ মিসেস মাকসুদা রহমান, সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্	১৯
❑ ছোটদের পাতা ঃ মিনহাজুত্তালেবীন (সত্য সাধকদের রাজপথ) মূল ঃ হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)	ঃ পরিচালক - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২০-২১
❑ ৩৬টি বিরাট ভূমিকম্পের বিবরণ	ঃ সংকলন	২১
❑ দৃষ্টিপাত	ঃ জনাব আব্দুল আউয়াল	২২-২৪

প্রচ্ছদ ঃ U.S.A. জলসার সময় সাংবাদিক সম্মেলনে হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

(সম্পাদকীয়-এর বাকী অংশ)

জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় আমীরের পদের জন্যে জাতীয় মজলিসে শূরা খলীফার নিকট ৩টি নাম প্রস্তাব করে। এতদ্দ্বারা একনায়কতন্ত্রকে অনুৎসাহিত করা হয়েছে। খলীফা এ তিনজন থেকে অধিক ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অন্য যে কোন একজনকে অনুমোদন দিতে পারেন বা এ প্রস্তাব বাতিল করে নতুন নাম প্রস্তাব করার জন্যেও বলতে পারেন। এ নির্বাচন হয় ৩ বছরের জন্যে। খলীফা প্রয়োজন মনে করলে মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেও পুনঃ নির্বাচন করতে বলতে পারেন বা নির্বাচিত ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে অন্য যে কোন পসন্দমত যোগ্য লোককে দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন। এভাবে গণতন্ত্রের লাগামহীন কুফল থেকে জাতিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাতীয় কর্মকর্তাগণের নাম মজলিসে শূরা কর্তৃক প্রস্তাবাকারে খলীফার নিকট পাঠাতে হয়। উপরোক্ত নিয়মেই ওগুলো কার্যকরী হয়ে থাকে।

স্থানীয় পর্যায়ে কমপক্ষে ৩ জন চাঁদাদাতা হলেই একটি জামাত গঠিত হ'তে পারে। এর প্রধান হলেন প্রেসিডেন্ট। এখানেও অধিকাংশ ভোটারের ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ জাতীয় আমীরের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্বাচিত হন। প্রয়োজনবোধে এ পর্যায়েও জাতীয় আমীর স্থানীয় প্রেসিডেন্ট বা তার কার্যকরী পরিষদ (মজলিসে আমেলাকে)-কে বাদ দিয়ে পসন্দমত অন্য লোক মনোনীত করতে পারেন। অবস্থা বিশেষে তিনি কেন্দ্র থেকে অনুমোদন নিতে পারেন।

যেসব জামাতে যথারীতি ৪০ জন নিয়মিত চাঁদাদাতা রয়েছেন সেখানে 'আমারত' প্রতিষ্ঠিত হয় খলীফার নির্দেশে এবং এর প্রধান 'আমীর' নামে খ্যাত হন। এসব জামাতে বিধি অনুযায়ী নির্ধারিতসংখ্যক নির্বাচিত সদস্যকে নিয়ে গঠিত হয় মজলিসে ইন্তেখাব বা নির্বাচকমন্ডলী (Electoral College)। চাঁদার বকেয়া নেই এমন ৬০ বছর বয়স্ক সদস্য সরাসরি এ মজলিসের সদস্য। প্রথমে ন্যাশনাল আমীরের মাধ্যমে মরকয বা কেন্দ্র থেকে মজলিসে ইন্তেখাবের অনুমোদনের পরে স্থানীয় আমীর ও তার কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন হয়ে থাকে। জাতীয় আমীরের সুপারিশক্রমে এ নির্বাচন মরকয কর্তৃক অনুমোদিত হ'লে ইহা কার্যকরী হয়। একথা পুনরায় উল্লেখ করা ভাল যে, সর্বক্ষেত্রে তাকওয়া বা খোদা-ভীরুতা এবং আনুগত্য ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। কোন পদে নির্বাচিত ও উচ্চতর কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিকে হৃষ্টচিত্তে সকলেরই আনুগত্য করতে হয় আর যিনি নির্বাচিত হন তিনিও নিজেকে সকলের নির্বাচিত ব্যক্তি বলে মনে করে থাকেন। অধীনস্থ অঙ্গ সংগঠনগুলোর নির্বাচনও মোটামুটি তাদের আওতায় ও ধারাবাহিকতায় অনেকটা এ রকমই হয়ে থাকে।

ভোটকে কেন্দ্র করে আজকের বিশ্বে মানবতা বিবর্জিত তাণ্ডব ও চরম সহিংসতা চলছে। বিশ্ববিবেক উপরোক্ত ঐশী-পদ্ধতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এতদ্দ্বারা বিশ্ব যুগপৎ গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের কুফল থেকেও রক্ষা পেতে পারে।

- নির্বাহী সম্পাদক

ফোন নম্বর পরিবর্তন

	পূর্বের	বর্তমান
ন্যাশনাল আমীর	৯৬৬২৭০৩	৭৩০০৮০৮

কুরআন মাজীদ

সূরাতুল আ'রাফ-৭

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٣٠﴾

৩০। তুমি বল, 'আমার প্রভু ন্যায়-বিচারের আদেশ দিয়েছেন'। এবং (এ আদেশও দিয়েছেন যে,) তোমরা প্রত্যেক মসজিদে উপস্থিতির সময় নিজেদের মনোযোগ নিবদ্ধ [৯৬৫] কর এবং দীনকে তাঁরই উদ্দেশ্যে একান্ত করে তাঁকে ডাক।যেভাবে তিনি তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন, সেইভাবে তোমরা (তাঁর পানেই) ফিরে যাবে। [৯৬৬]

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۗ إِنَّهُمُ

اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣١﴾

৩১। একদলকে তিনি হেদায়াত দিয়েছেন, এবং আরকটি দল আছে তাদের জন্য পথভ্রষ্টতা নির্ধারিত হয়ে গেছে। নিশ্চয় তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শয়তানদেরকেই বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে আর তারা মনে করে তারা হেদায়াত পেয়ে গেছে।

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣٢﴾

৩২। হে আদম সন্তানেরা! তোমরা প্রত্যেক মসজিদে উপস্থিতির সময় স্বীয় সৌন্দর্য অবলম্বন কর, [৯৬৭] এবং খাও এবং পান কর, কিন্তু অপব্যয় করো না; নিশ্চয় তিনি অপব্যয়কারীদেরকে পসন্দ করেন না।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

৩৩। তুমি বল, 'আল্লাহ্‌র (সৃষ্ট) সৌন্দর্য-সামগ্রী, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য উৎপন্ন [৯৬৮] করেছেন এবং (তাঁর প্রদত্ত) রিয্‌ক থেকে পবিত্র বস্তুগুলিকে হারাম করেছে কে?' তুমি বল, 'এগুলি এই দুনিয়ার জীবনেও, বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে।' এভাবেই আমরা জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি।

৯৬৫। যখন নামাযের সময় নিকটবর্তী হয় এবং মুসলমানেরা মসজিদে যেতে থাকে, তখন সম্পূর্ণ মনোযোগ পার্থিব বিষয়াদি থেকে ফিরিয়ে আল্লাহ্‌তাআলার দিকে নিবদ্ধ করা উচিত। প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে যে ওযূ করা হয় তা মু'মিনের সকল ধ্যান আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সাধন করে এবং প্রার্থনা করার জন্য তাকে সঠিক অবস্থায় স্থাপন করে।

৯৬৬। 'যেভাবে তিনি তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন, সেইভাবে তোমরা (তাঁর পানে) ফিরে যাবে' এর মর্মার্থ হচ্ছে, ঠিক যেভাবে আমাদের দেহ মাতৃগর্ভে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেরূপেই আমাদের আত্মা মৃত্যুর পরে ক্রমোন্নতির প্রক্রিয়ার মধ্যে অগ্রসর হবে।

৯৬৭। ভূষণ বা সুন্দর পোশাক দৈহিক অথবা আধ্যাত্মিক উভয় প্রকারই হতে পারে। দৈহিক অর্থে মু'মিনগণকে মসজিদে বা ইবাদতগৃহে যাওয়ার সময় যতদূর সম্ভব পরিচ্ছন্ন, সুন্দর এবং যথোপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধান করার জন্য নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

৯৬৮। খোদা-প্রদত্ত ভাল এবং বিশুদ্ধ বস্তুসমূহ প্রকৃতই বিশ্বাসীদের জন্য, যদিও অবিশ্বাসী বা কাফিরেরাও ইহজীবনের ঐ সম্পদ থেকে অংশ পেয়ে থাকে; কিন্তু পারলৌকিক জীবনে এই সকল কেবল মু'মিনরাই উপভোগ করবে এবং কাফিররা এথেকে বঞ্চিত থাকবে।

হাদীস শরীফ

জ্ঞানী ব্যক্তি

কুরআন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

অর্থ ঃ হে যারা ঈমান এনেছো! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা মজলিসে জায়গা খোলা রেখে বসো' তখন তোমরা জায়গা খোলা রেখে বসবে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রশস্ততা দান করবেন। আর যখন বলা হয় 'তোমরা উঠো' তখন তোমরা উঠে পড়ো; তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছো, এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদেরকে আল্লাহ্ মর্যাদাসমূহে সমুন্নত ও সম্মানিত করবেন। আর তোমরা যে কর্মই করো তার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন (সূরাতুল মুজাদিলা ঃ ১২)।

হাদীস ঃ

"হযরত আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ আমাকে যে ইল্‌ম (জ্ঞান) ও হেদায়াতসহ প্রেরণ করেছেন তার উপমা বারিধারার ন্যায় যা একটি জমির উপর বর্ষিত হয়েছে। উহার একটি অংশ ভালো যা পানিকে গ্রহণ করে নিয়েছে। ফলে তা বিপুল পরিমাণ ঘাস ও গাছ উৎপন্ন করেছে। এর একটা অংশ ছিল নিচু। সেখানে তা পানি আটকিয়ে নিয়েছে, আর ওথেকে আল্লাহ্ লোকদেরকে উপকৃত করেছেন, তা থেকে তারা পান করেছে, জীব-জন্তুকে পান করিয়েছে এবং পানি সেচ করে কৃষি কাজও করেছে। আবার এই বারিধারা এমন এক অংশে পৌছেছে যেটি ছিল অনুর্বর সমতল ময়দান। তা পানি ধরে রাখতে পারে নি এবং তার ঘাস উৎপন্ন করার ক্ষমতাও নেই। এটি হচ্ছে ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে আল্লাহ্‌র দীনের জ্ঞান লাভ করেছে এবং আল্লাহ্ যে জ্ঞান দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন তা থেকে সে লাভবান হয়েছে। কাজেই সে তা শিখেছে ও অন্যকে শিখিয়েছে। আরও একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির, যে এই জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি দেয় নি এবং আল্লাহ্ আমাকে যে হেদায়াত সহ পাঠিয়েছেন তা গ্রহণ করে নি" (বুখারী)।

ব্যাখা ঃ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তাআলা আলেমদের প্রসংসা করেছেন এবং জানিয়েছেন যে, এ জ্ঞান খোদাপ্রদত্ত । যারা এই জ্ঞানের অধিকারী

হয়েছেন তিনি তাদের মর্যাদা উন্নীত করেছেন। সাধারণতঃ প্রচার করা হয় যে, আলেম অর্থ যারা মাদ্রাসা পাশ করে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছেন। দুঃখের বিষয়, এমন ব্যক্তিবর্গ নিজেদের অহংকার ও অহমিকায় নিজেদেরকে তা ভাবতে শুরু করে এবং সমাজে নিজেদের ধর্মীয় নায়ক ও ধর্মের কান্ডারী মনে করেন। নবীদের পবিত্র জীবন দেখলে আমরা জানতে পারি, তারা কোন মাদ্রাসা পাশ ছিলেন না । অনেকেই কোন ধরনের শিক্ষা পান নি। আর যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ খাতামান্নাবীঈন তিনি তো ছিলেন উম্মী, প্রকৃত অর্থে আলেম তো সেই ব্যক্তি যাকে খোদা নিজে জ্ঞান দান করেন যাকে ইসলামী পরিভাষায় "ইলমে লাদুন্নী" বলা হয়।

হাদীসটিতে আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) তিন ধরনের জ্ঞানী ব্যক্তির কথা বলেছেন। প্রথম দুই দল আল্লাহ্‌ প্রদত্ত জ্ঞান লাভ করে লাভবান হয়েছে। তাদের একদল জ্ঞান অর্জন করে নিজেদের সংশোধন করেছেন কিন্তু সাধারণ মানুষের সংশোধনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নি। দ্বিতীয় দলটি জ্ঞান দ্বারা নিজেরা লাভবান হবার সাথে সাথে অন্যদেরকে উপকৃত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ এ উম্মতের বুযূর্গানে দীন। আর তৃতীয় দল হ'লো তারা, যারা জ্ঞান পেয়েও নিজেদের সংশোধন করে নি ও তা থেকে উপকৃতও হয় নি।

আজ আমাদের ধর্মীয় সমাজে তৃতীয় শ্রেণীর জ্ঞানীদের সংখ্যাই বেশী। তারা ধর্মের জ্ঞানকে ব্যবসায় হিসেবে বেছে নিয়েছে, চল্লিশা, ফতওয়া, মিলাদ ও অন্যান্য ব্যবসায় ইহাকে ব্যবহার করছে। কুরআন হাদীসকে ব্যবহার করে মানুষকে ফিতনা ও ফাসাদ এবং ঐক্যের তান ছিঁড়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করছে। কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষ জামানার ইমাম মাহদী এসে গিয়েছেন। অনেকেই তা জানেন। দলীল প্রমাণও তা প্রমাণ করে। কিন্তু পরিতাপ, এমন লোকেরা ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ হবে ও রোজগারের পথ বন্ধ হবে বলে তাঁকে মানছেন না। নিজেরাও আল্লাহ্‌র ক্রোধের শিকার হচ্ছেন এবং সাধারণ মানুষকেও তাতে নিপতিত করছেন। আল্লাহ্‌ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্‌কে তাঁর বান্দাদের মধ্য হ'তে জ্ঞানীরাই সর্বাধিক বেশী ভয় করে।"

আল্লাহ্‌ করুন ধর্মের এ সব কান্ডারী নিজেদের সংশোধন করে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে একত্রিতভাবে ধরে সমস্ত জগতকে এক উম্মতে পরিণত করে, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ **মাওলানা সালেহ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্‌

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

আঁ হযরত (সঃ) এর সততা ও বিশস্ততা

হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতিই লক্ষ্য করুন! সকল অন্যায় আক্রমণের মোকাবেলা তিনি করেছেন, নানা প্রকার বিপদাপদ ও দঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন, কিন্তু কোন পরওয়া করেন নি। এরূপই ছিল তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততা যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌তাআলা করুণা বর্ষণ করেছেন। এ কারণেই আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ্‌তাআলা ও তাঁর সকল ফিরিশ্‌তা এই রসূলের (সঃ) ওপর দুরূদ প্রেরণ করছেন, হে বিশ্বাসীগণ তোমরাও নবী (সঃ)-এর ওপর দুরূদ ও সালাম প্রেরণ কর" (৩৩ঃ৫৭)।

এ আয়াত থেকে একথা পরিস্ফুট হচ্ছে যে, রসূলে আকরম (সঃ)-এর আমল (আচরণ ও ক্রীয়া-কলাপ) এরূপ ছিলো যে, আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর (সঃ) প্রশংসা ও গুণকীর্তনে কোন বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করেন নি। শব্দ তো পাওয়া যেতো কিন্তু নিজে তা ব্যবহার করেন নি। অর্থাৎ তাঁর (সঃ) পুণ্য আমলের প্রশংসা গণনার বাইরে ছিল। এই ধরনের আয়াত (বাক্য) অন্য কোন নবীর মর্যাদায় ব্যবহার করেন নি। আঁ হযরত (সঃ)-এর আত্মায় ঐ সততা ও বিশ্বস্ততা ছিল এবং তাঁর (সঃ) আমল খোদার দৃষ্টিতে এরূপ পসন্দনীয় ছিল যে, আল্লাহ্‌তাআলা সর্বক্ষণ ও চিরকালের জন্য এই আদেশ দিয়ে রেখেছেন যে, ভবিষ্যতে মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ধারায় (তাঁর-সঃ ওপর) দুরূদ প্রেরণ করবে। তাঁর (সঃ) অসীম সাহস ও সততা এরূপ ছিল যে, যদি আমরা ওপরে বা নীচের দিকে তাকাই তাহলেও তার দৃষ্টান্ত মিলবে না। মসীহ্‌ (আঃ)-এর যুগের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তার (সঃ) অনুসারীদের ওপর তাঁর আধ্যাত্মিক সততা ও বিশ্বস্ততার কীরূপ প্রভাব পড়েছিল। প্রত্যেকেই এটা উপলব্ধি করতে পারবেন যে-একজন মন্দ স্বভাবের লোককে সংশোধন করাটা কত কঠিন। মজ্জাগত অভ্যাসকে দূর করা কীরূপ অসম্ভব ব্যাপার! কিন্তু আমাদের পবিত্র নবী (সঃ) তো অগণিত মানুষকে সংশোধিত করেছেন যারা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট ছিল। পশুর মত অনেকে মা-বানের মধ্যে পার্থক্য করতো না। এতীমের সম্পদ ভোগ করতো। মৃতের মাল ভক্ষণ করতো, কতক তারকা-উপাসক, কতক নাস্তিক ও কতক জড়-পূজারী ছিল। আরব উপদ্বীপটি কী ছিল? ধর্মের এক সমষ্টির ধারক ছিল।

কুরআন মজীদ একটি পরিপূর্ণ-পথ নির্দেশ

এতে বিশেষ একটি উপকার হয়েছিল,কারণ সম্মানিত কুরআনের মধ্যে সব রকমের শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রত্যেক ভুল ধর্ম-বিশ্বাস অথবা ক্ষতিকর শিক্ষা যা পৃথিবীতে থাকা সম্ভব ওগুলো সংশোধনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ শিক্ষা এতে মজুদ রয়েছে। এটা হ'লো আল্লাহ্‌তাআলার গভীর প্রজ্ঞা ও নিয়ন্ত্রণ। কামেল (পূর্ণ) বিধান এসে যেহেতু কামেল সংশোধন করা নির্ধারিত ছিল সে ক্ষেত্রে উহার অবতরণ কালে সেখানে চূড়ান্তভাবে রোগ-ব্যাধি বিদ্যমান থাকাও জরুরী ছিল যাতে করে রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সুতরাং এই উপদ্বীপটিতে পূর্ণ মাত্রায় রোগী মজুদ ছিল যারা ওসব আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহে আক্রান্ত ছিলো যা তখন অথবা পরবর্তীতে ভবিষ্যৎ বংশধরগণের মধ্যে সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এ কারণেই কুরআন শরীফ সম্পূর্ণ শরীয়তকে পূর্ণতা দান করেছে। অপরাপর বিধান অবতরণের যুগে এর কোন প্রয়োজন ছিলো না এবং ওতে এরূপ পরিপূর্ণ শিক্ষাও ছিলো না। (মলফুযাত, প্রথমখন্ড) (চলবে)

অনুবাদ ঃ **মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা**

শূরা বিষয়ক পথ-নির্দেশনা

আঁ হযরত (সঃ) এরশাদ করেছেন, "যখন তোমাদের শাসকগোষ্ঠী সৎ হবেন, বিত্তবানরা দানশীল হবেন এবং তোমাদের বিষয়সমূহ পরস্পর পরামর্শের মাধ্যমে সমাধা করা হবে তখন তোমরা ভাল অবস্থানে থাকবে।"

[সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০১ইং তারিখ, মসজিদে ফযল, লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতিহার পর হুযূর (আইঃ) সূরাতু আলে ইমরানের ১৬০তম আয়াত তেলাওয়াত করে খুতবা প্রদান করেন ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٦٠﴾

অনুবাদ ঃ অর্থাৎ, অতএব আল্লাহ্‌র বিশেষ কৃপার কারণে তুমি তাদের জন্যে কোমল হৃদয়ের হয়ে গেছো। আর যদি তুমি কর্কশ (ও) কঠিন হৃদয়ের হ'তে তাহলে তারা অবশ্যই তোমার চারিধার থেকে দৌড়ে পালিয়ে যেতো। সুতরাং তাদেরকে উপক্ষো করো এবং তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং (প্রত্যেক) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করো। অতএব যদি তুমি (কোন) সিদ্ধান্ত করে নাও তাহলে আল্লাহ্‌র ওপরেই নির্ভর করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ নির্ভরশীলদের ভালবাসেন।

এটা মজলিস শূরা অনুষ্ঠানের মৌসুম। পৃথিবীর বহু দেশে মজলিসে শূরা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে খবর আসছে। অতএব, আজ মজলিসে শূরা সম্পর্কে খুতবা দেব। যে দেশে মজলিসে শূরা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তাদের সকলের জন্য এটাই হবে আমার প্রধান পয়গাম ও বাণী।

উল্লিখিত আয়াত প্রসঙ্গে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, [সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল আদাব] হযরত আকদস মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, 'তোমার কোন ভাই যখন তোমার কাছে কোন বিষয়ে পরামর্শ চায় তখন তুমি তাকে পরামর্শ দিবে।" পরামর্শ কী ধরনের হওয়া উচিত সে সম্পর্কে হযরত আবূ মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন [সুনান ইবনে মাজা]। হযরত রসূলে আকরম (সঃ) বলেছেন, 'আল মুস্‌তাশারু মু'তামানূন" - অর্থাৎ যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়েছে সে আমীন বা বিশ্বস্ত হবে। অর্থাৎ তার আমীন হওয়া উচিত। এমন পরামর্শ দিবে যা সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততা, দায়িত্বশীলতা ও আন্তরিকতার সাথে হবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উদ্ধৃতি দিয়ে বানিয়ে কোন মিথ্যা কথা কাউকে বলবে যা আমি বলি নি, সে তার আবাসস্থল জাহান্নামকে বানাবে। আর যে ব্যক্তির কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়েছে সে যদি চিন্তা-ভাবনা না করেই একটা পরামর্শ দিয়ে থাকে তবে সে খেয়ানত করেছে। অর্থাৎ বিশ্বস্ততা রক্ষা করে নি।" চিন্তা-ভাবনা না করে যা মুখে আসে তা বলে দেয়ার নাম খেয়ানত বা বিশ্বস্ততা রক্ষা না করা।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের শাসকগোষ্ঠী সৎ হবেন এবং ধনবানরা দানশীল হবেন এবং তোমাদের বিষয়গুলো পরস্পর পরামর্শের মাধ্যমে সমাধা হবে তখন জানবে যে, তোমাদের ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থান ভূ-গর্ভে অবস্থানের চেয়ে মঙ্গলজনক হবে। অর্থাৎ যতদিন জীবিত থাক ততদিনই ভাল থাকবে। যখন তোমাদের শাসকগোষ্ঠী সবচেয়ে খারাপ হবে, তোমাদের ধনবানরা কৃপণ হবে এবং তোমাদের বিষয়গুলো স্ত্রীলোকদের হাতে থাকবে তখন ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূগর্ভ তোমাদের অবস্থান ভাল হবে'।

এখানে যে স্ত্রীলোকদের কথা বলা হচ্ছে এটি প্রনিধানযোগ্য। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে নারী শাসনকর্তা হতে পারে কি না। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে– উপরে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা নারীদের কথামত চলতে অভ্যস্ত হবে। অর্থাৎ নির্বিচারে চিন্তা-ভাবনা না করে স্ত্রীলোকদের কথামত যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হবে। এখানে নারী শাসক হতে পারে কি না সে প্রশ্ন নয় বরং পুরুষের দিক থেকে নির্বোধের মত নারীর আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমি আঁ হযরত (সঃ)-এর নিজ সাহাবায়ে কেরামের সাথে এত বেশী পরামর্শ করতে আর কাউকে দেখি নি'।

হযরত ইবনে গানাম আশয়ারী বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) হযরত আবূবকর ও হযরত উমর (রাঃ)-কে বলেছেন, 'তোমরা উভয়ে যখন কোন বিষয়ে একমত হয়ে রায় ব্যক্ত কর তখন আমি তার বিপরীত করি না'।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, 'যদি আমি পরামর্শ ছাড়াই কাউকে আমীর বা প্রতিনিধি নিয়োগ করতাম তবে আমি আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদকে আমীর নিয়োগ করতাম'।

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে এর মধ্যে কোন পরস্পর বিরোধিতা নেই। হযরত আবূবকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) সম্পর্কে আঁ হযরত (সঃ)-এর বক্তব্য রয়েছে- এঁরা দু'জন কোন বিষয় যদি একমত হতেন তবে হাঁ হযরত (সঃ) সাধারণতঃ নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ)-এর মধ্যে এমন কোন বিষয় হুযূর (সঃ) লক্ষ্য করেছেন যার কারণে তাঁর (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেন যে, বিনা পরামর্শেই তাঁকে আমীর নিযুক্ত করা যায়।

হযরত উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, **'লা খিলাফাতা ইল্লা আন্ মাশওয়ারাহ্** অর্থ খিলাফত পরামর্শ ছাড়া প্রতিষ্ঠা করা সঠিক নয়। সুতরাং নেযামে খেলাফতের একটি অন্যতম স্তম্ভ মজলিসে শূরা। প্রকৃত ঘটনা এটাই যে, মজলিসে শূরা ব্যতীত খলীফাকে সাহায্য করার আর কোন উত্তম পথ নেই। বিভিন্ন দেশে

মজলিসে শূরার মিটিং এ পরামর্শ গ্রহণ করা হয়-যার সারাংশ এখানে পাঠানো হয়। সবিস্তারে অথবা কোন সময় সারাংশ এখানে পাঠানো হয়। এভাবে সারা পৃথিবীর আহমদীদের বিবেক-বুদ্ধির সারমর্ম যুগ-খলীফা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তো যুগ-খলীফার তুলনা মৌচাকের সাথে দেয়া যায়। মৌচাকে যেমন মৌমাছিরা ফুলের নির্যাস সংগ্রহ করে এনে রানী মৌমাছিকে দেয় আর রানী মৌমাছি মধু প্রস্তুত করে। সকল মৌমাছি নিজেদের কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌তাআলা - চিরদিন আমাদের জামাতের খলীফাগণকেও পরামর্শ সভার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং সমস্ত জামাতকে উত্তম পরামর্শ পেশ করার যোগ্যতা দান করুন।

হযরত আলী বিন আবূতালিব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমি আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে বলেছি, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার পরিবর্তিতে যদি আমাদের সামনে এমন সমস্যা দেখা দেয়-যে সম্বন্ধে কুরআন শরীফে কোন আয়াত না পাই আর ঐ বিষয়ে আপনার কোন হাদীসও আমাদের জানা না থাকে তখন আমরা কী করবো?' হুযূর (সঃ) বলেছেন, 'এমতাবস্থায় সমাধান পাওয়ার জন্য উলামায়ে কেরাম অথবা ইবাদতকারী মু'মিনদের একত্র করে পরামর্শ করবে'। এখানে উলামায়ে কেরাম অথবা ইবাদতকারী বলার অর্থ এই যে, রেওয়ায়াত বর্ণনাকারীর স্মরণ নেই যে, আঁ হযরত (সঃ) উলামায়ে কেরাম' বলেছেন অথবা 'ইবাদতকারী' বলেছেন।

হাকীকাত বা প্রকৃত সত্য এটাই, সঠিক অর্থে উলামা তারাই যারা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে খুব ইবাদত করে থাকেন। আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, এমন সমস্যার সমাধানের বিষয় উলামা/ইবাদতকারীদের সাথে পরামর্শ করবে। এমন পরিস্থিতিতে কোন এক ব্যক্তির মতামত নিয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। যে প্রস্তাবের পক্ষে অধিক সংখ্যায় রায় পাওয়া যায় তা গ্রহণ করবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"আঁ হযরত (সঃ)-এর পরে ইমামগণ আলেমগণের মধ্যে যারা আমানত রক্ষাকারী 'আমীন' ব্যক্তি ছিলেন তাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন যেন সে বিষয়ে কোন সহজ পথ অবলম্বন করা যায়। যখন আল্লাহ্‌র কিতাব এবং সুন্নাতের মাধ্যমে কোন বিষয়ে স্পষ্ট হয়ে যেত তখন তারা আঁ হযরত (সঃ)-এর অনুসৃত পথের বিপরীত করতেন না। হযরত আবূবকর (রাঃ)-এর মত ছিল এই যে, যারা যাকাত দিবে না তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। হযরত উমর (রাঃ) বললেন, 'আপনি তাদের বিরুদ্ধে কীভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন যখন আঁ হযরত (সঃ)-বলেছেন "আমাকে আদেশ করা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত সব মানুষ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'কে স্বীকার না করে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। যখন তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' স্বীকার করে নিবে তখনই তার জান মাল আমার হাতে নিরাপদ হয়ে গেছে।" একথা শুনে হযরত আবূবকর (রাঃ) বললেন; 'আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব যারা আঁ হযরত (সঃ)-এর জামাতের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে।"

এ থেকে জানা গেল যে, হযরত আবূবকর (রাঃ) তাদের সাথে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন যারা ফেৎনা সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল তাদের মুরতাদ হবার কারণে জেহাদ ঘোষণা করে নি। পরবর্তীতে হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত আবূবকর (রাঃ)-এর পথ অনুসরণ করেছিলেন। এ বিষয়ে হযরত আবূবকর (রাঃ) কোন পরামর্শ নেয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি, কারণ তাঁর নিকট এ বিষয়ে আঁ হযরত (সঃ)-এর নির্দেশ নামা ছিল, 'যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করেছে তারা এমনই যেমন ধর্মীয় নির্দেশকে পরিবর্তন করেছে'।

ঐ যুগে নেযামে খিলাফত এবং রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা এক হাতে একত্রিত হয়েছিলো। যাকাত রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অধীনে 'কর'(ট্যাক্স) স্বরূপ। সুতরাং যারা কর (ট্যাক্স) দিতে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে তো আজও পৃথিবীর প্রত্যেক সরকার ব্যাবস্থা গ্রহণ করে এবং জোরপূর্বক কর আদায় করে। এতে কোন প্রকার আপত্তির সুযোগ নেই।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"দুঃখের সাথে বলতে হয়, অনেকে যথাসময়ে পরামর্শ গ্রহণ করে না। পরামর্শ করা একটি কল্যাণমন্ডিত বিষয়। এক্ষেত্রে হযরত মৌলানা নূরুদ্দীন (রাঃ) বললেন, 'কুরআন শরীফে আল্লাহ্ স্বয়ং রসূল (সঃ)-কে পরামর্শ গ্রহণের আদেশ করেছেন। অতএব, অন্যদের ক্ষেত্রে তো এমন আদেশ আরও বেশী জরুরী হয়ে যায়।' আল্লাহ্‌তাআলা যেখানে আঁ হযরত (সঃ)-কে সরাসরি পরামর্শ করতে বলেছেন, সেখানে অন্যরা কীভাবে পরামর্শ না করে চলতে পারে? আজ কালের মানুষের অবস্থা এই যে, তারা পরামর্শ করেই না আর যারা পরামর্শ করেও তাদের অনেকেই পরামর্শের উপর আমল করে না।"

আমারও এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, এটি বড় নিন্দনীয় আচরণ। হয় আদৌ পরামর্শ চাইবেন না আমার নিকট থেকে; আর যদি পরামর্শ আমার কাছে চেয়ে থাকেন এবং আমি পরামর্শ দিয়ে থাকি তবে আপনাদের জন্য এর উপর আমল করা আবশ্যক। হযরত (আঃ) বলেছেন, "মানুষ এ জন্য শাস্তিও পেয়ে থাকে। এমন ঘটনা থেকে অন্যরা যেন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন।"

এটাই সত্য যে, যারা পরামর্শ চেয়ে পরামর্শ নিয়ে তদনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করে না আল্লাহ্‌র তকদীর তাদেরকে ধরে ফেলে এবং তারা কোন না কোনভাবে এই অবাধ্যতার কারণে কোন না কোন শাস্তির কবলে এসে যায়।"

হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রাঃ) বর্ননা করেছেন,"হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) অনেক সময় এক বছরে দু'তিন, চারবারও পরামর্শের জন্য সাহাবায়ে কেরামকে ডেকে পাঠিয়েছেন।" সুতরাং মজলিসে শূরা বছরে যদিও একবার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, এর অর্থ এই নয় যে, একধিক বার ডাকা যাবে না। বরং যুগ-খলীফা প্রয়োজন মনে করলে মজলিসে শূরার অধিবেশন ডাকতে পারেন। যখনই কোন গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয় তখনই মজলিসে শূরা আহ্বান করা যেতে পারে। ছোট মজলিসে যেমন মজলিসে আমেলা ডেকে পরামর্শ করা যেতে পারে। অনেক সময় জামাতের মধ্যে যারা বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ও মতামত দেয়ার যোগ্যতা রাখেন এমন ব্যক্তিদের ডেকে পরামর্শ নেয়া যেতে পারে। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই, বিশেষ করে ইবাদতকারী এবং আমীন (আমানত রক্ষাকারী) ব্যক্তিদের পরামর্শ সভায় ডাকা বাঞ্ছনীয়।

সুতরাং হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক (রাঃ) বর্ণনা মতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) পরামর্শ করার প্রয়োজনে বছরে দু'তিন, চারবারও পরামর্শের জন্য সাহাবায়ে কেরামকে ডাকতেন। কোন জলসা অনুষ্ঠানের প্রস্তাব থাকলে তার জন্য পরামর্শ সভা ডাকতেন। অনেক সময় কোন বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে প্রচার করার উদ্দেশ্য থাকলেও পরামর্শের জন্য ডেকে পাঠাতেন। সালানা

জলসা ১৮৯২ ইং এর দ্বিতীয় দিন, ২৮ ডিসেম্বর ১৮৯২ ইং তারিখে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ইউরোপ ও আমেরিকায় ইসলাম প্রচারের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য উপস্থিত ভাইদের নিকট পরামর্শ চেয়েছিলেন।

অতএব, আজ ইউরোপ ও আমেরিকায় যে ইসলাম প্রচার হচ্ছে এবং আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে এটা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পরবর্তী কালের ঘটনা নয় বরং হযরত সাহেবের (আঃ) যুগে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ আরম্ভ হয়েছিল। এ সম্পর্কে হযরত (আঃ) সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ চেয়েছিলেন। আজ ইউরোপ, আমেরিকায় জামাতের দ্রুত অগ্রগতি হযরত (আঃ)-এর পদক্ষেপের ফল।

হযরত (আঃ)-এর খেদমতে সাহাবা পরামর্শ পেশ করেছিলেন। শেষে যে কর্মসূচী এবং সিদ্ধান্ত হযরত (আঃ)-এর অনুমোদনক্রমে গৃহীত হয়েছিলো তা এই,

"একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হবে যা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য সম্বলিত এবং ইসলামী আকীদা (ধর্মীয়-বিশ্বাস) -সমূহের অতি সুন্দর চিত্র সম্বলিত প্রবন্ধ লিখে ছাপা হবে এবং ইউরোপ, আমেরিকায় বহু পরিমাণে প্রকাশ ও প্রচার করা হবে।"

উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আল্লাহ্‌র ফযলে "রিভিউ অব রিলিজিয়ন্‌স" নামে মাসিক ম্যাগাজিন হযরত (আঃ)-এর আকাঙ্ক্ষা অনুসারে দশ হাজার সংখ্যায় প্রতি মাসে ছেপে প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের এই রিভিউ অব রিলিজিয়ানস্ সেই ম্যাগাজিন যে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিলো যাতে ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গের নাম লেখা হয়েছিল যারা যথারীতি নিয়মিত প্রকাশনা খাতে চাঁদা পাঠাতে থাকবেন।

এ সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছিল যে, "ইসলাম' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রচার ও মানবতার সেবা-কল্পে চালু করা হবে।" অর্থাৎ মাসিক ম্যাগাজিনই নয় বরং খবরের কাগজও প্রকাশ করা হবে। যেমন আল্ ফযল এখন নিয়মিত ছাপ্‌ছে। এর অনুবাদও বিভিন্ন অঞ্চলে ছাপ্‌ছে।

হযরত মৌলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আহসান আমরোহী (রাঃ) আমাদের জামাতের একজন 'ওয়ায়েয' (নসীহতকারী বক্তা)। বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে বুঝাতেন। পাঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের প্রচারমূলক সফর করবেন।

অধিবেশন শেষে সমাপনী দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাছাড়া ইহাও সিদ্ধান্ত হয়েছিলো, প্রতি বছর জলসার এটাও একটা উদ্দেশ্য থাকবে যে, ইসলাম প্রচার এবং ইউরোপ, আমেরিকায় নও মুসলিম যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের জন্য ভাল ভাল প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে। পৃথিবীতে ন্যায়পরায়ণতা, পবিত্র উদ্দেশ্য, তাকওয়া, পবিত্রতা চারিত্রিক উন্নতির উপায়, ইসলামী চরিত্রের বাস্তবায়ন এবং মন্দ চরিত্রের সংশোধন ও দূরীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগে মজলিসে শূরা সম্পর্কে হযরত (আঃ)-এর প্রস্তাবসমূহের কিছু অংশ আপনাদের জানালাম। আশা করি পৃথিবীতে সকল দেশে আমাদের মজলিসে শূরা এসব নির্দেশসমূহকে পালন করতে বাধ্য থাকবে।

এবার ইউরোপে ইসলাম প্রচার সংক্রান্ত একটি বৃহত্তম মসজিদের নির্মাণ প্রকল্প সম্পর্কে কথা বলছি। সুতরাং এটাও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন বৈ নতুন কোন প্রস্তাব নয়। এ সম্পর্কে স্মরণ রাখবেন, গত খুতবায় এ মসজিদে 'বায়তুল ফুতূহ' সম্পর্কে বলেছিলাম এবং কোন কোন কারণে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলাম। এ মসজিদের একেবারে প্রথম পর্যায়ে যে সমস্ত নির্দেশ দিয়েছিলাম-পরবর্তীতে তার ওপরে আমল করা হয় নি। বরং বিপরীত আমল করা হয়েছে। অর্থাৎ মসজিদের নির্মাণ কাজ এখনও প্রাথমিক অবস্থায় পড়ে আছে।

আজ এ প্রসঙ্গে একথা বলা প্রয়োজন যে, কখনও মন্দের ভেতর মঙ্গলও লুকিয়ে থাকে। প্রকৃত অবস্থা এই যে, ঐ মসজিদের জন্য যে অঞ্চলে যে জমি আমরা নির্বাচন করেছিলাম তা বিভিন্ন কারণে সঠিক ছিল না বলে এখন প্রতিভাত হচ্ছে। এবার সবিস্তারে বিচার বিবেচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, এই মসজিদের জন্য সর্বপ্রথম যে কমিটি গঠিত হয়েছিল ঐ সময়ে ঐ কমিটির একজন সদস্য অভিমত দিয়েছিলেন - এ অঞ্চলে মসজিদ নির্মাণ সঠিক পদক্ষেপ হবে না। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আমাদের যে সকল শর্ত আরোপিত হয়েছে তা-ও একেবারে অযৌক্তিক অগ্রহণযোগ্য। যেমন এক বছরে চারটির বেশী অনুষ্ঠান করা যাবে না। গাড়ি পার্কিং-এর জন্য বড় বেশী কঠোরতা যে, এতটার বেশী গাড়ী এক সময়ে পার্ক করা যাবে না। আরো সমগ্র ইংল্যান্ডের রেসিষ্ট অরগানাইজেশন বা ন্যাশানালিষ্ট ফ্রন্ট বলা হয় - এদের কেন্দ্র ও (বর্ণবাদী সংগঠন) এই মসজিদের খুব নিকটে। ইতঃপূর্বে ওদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য বহু বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি হয়েছে। এ সমস্ত কারণে এখন বাধ্য হয়ে এই এলাকা পরিত্যাগ করতেই হবে।

এখন প্রশ্ন, তাহলে আমরা কোথায় মসজিদ নির্মাণ করতে পারি? এর জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে যাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে-বাইরে কোথাও এমন কোন অঞ্চল খুঁজে বের করতে হবে যেখানে অনেক বেশী জমি আমরা একত্রে পেতে পারি যেন সেখানে অনেক আহমদীর বাড়ী নির্মাণ করাও সম্ভব হয়। কারণ এমন অনাবাদ স্থানে দূরে এতবড় মসজিদ নির্মাণ করা যেখানে আহমদীদের বসবাস থাকবে না-সঙ্গত মনে হয় না। অযথা এমন এক চেষ্টা যা কেবল লোক দেখানো বলে মনে হচ্ছে। সুতরাং অবশ্যই আমাদেরকে এমন স্থান খোঁজ করতে হবে যেখানে অনেক আহমদীর বাড়ী নির্মাণের জন্য প্লট বরাদ্দ দেয়া যায়। তাদের বিনা সুদে (ঋণ দিয়ে) গৃহ নির্মাণের জন্য সুযোগও করে দিতে হবে। নতুবা আমাদের আহমদীরা হঠাৎ করে সেখানে বাড়ী নির্মাণ করতে পারবে না। এ সমস্ত বিষয়ে এখনও অনেক বেশী চিন্তা-ভাবনা, বিচার-বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে। আমি আশা করি, আল্লাহ্‌তাআলা জামাতকে পথ-নির্দেশনা দিবেন এবং এ সমস্ত বিষয়ে সঠিক সমাধানে পৌঁছতে সাহায্যও করবেন।

বর্তমানে যেখানে উক্ত মসজিদটির নির্মাণ কাজ স্থগিত হয়ে পড়েছে এই পুরো জমিটি এক সময় কোন এক কোম্পানী কিনে নিতে চেয়েছিল, ঐ সময় এতে কোন সংস্কার কাজ বা উন্নয়ন কাজও হয় নি। এখন তো আল্লাহ্‌র ফযলে ঐ জমিতে অনেক বড় অংকের টাকা ব্যয় করা হয়েছে, অনেকগুলো দালানের সংস্কার করা হয়েছে। আমি বিশ্বাস রাখি, এখন যদি বিক্রি করা হয়-ঐ আগের গ্রাহকের নিকট অথবা নতুন কোন গ্রাহকের নিকট তবে হয়ত যা আমরা খরচ করেছি তার চেয়ে বেশী টাকা উঠে আসতে পারে। অন্যত্র তা নতুন জমি ক্রয়ের জন্য ব্যয় হ'তে পারে। আর এবার মসজিদের জন্য যে নতুন চাঁদার আহ্বান করে তাহরীক করেছি এতে আপনারা যে টাকা দিবেন তা দিয়ে বৃহত্তম মসজিদের নির্মাণ কাজ চলবে।

এভাবে আমি গত জুমুআর তাহরীকের জবাবে জামাত কীভাবে লাব্বায়েক (আমি আপনার ডাকে সাড়া দিচ্ছি) বলেছে তার উল্লেখ করছি। আল্লাহ্‌র ফযলে কত চমৎকার জামাত যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন! আশ্চর্যজনকভাবে সবাই সাড়া দিয়েছেন। পুরো পৃথিবীর জামাত বিরাট সাড়া দিয়েছে। অথচ বহু ওয়াদা এখনও পথেই আছে এখানে এসে পৌঁছে নি। আশা করি অনেক বেশী ওয়াদা এসে যাবে। যে পরিমাণ আহ্বান করা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী হয়ে যাবে। এখন পর্যন্ত ৩.৩ মিলিয়ন পাউন্ডের ওয়াদা এসে গেছে। এর মধ্যে অনেক টাকা আদায়ও করে দেয়া হয়েছে।- পাকিস্তান, কানাডা, আমেরিকা, জার্মানী, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান , মধ্য প্রাচ্যের জামাতসমূহ অসাধারণ আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে।

মহিলারা অতীতের ঐতিহ্য বজায় রেখে এবারও অনেকেই নিজেদের গহনা খুলে দিয়েছেন। অথচ এদের অধিকাংশ আগেও কোন না কোন তাহরীকে সমস্ত গহনা দিয়ে দিয়েছিলেন। এবার পুনরায় তারা গহনা খুলে আল্লাহ্‌র রাস্তায় দেবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এখন দেখুন, যারা পূর্বে হাত, গলা বা কানের গহনা খুলে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাদের হাত, গলাগুলোকে গহনাবিহীন রাখেন নি, ভরে দিয়েছিলেন। এবার আবার যখন তারা হাত, পা, নাক, কান, গলা খালি করে দিচ্ছেন আল্লাহ্ তাদের এসব অঙ্গ খালি রাখবেন না, আবার ভরে দিবেন, ইনশাআল্লাহ্। কোন মহিলাকে গহনাবিহীন রাখবেন না। কোন কোন মহিলা গহনা দিয়ে স্বামীদেরকে এখানে আমার কাছে পাঠিয়েছেন যেন স্বয়ং হাজির হয়ে তাদের অন্তরের আবেগ ও আন্তরিকতা আমাকে জানাতে পারে।

ছোট ছোট শিশু অসাধারণ কুরবানী পেশ করেছে। নিজেদের এক পয়সা যা পকেট খরচ থেকে বাঁচিয়ে কোন পুটলিতে বা কৌটায় রেখে জমা করছিল তারা এই তাহরীকের জন্য ঐ পুটলি বা কৌটা বন্ধ অবস্থায় এখানে পাঠিয়েছে যে, আমাদের পক্ষ থেকে আপনি উক্ত মসজিদের জন্য খরচ করুন।

এক বন্ধু এমনও আছেন, যিনি নিজের গৃহ নির্মাণের জন্য টাকা জমা করেছিলেন, তার নাম উল্লেখ করা ঠিক হবে না, তিনি ঐ জমা টাকার অনেক বড় অংশ মসজিদের জন্য পাঠিয়েছেন। যথেষ্ট বড় অংশের টাকা যদ্বারা গৃহ নির্মাণ সম্পন্ন হোত। অনুরূপভাবে অনেকে নিজেদের জমির এক খন্ড পেশ করেছেন, অনেকে নিজেদের আয় হ'তে প্রতি মাসে এক নির্ধারিত অংশ মসজিদ ফান্ডে দিতে থাকবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। আল্লাহ্‌তাআলা এঁদের সকলকে ইহকাল ও পরকালে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

আজ এখানেই খুতবা শেষ করছি এবং দোয়া করছি আল্লাহ্‌তাআলা আশানুরূপভাবে সকল জামাতকে তৌফীক দান করুন। আমাদিগকে তিনি এমন ভাল বড় এলাকার জমি ক্রয় করার তৌফীক দান করুন যেখানে আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অনেক সুন্দর, ভাল, অনেক প্রশস্ত মসজিদ নির্মাণ করতে পারি।

অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

যুক্তরাজ্যের মরডেনে মসজিদ নির্মাণে চাঁদার তাহরীক

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন জুমুআর খুতবায় লন্ডনের মরডেনে (মসজিদে ফুতূহ) নির্মাণের খাতে সারা বিশ্বের আহমদী বন্ধুগণকে ৫ মিলিয়ন পাউন্ড চাঁদা দেবার তাহরীক করেছেন। বাংলাদেশের মহিলাদের হুযূর (আইঃ)-এর এ পবিত্র তাহরীক অনুযায়ী এ খাতে বেশী বেশী করে চাঁদা দেবার অনুরোধ করা যাচ্ছে। আর এমন সব বন্ধু যারা নিজের আর্থিক সামর্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে দু'বছরের মধ্যে ওয়াদাকৃত চাঁদা কিস্তিতে আদায় করতে চান তারাও তাদের সামর্থ্যানুযায়ী স্থানীয় সেক্রেটারী মালের নিকট তাদের ওয়াদা লিখিয়ে দিতে পারেন এবং যথাসময়ে আদায় করতে পারেন। স্থানীয় জামাতের কর্মকর্তাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে, তারা যেন ওয়াদা সংগ্রহ করে তালিকা খাকসারের নিকট পাঠান। যারা এককালীন দিতে পারেন তাদের কাজ থেকেও আদায় করে রিপোর্ট সহ এখানে পাঠান।

- আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঘড়িলালের সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব আজিজ তরফদার গত ১১/৩/২০০১ তারিখ রোজ রবিবার খুলনায় সার্জিক্যাল ক্লিনিকে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রাত ১০ ঘটিকার সময় ইন্তেকার করেন (ইন্নালিল্লাহে..... রাজিউন)।

মরহুম ঘড়িলাল জামাতের প্রথম আহমদী এবং উক্ত জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট। তিনি সত্তুরের দশকে সুন্দর বন জামাতের মরহুম প্রেসিডেন্ট জনাব শামসুর রহমান সাহেবের হাতে বয়াত করে আহমদী সিলসিলায় দাখিল হন এবং আজীবন ধর্মের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি জামাতের নামে ৫ বিঘা জমি ওয়াক্‌ফ করে দেন। মৃত্যুকালে মরহুম স্ত্রী, চার পুত্র এবং ১ কন্যাসহ অনেক আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। ঘড়িলালে তাঁর নিজস্ব পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। মরহুমের মাগফিরাতের জন্য এবং পরিবার-পরিজনদের জন্য দোয়ার আবেদন রইল যেন আল্লাহ পাক তাদেরকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফীক দান করেন।

- মুহাম্মাদ শামসুর রহমান
প্রেসিডেন্ট, আহমাদীয়া মুসলিম জামা'ত ,খুলনা।

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মাযযিকহুম কুল্লা মুমাযযাকিন ওয়া সাহ্‌হিকহুম তাস্‌হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণররূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।
মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

হোমিওপ্যাথি

সদৃশ-বিধান চিকিৎসা

-হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)

ঔষধ নম্বর-১০
এগনাস ক্যাসটাস
AGNUS CASTUS
(The Chaste Tree)

এগনাস ক্যাসটাসের সম্পর্ক বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মহিলাদের রোগ-ব্যাধির সাথে। শিশু-সন্তান প্রসবের পর সাধারণতঃ এদের স্নায়ু-তন্ত্র দুর্বল হয়ে যায় আর Elasticity নষ্ট হয়ে পড়ে, পেশীগুলো ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়ে আর নিজেদের টেনে নিয়ে পূর্বাবস্থায় ফেরৎ যেতে পারে না। অনেকটা ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়া রাবারের মত অবস্থা হয়। রোগীণির গর্ভাশয় নীচে বেরিয়ে যাবার মত অনুভূত হয়। রক্তস্রাবের পরিমাণ কমে যায়। বন্ধ্যাত্বের লক্ষণাদি সৃষ্টি হয় আর দাম্পত্য সহবাসে অনীহা দেখা দেয়। হলুদ বর্ণের লিউকোরিয়া (শ্বেত স্রাব) বেরুতে থাকে। রোগীণীর মধ্যে অস্থিরতা, ভীতি আর নৈরাশ্যের লক্ষণাবলী প্রকাশ পায়। সবসময় রোগীণী উদাসীন দুঃখিত অবস্থায় থাকে আবার কখনো কখনো হিষ্টিয়ার মত লক্ষণ দেখা দেয়। গর্ভাশয়ে প্রদাহ থাকে, নাক দিয়ে রক্ত বের হয়। এগনাস ক্যাসটাস এ সমস্ত লক্ষণে কার্যকর ও উপকারী।

এগনাস ক্যাসটাসের রোগীর মাথায় এই রোগের ফলে আত্মহত্যা করার চিন্তা-ভাবনা দেখা দেয়। সে জগতের সব কিছু থেকে উদাসীন হয়ে পড়ে আর আসন্ন মৃত্যু সম্পর্কে ভাবতে থাকে। দুঃসহ উদাসীনতা সবচেয়ে বেশী আত্মহত্যার প্রবণতা আর যে ঔষধের মাঝে দেখতে পাওয়া যায় সেটা হলো অরাম মিউর (Aurum Mur)। এগনাস ক্যাসটাস-এ আত্মহত্যার প্রবণতা কেবল অস্থায়ীভাবে রোগের আক্রমণকালে দেখা যায়, এটা রোগীর স্বভাবের স্থায়ী লক্ষণ নয়- যা অরাম মিউরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এগনাস ক্যাসটাস-এ রোগীর স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়, একটি বিষয়ে মনোনিবেশ দুষ্কর হয়। স্নায়বিক দুর্বলতা একটি স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ভীরুতা আর শক্তিহীনতার অনুভূতি থাকে। এগনাস ক্যাসটাসে কানপট্টি আর কপালে ভীষণ ব্যথা হয়, নড়াচড়া করলে তা বৃদ্ধিলাভ করে। আলোর কারণে অস্বস্তির ক্ষেত্রেও এগনাস ক্যাসটাস কার্যকর। আরও কয়েকটি ঔষধে এই লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় তবে এগনাস ক্যাসটাসে বিশেষ কথা হলো, আলোর কারণে অস্বস্তির ফলে মাথা ব্যথা আরম্ভ হয়ে যায়। যদি আগের থেকেই মাথা ব্যথা থেকে থাকে সেক্ষেত্রে রোগীর কাছে আলো অসহ্য মনে হয় আর সে চোখই খুলতে পারে না। যদি এগনাস ক্যাসটাসের বিশেষ লক্ষণাবলী না পাওয়া যায় আর এসত্ত্বেও আলোতে চোখ খুলতে অসুবিধা হয় সেক্ষেত্রে এ ধরণের ব্যথার উত্তম ঔষধ হলো গ্র্যাফাইটস।

এগনাস ক্যাসটাসে নাকের হাড়ে ব্যথা অনুভূত হয়, একে চেপে ধরলে কষ্ট লাঘব হয়। আবার এতে কয়েক প্রকার সুগন্ধিতে অস্বস্তি বোধ হয়, গালে চুলকানী দেখা দেয় আর পিঁপড়া হাঁটার মত অনুভূতি জাগে- এটা এগনাস ক্যাসটাসের বিশেষ লক্ষণ।

এগনাস ক্যাসটাসে পেটের গ্যাস সমস্যাও দেখা যায়। পাকস্থলীতে গুড়গুড় শব্দ হয়। নাড়ী-ভুড়ী নীচে নেমে যাবার অনুভূতি সৃষ্টি হয় আর রোগী নিজের পেটকে হাত দিয়ে ধরে রাখে।

এগনাস ক্যাসটাসে পৌরুষের দুর্বলতায়ও উপকারী সাব্যস্ত হয়, বিশেষ করে এটা যৌবনের সূচনায় সম্পাদিত অপকর্মের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট দুর্বলতা আর শক্তিহীনতা দূর করার ক্ষমতা রাখে। সাধারণ স্নায়বিক দুর্বলতা দূরীভূত করার ক্ষেত্রেও এটা কলি ফসের মত উত্তম কার্যকারিতা রাখে।

সহায়ক ঔষধ ঃ কালিডিয়ম, সিলেনিয়ম
প্রভাব বিনষ্টকারী ঃ ক্যামফর, নাক্স ভমিকা
সেব্য পটেন্সী ঃ সাধারণতঃ ৩০ থেকে cm পর্যন্ত

ঔষধ নম্বর-১১ এলিয়াম সেপা
ALLIUM CEPA
(Red Onion)

এলিয়াম সেপা লাল পেঁয়াজ থেকে প্রস্তুতকৃত একটি ঔষধ। এটা শীতকালে আক্রান্ত সর্দি-কাশির ক্ষেত্রে অতীব কার্যকর হয়। পেঁয়াজ কাটার সময় যে সমস্ত উপসর্গ দেখা দেয়-এর রোগে সেই একই লক্ষণাদি বিদ্যমান। এতে গলা বসে যায়, নাক থেকে পাতলা পানির মত রস নির্গত হয়। যার মাঝে অম্লভাব থাকে, চোখ দিয়ে অনবরত পানি ঝরে কিন্তু এতে ঝাঁঝ থাকে না আর এতে চোখ লালও হয় না।

এটি এলিয়াম সেপার বিশেষ লক্ষণ যা একে ইউফ্রেশিয়া (Euphrasia) থেকে পৃথক করে। ইউফ্রেশিয়ায় চোখ থেকে নির্গত পানিতে জ্বালা-পোড়া আর চুলকানী হয়, চোখ লাল হয়ে যায়। আরেকটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হলো, এলিয়াম সেপার কাশিতে দিন বা রাতের কোন তারতম্য নেই, সব সময় গলায় খুস্‌খুসানী থাকে আর কাশি হয়। ইউফ্রেশিয়ার কাশি দিনের বেলা মোটেও কষ্ট দেয় না কেননা, সর্দির পানি চোখের পথ দিয়ে বের হ'তে থাকে। কিন্তু রাতে শোবার পর এই তরল রস গলায় যেতে আরম্ভ করে আর ফুসফুসে চলে যায় - এ কারণে কাশি আরম্ভ হয় আর রোগী বিছানায় উঠে বসে। কখনো কখনো এক্ষেত্রে কাশির প্রচন্ড আক্রমণ হয়। কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠলে কাশির প্রকোপ ধীরে ধীরে কমতে আরম্ভ করে।পুনরায় চোখ দিয়ে পানি বের হ'তে থাকে আর চোখ লাল হয়ে যায়।

এলিয়াম সেপায় চোখ লাল হয় না ঠিকই কিন্তু এর স্থলে এতে কান আক্রান্ত হয়। কানে ব্যথা হয়, তরলাকৃতির ময়লা নির্গত হয়, শ্রবণ-শক্তির উপর মন্দ প্রভাব দেখা দেয়। যদি সর্দি-কাশি থেকে এটা হয়ে থাকে তাহ'লে এলিয়াম সেপা এর জন্য সর্বোৎকৃষ্ট সাব্যস্ত হবে। তা না হ'লে কানের পীড়ায় অন্যান্য ঔষধের মধ্যে পালসেটিলা, ক্যামোমিলা কিংবা এমোনিয়া কার্ব নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের কারণে পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করা সম্ভব।

এলিয়াম সেপার রোগ ডান দিক থেকে বামদিকে স্থানান্তরিত হবার প্রবণতা রাখে। ল্যাকেসিসের বৈশিষ্ট্য হ'লো, বামদিকে রোগের সূচনা ঘটে। যখন দেহের রোগ প্রতিরোধ শক্তি এর আক্রমণ প্রতিরোধে সোচ্চার হয় তখন এই রোগ দেহের ডানদিকে আশ্রয় গ্রহণ করে। বেশীর ভাগ সাপের বিষ বাম দিকে

প্রভাব বিস্তার করে। আশ্চর্যের ব্যাপার হ'লো পেঁয়াজের বিরুদ্ধে সাপদের মাঝে একটা স্বাভাবিক ভীতি লক্ষ্য করা যায়। সিন্ধু প্রদেশে সাপ থেকে রক্ষার জন্য বিছানার চারিপাশে পেঁয়াজ গুঁজে শোবার ব্যবস্থা করা হয়। এতে সাপ কাছে ধারেও ভীড়ে না কেননা, সাপ পেঁয়াজ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে।

এলিয়াম সেপার রোগ বিশ্রাম নিলে বৃদ্ধি লাভ করে আর চলাফেরা করলে কষ্ট লাঘব হয়। রাতে শোবার পরও কষ্ট বাড়ে। আর্দ্র জলবায়ু আর শীতকালে সর্দি আরম্ভ হয়ে যায় কিন্তু খোলা বাতাসে প্রশান্তি লাভ করে। সর্দি-কাশির সাথে এতে মাথাব্যথা থাকে যা বিশেষভাবে ডানদিকের কানপট্টি থেকে আরম্ভ করে কপাল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এলিয়াম সেপার সর্দি বা দিকে নাকের গর্ত থেকে আরম্ভ হয়ে ডানদিকে ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা রাখে।

এলিয়াম সেপা হুপিং কাসিতেও উপকারী আর হামেও। শিশু রোগীর যদি বমি হতে থাকে, পেট খারাপ হয়, দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস বের হ'তে থাকে আর হামের লক্ষণাদি প্রকাশিত হ'তে আরম্ভ করে তাহলে এলিয়াম সেপা অতীব কার্যকর সাব্যস্ত হয়। এছাড়া শিশুদের পেট ব্যথায়ও এটা ভাল ঔষধ। এলিয়াম সেপার পেটে এমন ব্যথা হয় যার সাথে প্রস্রাবের চাপ অনুভূত হয়। বিশেষ অঙ্গের গ্রন্থিগুলোতে জ্বালা - পোড়া হয় আর প্রস্রাবের রঙ হয় লাল।

গ্রন্থির স্থানে ব্যথা হয়, সর্দি কাশির সাথে বার বার প্রস্রাবে ধরে। সর্দি-কাশির কারণে গলার স্বর বসে যায়, কণ্ঠনালীতে চুলকানী, শ্বাস-নালীতে ব্যথা আর সাংঘাতিক কাশি হয়, সেই সাথে অনেক হাঁচি হয়। ঘাড়ের পেছন দিকে প্রচন্ড ব্যথা থাকে,রাতের বেলায় শীতল তরঙ্গ কোমরের নীচের দিকে নামছে বলে মনে হয় যার কারণে বার বার প্রস্রাবে ধরে।

কখনো কখনো সর্দি কাশির পাশাপাশি ত্বকের উপর ছোট ছোট ফুস্কুরি বের হয়, সূই ফোটার অনুভূতি থাকে আর শরীরের কয়েক স্থানে হুলবিদ্ধবৎ অনুভূতি আর জ্বলন থাকে। এলিয়াম সেপা স্নায়বিক ব্যথায়ও উপকারী যদি সর্দি কাশির সাথে শরীরের কোন অংশে বিশেষ করে মুখমন্ডল, দাঁত, মাথা আর ঘাড়ে ব্যথা থাকে তাহলে এলিয়াম সেপা এসব ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ঔষধ। (চলবে)

সাহায্যকারী ঔষধ ঃ ফসফরাস, থুজা, পালসেটিলা,
প্রভাব বিনষ্টকারী ঃ আর্নিকা, ক্যামোমিলা, ভিরেট্রাম এলবাম
সেব্য পটেন্সী ঃ সাধারণতঃ ৩০ থেকে২০০ পর্যন্ত

অনুবাদ- **আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী**

মূর্তির চেয়ে মানুষ বেশী গুরুত্বপূর্ণ

- ডঃ ইউসুফ আল কারাদাভী

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেমে দ্বীন ডঃ ইউসুফ আল কারাদাভী তালেবান কর্তৃপক্ষকে প্রাচীন মূর্তি ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে শান্তি, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা ও দারিদ্র্যের মোকাবিলাসহ দেশের নাগরিকদের সার্বিক অবস্থার প্রতি গুরুত্ব দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি জাতিসংঘকে ফিলিস্তিনীদের ওপর ইসরাইলী বর্বরতার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হওয়ার আহ্বান জানান, যেরূপ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জাতিসংঘ ব্যক্ত করেছে তালেবনাদের প্রাচীন মূর্তি ভাঙ্গার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। কেননা, মানুষ মূর্তির চেয়ে বেশী গুরুত্বের দাবীদার। তালেবান কর্তৃপক্ষের বৌদ্ধ মূর্তি ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ডঃ ইউসুফ আল কারাদাভী সম্প্রতি দোহায় প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, 'শরীয়াত মুসলমানদের হাতে মূর্তি স্থাপনকে হারাম করেছে'। এ বিষয়টি সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত। আর ইসলামের পূর্ববর্তী লোকদের নির্মিত মূর্তি যা এখনও বিদ্যমান তা নিতান্তই ঐতিহাসিক নিদর্শন। সুতরাং সেগুলো হাতে পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই। বরং তা সে সকল জাতির প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের নিদর্শন যাদেরকে আল্লাহ্ ইসলামের প্রতি হেদায়েত দিয়েছেন এবং মূর্তিগুলো থেকে মুক্ত করেছেন।

ডঃ কারাদাভী আরো বলেছেন, মুসলমানগণ হিজরী প্রথম শতাব্দীতে আফগানিস্তান জয় করেন। তখন এই মূর্তিগুলো সেখানে ছিল। তারা এ সকল মূর্তি অপরাসরণ এবং ধ্বংস করার চিন্তা করেননি। একইভাবে মুসলমানগণ ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর শাসনামলে মিসর জয় করেছিলেন। সে সময়ে সেখানে উপাসনালয়ে বিভিন্ন ছবি ও নিদর্শন ছিল। আমর বিন আল আস (রাঃ) এবং তার সাথী সাহাবাগণ উপাসনালয়ে মিসরীয় পৌত্তলিকতার নিদর্শন অপসারণ আত্মনিয়োগ করেননি বরং তারা সর্বাগ্রে মানুষকে মুক্ত করার কাজে এবং মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে মানুষের আসল প্রভু আল্লাহ্‌র দাসে পরিণত করতে মনোনিবেশন করেন। মুসলমানগণের বিজিত এমন কোন প্রাচীন সভ্যতার দেশ নাই বললেই চলে যেখানে সে দেশের উপাসনালয়ে এবং ঐতিহাসিক স্থাপনায় জাহেলিয়াতের নিদর্শন বিদ্যমান ছিল না। এতদসত্ত্বেও বিজয়ী মুসলমানগণ এর প্রতি গুরুত্ব দেননি। অথচ তা অপসারণ ও নির্মূলের ক্ষেত্রে তারা আমাদের চেয়ে বেশী উত্তম ছিলেন।

ডঃ আল কারাদাভী আরো বলেছেন, মূর্তি যখন মুসলমানদের আকিদার জন্য ফিতনা হয়ে দেখা দেয় তা আফগানিস্তান কিংবা অন্য যেখানেই হোক তখন তা অপসারণ করা ওয়াজিব। কিন্তু এটা নিশ্চিত করে বলা যায়, আজকের আফগানিস্তানের কিংবা অন্য কোন মুসলিম দেশের মুসলমানগণ এ সকল প্রাচীন-মূর্তিকে কারুশিল্পে পূর্ববর্তীদের নিদর্শন ব্যতীত অন্য কোন দৃষ্টিতে দেখে না। যেমন কায়রোর কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত রামসীস-এর মূর্তিকে প্রাচীনকালে ফেরাউনী সভ্যতার একটি নিদর্শন মনে করে অবলোকন করে থাকে। এমন কোন মিসরীয়কে পাওয়া যাবে বলে আমি মনে করি না যে, এ মূর্তি কিংবা অন্যান্য মূর্তির দিকে উপাসনা কিংবা সম্মান করার উদ্দেশ্যে তাকিয়ে থাকে।

সিদ্ধান্তের বিপজ্জনক দিকগুলো

ডঃ কারাদাভী তালেবান কর্তৃপক্ষকে তাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। কেননা উক্ত সিদ্ধান্ত মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন দিক থেকে বিপদের ঝুঁকি রয়েছে ঃ

প্রথমতঃ উক্ত সিদ্ধান্ত ইসলামী বিজয়ের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পূর্ববর্তী সকল মুসলমানদের অবজ্ঞা করার শামিল অথচ তারা অনেক আল্লাহ্‌ওয়ালা ও নেক্‌কার লোক ছিলেন এবং তালেবানরা আজকে যেগুলো অপসারণ করতে চাইছে তারা তা অপসারণ করেননি। নিঃসন্দেহে এগুলো সে সময় ছিল।

দ্বিতীয়তঃ এ পদক্ষেপ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তাদের মুসলমান ভাইদের জন্য অসুবিধার কারণ। অন্যান্য মুসলিম দেশে অনুরূপ নিদর্শন রয়েছে। তারা তালেবানদের মত চিন্তা করছে না। যার কারণে তালেবানদের সিদ্ধান্ত মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

তৃতীয়তঃ বিশ্ব বিলিয়ন ডলারের অধিক মূল্যের এ সকল প্রাচীন নিদর্শনকে মানব সভ্যতার গুপ্তধন এবং সমস্ত মানবজাতির সম্পদ বলে মনে করে। মানব সভ্যতার নিদর্শন সংরক্ষণের জন্য ঐ সকল পুরাকীর্তি বিনষ্ট হওয়া অথবা ডুবে যাওয়া কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য ইউনেস্কো সচেষ্ট রয়েছে। সে কারণে তালেবানদের মূর্তির ধ্বংসের সিদ্ধান্ত বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে।

সুতরাং গোটা বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করা এবং এ সকল নিদর্শন ধ্বংস করা তালেবান সরকারের উচিত নয়।

মানুষের প্রতি গুরুত্ব দেয়া উত্তম

ডঃ কারাদাভী তার বিবৃতিতে তালেবান সরকারকে ঐ প্রাচীন মূর্তির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলী যেমন দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা, রোগাক্রান্তদের জন্য ওষুধ এবং আফগান জনগণ যে রক্তপাত প্রত্যক্ষ করছে তা বন্ধ করার প্রতি গুরুত্ব দেয়ার আবেদন জানান। একই সঙ্গে তিনি জাতিসংঘের এবং তার বিভিন্ন সংস্থার প্রতি অধিকৃত এলাকায় ফিলিস্তিনী জনগণের ওপর ইহুদী বর্বরতার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন যেরূপ প্রতিক্রিয়া তারা ব্যক্ত করেছেন তালেবানদের মূর্তি ধ্বংসের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। জীবন্ত মানুষ মৃত মূর্তির চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি জাতিসংঘের প্রতি মুসলমানদের প্রথম কিবলা 'মসজিদুল আকসা' সংরক্ষণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন যেভাবে তারা মূর্তি সংরক্ষণে এগিয়ে এসেছেন। কেননা, একই মানদণ্ডে প্রত্যেক বিষয় মূল্যায়ন করা উচিত। সূত্র ঃ www.Islam online.net

(দৈনিক ইনকিলাব ॥ ১৪-৩-২০০১ এর সৌজন্যে)

জন্মের পূর্বেই জীবন কথা

দুনিয়াতে যতলোক সৎ হিসেবে খ্যাত হয়েছেন তা তাঁদের কর্ম দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়েছে। কোন শিশুর প্রতিভা সম্বন্ধে ছোট বেলাতে কিছুটা আঁচ করা যায়। এতেই বলা যায় না যে, সে সৎ থাকবে এবং সৎকর্মশীল হবে। পরবর্তী জীবনে সে অসৎ এবং সমাজের জন্য মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে। সে চিত্র অহরহ আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি। বিশেষ করে যখন সামাজিক ব্যবস্থায় অবক্ষয়ের স্রোত নানাভাবে প্রবল হয়ে উঠে।

যে মহাপুরুষের জীবনী আলোচনার জন্য সমবেত হয়েছি তাঁর বেলায় উল্লেখিত নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। এই ব্যতিক্রমকে সঠিকভাবে বুঝতে ও মূল্যায়ন করতে হ'লে যে কথাটি গুরুত্বসহ উপলব্ধি করতে হবে তা হলো ঃ

'জন্মের পূর্বে জীবন কথা, নিশ্চিত যেনো তা বিশ্বের প্রতি সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌র বারতা।'

ধর্মের ইতিহাসে কখন কখনও এরূপ দেখা যায় যে, কোন কোন মহাপুরুষের আগমনের তথা জন্মের পূর্বেই তাঁদের প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব, মহত্, চরিত্র এবং কার্যক্রম সম্পর্কে পূর্ববর্তী মহাপুরুষগণের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী থাকে যা তাঁর নিজস্ব কোন খেয়াল খুশীতে করে না। আল্লাহ্‌র নিকট হ'তে প্রাপ্ত ওহী-ইলহাম অনুযায়ী করে থাকেন। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌র নিকট অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলতে কিছু নেই। তিনি সব কালেরই সামগ্রিকভাবে মালিক। তাঁর অজ্ঞাত কিছুই নেই। সব কালই তাঁর নিকট 'বর্তমান'।

আল্লাহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-কে ইমাম মাহদীরূপে প্রেরণ করেছেন। তাঁর নিকট আল্লাহ্ তাঁর এক পুত্র সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তা-ই আজকের অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয়। তাই ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কে কিছু বলে তাঁর প্রতিশ্রুত পুত্রের ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আলোচনায় যাওয়া হচ্ছে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) (১৮৩৫-১৯০৮) পাঞ্জাবের কাদিয়ান নামক স্থান হ'তে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী বলে দাবী করেন। আল্লাহ্‌তাআলা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে তিনি ইসলামের পুনর্জাগরণ ও পুনর্বাসনের জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর দাবীর স্বপক্ষে আল্লাহ্ হ'তে প্রদত্ত বহু ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তন্মধ্যে পুত্র সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে ঃ

পুত্রসন্তানের ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

তাঁর সকল ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে এক প্রতিশ্রুত পুত্র সন্তানের ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল। ১৮৮৪ সালে তিনি প্রচার করেন যে, আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে এক অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন পুত্র সন্তানের খোশ-খবরী দিয়েছেন। ১৮৮৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী ইস্তেহার দ্বারা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ইলহামী ভাষায় যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেন নিম্নে তার অনুবাদ দেওয়া হলো ঃ

"আমি তোমাকে একটি রহমতের নিদর্শন দিতেছি। ইহার জন্য তুমি আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলে। আমি তোমার কাতর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়াছি এবং দোয়া কবুল করিয়াছি। তোমার সফর তোমার জন্য মোবারক করিয়াছি। সুতরাং তোমাকে কুদরত, রহমত ও কুদরতের নিদর্শন প্রদত্ত হইতেছে। বিজয়ের চাবি তুমি লাভ করিতেছ। হে বিজয়ী! তোমার প্রতি সালাম। খোদা ইহা বলিতেছেন, যেন যাহারা 'জীবন' চায় তাহারা মৃত্যু হইতে রক্ষা পায় এবং যাহারা 'কবরে' আছে তাহারা বহিরাগমন করে ; যেন ইসলামের মর্যাদা এবং আল্লাহর কালামের সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সত্য ইহার বরকতসহ উপস্থিত হয় ; অসত্য উহার অমঙ্গল সহ সরিয়া যায়। মানুষ যেন বুঝিতে পারে আমি কাদীর; যাহা চাই করি এবং আরো বুঝিতে পারে আমি তোমার সঙ্গে আছি। অপরাধীদের যেন পথ প্রদর্শিত করা হয় এবং তাহারা স্পষ্ট নিদর্শন দেখিতে পায়। তাহারা খোদার অস্তিত্বে ঈমান রাখে না; খোদা, খোদার ধর্ম, তাঁহার কিতাবে এবং তাঁহার পবিত্র রসূল মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-কে অস্বীকার করে এবং মিথ্যা বলিয়া মনে করে। সুতরাং তুমি এই সুসংবাদ গ্রহণ কর যে, একজন প্রতাপশালী পবিত্র পুত্র তোমাকে দেওয়া হইবে। এই ছেলে তোমারই রক্ত, তোমারই সন্তান হইতে হইবে। সুশ্রী, পবিত্র পুত্র তোমার মেহমান আসিতেছে। তাহার অন্য নাম 'ইম্মানোয়েল' ও 'বশীর'। উহাকে পবিতাত্মা দেওয়া হইয়াছে। সে কলুষ হইতে পবিত্র । সে আল্লাহ্‌র জ্যোতিঃ। মোবারক সে, যে আসমান হইতে আসে, তাহার সঙ্গে ফযল, সে প্রভাব, প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হইবে। তাহার আগমন দ্বারা এবং 'মসীহী নফস' ও 'রসূলে হকের' বরকতে বহু লোককে ব্যাধি মুক্ত করিবে। সে কলেমাতুল্লাহ, খোদার রহমত ও গয়রত তাহাকে আপন কলেমা তমজীদ দ্বারা প্রেরণ করিয়াছেন। সে অতিশয় মেধাবী ও বুদ্ধিমান হইবে। সে অত্যন্ত গম্ভীরচিত্ত এবং পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-পূর্ণ হইবে। সে তিনকে চার করিবে। [অর্থ এখন বুঝা যাইতেছে না] সোমবার, শুভ সোমবার। সুপুত্র মহাসম্মানিত, আওওয়াল ও আখেরের বিকাশক সত্য ও মাহাত্ম্যের প্রকাশক আল্লাহ্ যেন আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তাহার আগমন অতি মোবারক, আল্লাহ্‌র জালাল প্রকাশক। জ্যোতিঃ আসিতেছে, জ্যোতিঃ। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করিবে। আমি তাহার মধ্যে আমার রূহ দান করিব। তাহার শিরে খোদার ছায়া বিরাজ করিবে। সে শীঘ্র বাড়িবে। বন্দিদের মুক্তির কারণ হইবে। পৃথিবীর কোণায় কোণায় খ্যাতি লাভ করিবে। তাহার নিকট হইতে বিভিন্ন জাতি বরকত লাভ করিবে। তখন তাহার আত্মাকে আকাশের দিকে উত্থিত করা হইবে। ইহাই চূড়ান্ত আদেশ।"

এই পুত্র হলেন হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)। ছোট বেলা হ'তেই ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায়। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রথম খলীফা হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (রাঃ) পরলোক গমন করলে ১৯১৪ সালে মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে তিনি খলীফা নির্বাচিত হন। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিলো খুবই ব্যাপক। এখানে অতি সংক্ষেপে মাত্র তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

১। হযরত মসীহ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর ওফাতের পর তিনি যুগোপযোগী যে ইসলামি সাহিত্য-ভান্ডার বিশ্বকে উপহার দিয়ে গেছেন তা বিবেচনা করলে তাঁকে 'সুলতানুল কলমের' দ্বিতীয় বিকাশ বলা যায়। উল্লেখ্য যে, ওহী দ্বারা আল্লাহ্ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে 'সুলতানুল কলম' উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

২। খিলাফতের দায়িত্ব পাওয়ার পর হযরত মাহমুদ তবলীগের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেশ-বিদেশে তবলীগের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন। তাঁর সময়েই ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমরিকায় বেশ কিছু প্রচার মিশন স্থাপন করেন। এসব ভিত্তি করেই পরবর্তী খলীফাগণ অতি আধুনিক পদ্ধতিতে প্রচার কার্য সম্প্রসারিত করে চলেছেন। আল্লাহ্ আশাতীতভাবে তা ফলপ্রসূ করে চলেছেন। এতে গত এক বছরে বিভিন্ন দেশের ও ধর্মের ৪ কোটি ১৩ লাখের বেশী লোক এই জামাতভুক্ত হয়েছেন। আরো উজজ্বলতর ভবিষ্যতের সুদৃঢ় ইংগিত বহন করছে। ৩। হযরত মাহমুদ জামাতের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে বিপুল অবদান রেখে গেছেন। এর ফলে জামাতের নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সবাই নিজ নিজ সামর্থ্য মত ইসলামের সেবা করে যাচ্ছে।

- মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

আহমদী জামাতে শূরার ব্যবস্থাপনা

- চৌধুরী হামিদুল্লাহ্
ওয়াকীলে আলা, তাহ্রীকে জাদীদ

দ্বিতীয় কিস্তি)

জামাতে আহমদীয়া ও শূরার ব্যবস্থাপনা

১। হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব [পরে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)] বলেন ঃ

"হযরত আকদস মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালাম বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সাহেবুর্ রায় বা উপযুক্ত অভিমত প্রদানকারী বন্ধুগণের নিকট থেকে পরামর্শ নেবার রীতির ওপরে সর্বদা কার্যকরী ব্যবস্থা নিতেন এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজনানুযায়ী কখনও ব্যক্তিগতভাবে ও কখনও সমষ্টিগতভাবে জামাতের বন্ধুগণের পরামর্শ নেবার ব্যবস্থা করতেন। সমষ্টিগত পরামর্শের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত ১৮৯১ সনে আমাদের দৃষ্টিতে আসে যখন কিনা ডিসেম্বর মাসে আহমদী জামাতের প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। জামাতের লোক সংখ্যা এ সময়ে এতই অল্প ছিলো যে, জলসায় মাত্র ৭৫ জন শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। এ স্বল্প সংখ্যক লোককে দৃষ্টিতে রেখে জলসা ও মুশাভিরাতের পৃথক বন্দোবস্ত করার কোন প্রয়োজন ছিলো না। সুতরাং হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালাম এ জলসা সালানা দ্বারাই মুশভিরাতের কাজও সম্পাদন করলেন। আর এ প্রথম মজলিসে মুশভিরাতে যে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিলো তা ছিলো এই, আল্লাহ্তাআলার পক্ষ থেকে অধিক সংখ্যায় ঐশী নিদর্শন রেকর্ড সংরক্ষিত করার জন্যে একটি ... আঞ্জুমান গঠন করা হয় ... এ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে এই সংশোধনীর সাথে অনুমোদিত হয়, "যেমন আছে তেমনিভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তক 'আসমানী ফয়সালা'-যাতে এ প্রস্তাব মজুদ আছে - প্রকাশ করে দেয়া হোক'? (সওয়ানেহ্ ফযলে উমর, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৫)।

২। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (আইঃ) বলেন ঃ

"মজলিসে শূরার যে ব্যবস্থাপনা আহমদী জামাতে এ পদ্ধতিতে প্রচলিত রয়েছে যা কিনা আজকাল আমরা দেখতে পাচ্ছি উহার সূচনা আসলে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ১৯২২ খৃষ্টাব্দে করেন"।

১৯২২ সনে প্রথম বারের মত রীতিমত একটি সংস্থার আকারে মজলিসে শূরা সংগঠিত হয়। পরবর্তীকালে অবস্থা প্রমাণ করে দেয় যে, একটি সংস্থার আকারে এর প্রতিষ্ঠিত হওয়া নেহায়েৎ আবশ্যক ছিলো। কেননা, আর্থিক বিষয়াদি এমন পর্যায়ে পৌছে যাচ্ছিলো, যার ফলে কেবল ঘটনাক্রমে কখনো এথেকে পরামর্শ নিয়ে নেয়া যথেষ্ট ছিলো না বরং গোটা জামাত - যারা চাঁদাদাতা - তাদের নিশ্চয়তা দেয়া ও এসব বিষয়ের সিদ্ধান্তসমূহে তাদের পরামর্শ চাওয়া জরুরী হয়ে পড়েছিলো। ইহাই মজলিসে শূরা যা কল্যাণমন্ডিত হয়ে ফুলে-ফলে সুশোভিত হতে থাকে আর এখন খোদার আশিসক্রমে বিশ্বের বহু দেশে প্রতিচ্ছায়া হিসেবে এ মজলিসে শূরার আদলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে" (জুমুআর খুতবা, ৩১-৩-১৯৯৫)।

৩। ১৯২২ সন থেকে আরম্ভ করে বর্তমান আকারে মজলিসে মুশভিরাত প্রথম কাদিয়ান থেকে পরে রাবওয়াতে এবং ১৯৮৫ সন থেকে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর উল্লেখ করতে গিয়ে ১৯৯২ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর ব্রাসেলস-এ অনুষ্ঠিত বেলজিয়ামের মজলিসে শূরায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বলেন ঃ

"মজলিসে শূরার ব্যবস্থাপনা জামাতের জীবনের জন্যে খুবই তাৎপর্যবহ। আজ থেকে আট দশ বছর পূর্বে মজলিসে শূরার ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয়ভাবে তো প্রতিষ্ঠিত ছিলো আর ঐ আন্তর্জাতিক মজলিসে শূরার ব্যবস্থাও জলসার পরে অনুষ্ঠিত করা হয়ে থাকতো। অথবা মজলিসে শূরায় আন্তর্জাতিক প্রস্তাবাদি এসে থাকতো কিন্তু প্রত্যেক দেশে মজলিসে শূরার রীতি পূর্বে ছিলো না। তাই আমি ইহা মনে করে যে, **কুরআন করীম মজলিসে শূরার ওপরে অসাধারণ গুরুত্ব প্রদান করেছে আর ইসলামী ব্যবস্থপনায় খেলাফতের পরে ইহা সবচে' গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা যদ্বারা জামাতের তরবিয়ত হয়ে থাকে** - উহাকে প্রত্যেক দেশে প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেই। তাই আল্লাহ্তাআলার আশিসক্রমে যখন থেকে ইউরোপ, পাশ্চাত্য, আফ্রিকা ও অন্যান্য কতক প্রাচ্যদেশে শূরার ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হয়েছে। আল্লাহ্তাআলার আশিস ও কৃপার সাথে অসাধারণভাবে জামাতে সুস্থতা ও বলিষ্ঠতার প্রভাব প্রকাশিত হচ্ছে। অনেক প্রকার কল্যাণ ব্যতিরেকে একেতো মজলিসে শূরায় অংশ গ্রহণের ফলে জামাতী ব্যবস্থাপনার দায়-দায়িত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়। প্রত্যেক সদস্য যিনি মজলিসে শূরার সদস্য নির্বাচিত হয়ে প্রস্তাবসমূহের ওপরে চিন্তা করার জন্যে মজলিসে শূরায় যোগ দেন, তিনি অনুভব করেন যে, ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা যাতে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন এবং এর মাধ্যমে সারা জামাতের প্রতিনিধিত্ব হয়ে যায়" (বক্তৃতা, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯২, ব্রাসেলস, বেলজিয়াম (লিখিত) শূরা উপলক্ষ্যে প্রদত্ত)।

৪। "মজলিসে শূরাসমূহ খেলাফতের পরে জামাতে আহমদীয়াতে সবচে' অধিক গুরুত্ববহ কেননা, ফেলাফত ও শূরা দু'টি বিষয়। কুরআন করীমে এদের উল্লেখ রয়েছে। আর জানা যায় যে, ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার প্রাণ এ দু'টোর মাঝে নিহিত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমি সারা বিশ্বে মজলিসে শূরাসমূহের অনুষ্ঠানের ওপরে জোর দিয়েছি আর এগুলোর ওপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখার চেষ্টাও করছি। কোথাও যদি কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তাহলে আপনাদের সম্মুখে এগুলো সংশোধন করে দিই যেন আগামী শতাব্দীতে আমাদের পক্ষ থেকে কোন ভুল রীতি-নীতি পরবর্তীতে পৌছে না যায়। **আর মজলিসে শূরার রীতি-নীতির সাথে যতটা সম্পর্ক ইহা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর খেলাফতকালীন একটি দীর্ঘ পর্যায়ের ওপরে তা বিস্তৃত হয়ে আছে এবং খুবই মূল্যবান রীতি-নীতি সেগুলো।** এগুলোর প্রতি ভালবাসার পরে মজলিসে শূরার যে চিত্র অন্তরে জাগ্রত হয়ে যায় এবং মনে খোদিত হয়ে যায় ঐ চিত্রকে আমি এসব মজলিসে শূরায় স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করেছি, করে যাচ্ছি এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবে" (জুমুআর খুতবা, ৩০-৪-১৯৯৩ লন্ডনে প্রদত্ত)।

৫। ২৮শে এপ্রিল, ১৯৯৫ তারিখে জার্মানীর মজলিসে শূরার উদ্বোধনী দিনে জুমুআর খুতবায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বলেন ঃ

"জার্মানীর জামাতকে আমি ইহা বুঝাতে চাই, যদিও ব্যবস্থাপনার দিক থেকে এ বিষয়ে খুবই সংশোধন করা হয়েছে এবং পূর্ণতা লাভ করেছে যে, মজলিসে শূরায় অংশগ্রহণকারী সদস্যগণের কতটা স্বাধীনতা রয়েছে, খোদাতাআলা কর্তৃক জারীকৃত শরীয়ত তাদের হাতকে কতটা সীমাবদ্ধ করে যে, সম্মুখে আর অগ্রসর হয়ো না, তাদের মুখে 'তুরি' লাগানো হয় যে, আর সম্মুখে অগ্রসর হয়ো না - বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা ও সংগঠনের এসব যে বিষয়াদি রয়েছে এদিক থেকে তো আল্লাহ্তাআলার আশিসে এখন বিষয়াদি পরিপূর্ণভাবে ব্যবস্থাপনা ও সংগঠনের আওতাভুক্ত হয়েছে

এবং সকলে বিষয়টা বুঝে গেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকারসমূহ সম্বন্ধে জানা হয়ে গেছে, প্রত্যেকের নিজের দায়িত্বাবলী সম্বন্ধেও জানা হয়ে গেছে (খুতবা জুমুআ, ২৮-৪-১৯৯৫)।

৬। এ খুতবারই প্রারম্ভে বলেন ঃ

"যদি শূরার ব্যবস্থাপনাকে আমরা বড়ই সাবধানতার সাথে প্রবর্তন করি। এতে তাকওয়া ও খোদা-ভীরুতা থেকে সরে যাওয়ার যতগুলো প্রবণতাই প্রবিষ্ট হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে এসব প্রবণতার পথসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় তাহলে আল্লাহ্‌তাআলার আশিসক্রমে জামাত তখন খুব তীব্র বেগে উন্নতি করবে" জুমুআর খুতবা ২৮-৪-১৯৯৫)।

৭। এভাবে হুযূর (আইঃ) ১৯৯৪ সনে বলেন ঃ

"ঐতিহাসিক দিক থেকে এক অতি হৃদয়গ্রাহী উদ্ধৃতি। কীভাবে মজলিসে শূরার বিবর্তন হয়েছে। কীভাবে **মজলিসে শূরায় খিলাফত ও জামাত এমনিভাবে একীভূত হয়ে যায়, যেভাবে দৈনন্দিন কাজে-কর্মে হয়ে থাকে তেমনি একীভূত হয়ে থাকে** এবং দু'টি পৃথক পৃথক সত্তা থাকে না"

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন ঃ

"এক শ'-এর মধ্যে আমাকে কেবল নিজের পক্ষ থেকে একবার সিদ্ধান্ত দিতে হয় নচেৎ ৯৯ বারই আমি এ রকম করে থাকি যে, কিছু এর মতামত গ্রহণ করি এবং কিছু ওর মতামত থেকে নিয়ে একটি ফল বের করে নিয়ে থাকি। যদি জনগণকে মজলিসে মুশাভিরাতে সম্পৃক্ত না করি তাহলে তারাও কেবল নিজেদের ঘর-গেরস্তের ব্যাপারে নিজেদের মন-মেধাকে কাজে লাগাতে অভ্যস্ত হয়ে যেতো। "কিন্তু যখন আমরা তাদেরকে নিজেদের মুশাভিরাতে সম্পৃক্ত করে নিলাম তখন উপকার এই হলো যে, তাদের মেধা উন্নতি সাধিত করে ফেলে। সুতরাং তাদের মতামতের টুকরোগুলো একত্রিত হয়ে একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনার রূপ পরিগ্রহ করে যা কিনা জামাতের জন্যে খুবই উপকারী ও কল্যাণজনক সাব্যস্ত হয়ে যায়" (তফসীরে কবীর, ১০ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮২-১৮৩)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বলেন, সুতরাং এ পদ্ধতিই সারা বিশ্বের মজলিসে শূরায় প্রচলিত রাখা উচিত আর উহার সংরক্ষণ করা উচিত" (খুতবা জুমুআ, ২৯-৪-৯৪)।

৮। তদুপরি বলেন, "অতএব আমি আশা রাখি, সারা বিশ্বে এসব উপদেশকে দৃষ্টিপটে রেখে মজলিসে শূরা প্রচলিত থাকবে এবং প্রচলিত করা হবে। আর উত্তম চরিত্রের সংরক্ষণ করা হবে। এ পদ্ধতিসমূহের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উঠবে না যাতে কোন প্রকারের তিক্ততার বা স্বীয় ভাইয়ের মনে কষ্টের কারণ হয়। আর যদি কেউ সরলতা বা বোকামী অথবা অনভিজ্ঞতাবশত; এমন প্রশ্ন ক'রে বসে তখন উৎসাহের সাথে শুনে তাকে বুঝাবার প্রয়োজন রয়েছে। এটা যেন না হয় যে, প্রত্যুত্তরে আপনিও কর্কশ ভাষা ব্যবহার করে পরিবেশ খারাপ করে দেন। অতএব আল্লাহ্‌তাআলার আশিসের সাথে আমি আশা রাখি এই যে, অতীব মহান শূরার ব্যবস্থাপনা খোদাতাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে দ্বিতীয় বার আমাদেরকে দান করেছেন, ইহা এতই মূল্যবান ব্যবস্থাপনা যে, এর উদ্দেশ্যে কোন বৃহৎ থেকে বৃহত্তর কুরবানীও কোনই মর্যাদা রাখে না" (জুমুআর খুতবা, ২৯-৪-১৯৯৪)।

*** *** ***

৯। ১৯৬৭ সনের মজলিসে মুশভিরাতে এক সাব-কমিটির রিপোর্টের সাথে মোহতরম মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব "মজলিসে শূরা"-এর ওপরে একটি টীকা লেখেন। একে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) সঠিক আখ্যা দিতে গিয়ে সমাপ্তি ভাষণে পাঠ করে শুনান। ঐ টীকাটি নিম্নরূপ ঃ

"সকল জামাত ও ব্যক্তির নিকট ইহা সুপ্রকাশিত হোক যে, পরামর্শ নেবার অধিকার নবী বা যুগ-ইমামকে দেয়া হয়েছে। কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌তাআলা-শাবিরহুম ফিল আমরি বলেছেন। ইমাম যে পদ্ধতিতে ও যেসকল ব্যক্তির পরামর্শ নিতে পসন্দ করেন তাতে তাঁর শরীয়তগত অধিকার রয়েছে। জামাতসমূহের বা ব্যক্তিবর্গের এ অধিকার নেই যে, কোন বিশেষ পদ্ধতিতে পরামশ দেবার প্রস্তাব করে। যুগ-খলীফা মজলিসে শূরা আহ্বান করে থাকেন। আর এ ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ অধিকার রয়েছে, যে পদ্ধতিতে ও যত সংখ্যক এবং কোন কোন ব্যক্তির নিকট থেকে পরামর্শ নিতে চান পরামর্শ নিতে পারেন। ইহা ব্যাখ্যা করার এজন্যে আবশ্যক মনে করা হয়েছে, যেন কোন নতুন আহমদীর মনে পাশ্চাত্য রীতির চিন্তাধারাবশতঃ পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে প্রতিনিধিত্বের অধিকারের প্রশ্ন না সৃষ্টি হয়" (রিপোর্ট শূরা, ১৯৬৭, ছাপা হয় নি, পৃষ্ঠা ৩৪৪)।

*** *** ***

১০। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) মজলিসে শূরাকে জামাতের জন্যে "ভিত্তিপ্রস্তর" আখ্যা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

"আমার দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে। আমরা ভবিষ্যতের জন্যে ভিত্তিসমূহ রেখেছি। যার দৃষ্টি প্রসারিত নয় সে দুঃখ-কষ্ট দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু তার ভবিষ্যত প্রজন্ম ঐসব লোকের ওপরে, যারা ভিত্তি রেখে গিয়েছেন, দুরূদ পাঠ করবে . . . ঐ যুগ আসবে যখন খোদাতাআলা প্রমাণ করে দিবেন যে, এ জামাতের জন্যে একাজ ভিত্তিপ্রস্তরস্বরূপ" (মজলিসে শূরা, ১৯২২)।

১১। সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) সারা বিশ্বের পার্লামেন্টের মোকাবেলায় আহমদী জামাতের মজলিসে শূরাকে, যা খুবই উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে, উহার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন ঃ

"আজ নিঃসন্দেহে সারা বিশ্বে আমাদের মজলিসে শূরার কোন মর্যাদা নেই; কিন্তু সময় আসবে এবং অবশ্যই আসবে যখন বিশ্বের বৃহৎ থেকে বৃহত্তর পার্লামেন্টের সদস্যদের ঐ মর্যাদা লাভ হবে না যা এর সদস্য হওয়ার কারণে লাভ হবে। কেননা সারা বিশ্বের পার্লামেন্ট তাদের অধীন করে দেয়া হবে। অতএব এ মজলিসের সদস্য হওয়া খুবই সম্মানের বিষয় এবং এমন সম্মানের বিষয় যে, যদি অনেক বড় বাদশাহ্‌রাও এ সম্মান পেতেন তাহলে তারা এর ওপরে গর্ব করতেন আর ঐ সময় আসবে যখন বাদশাহ্ এর ওপরে আসলেই গর্ব করবেন" (রিপোর্ট মজলিসে মুশাভিরাত, ১৯২৮)।

১২। প্রথম খিলাফতের সময় সালানা জলসার সময় মজলিসে মুশাভিরাতের দৃষ্টান্ত ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর অনুমতিক্রমে ঃ

"১৯১০ সনের সালানা জলসা মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে 'আহমদীয়া কনফারেন্স' নামে মজলিসে মুশাভিরাত অর্নুষ্ঠিত হয়। এ কনফারেন্সের সভাপতি সর্বসম্মতিক্রমে নিযুক্ত হয়েছিলেন হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব। আর কতক হৃদয়গ্রাহী বিষয়ের ওপরে বিতর্ক হয় যদ্বারা জানা যায় যে, জাতীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে" (আল্ হাকাম, ২৮ মার্চ-৭ এপ্রিল, ১৯১০, পৃষ্ঠা ১৪)। (চলবে)

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল-এর ১৪-২২ ফেব্রুয়ারী, ২০০১ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে)।

অনুবাদ - **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

আত্মার আত্মীয়দের সমীপে

পত্রিকা হকার হাঁক ডাক করে বলছে -

"একটি পেপার কিনুন স্যার, একটি পেপার, আজকের প্রকাশিত পেপারে ভাল ভাল খবর পাবেন স্যার। যেমন শিশু ধর্ষণ, জোড়া খুন, হরতালে পুলিশসহ পাঁচ জন নিহত, এসিড নিক্ষেপে যুবতীর সৌন্দর্যহানি, একই মহিলার দুই স্বামী, এক কোটি টাকা নিয়ে ব্যাংক ম্যানেজার লা-পাত্তা, এগার খুনের আসামী বল্টু বাবুলের চমকপ্রদ জীবন-কাহিনী ইত্যাদি, ভাল ভাল খবর পাবেন স্যার। মাত্র সাত টাকা দাম। দয়া করে একটা পেপার কিনুন না স্যার।

হে পাঠক-? বিলক্ষণ আপনি এর একটিকেও ভাল খবর বলে বিবেচনা করবেন না। উল্লেখিত খবরের একটিকেও ভাল খবর বলে আখ্যায়িত করা যায় না। বরং এ ধরনের প্রতিটি খবরই আমাদের জন্য সাতিশয় নিন্দনীয় ও লজ্জাকর খবর। এসব খবরের প্রত্যেকটিই যেমন আমাদের সুস্থ সমাজ জীবনের জন্য ইতিবাচক ও কল্যাণকর খবর বলে বিবেচিত হয় না, তেমনিভাবে মসজিদ গাহে বোমা ফাটানো, ফতোয়ার মাধ্যমে বেত্রাঘাত, মাদ্রাসা অঙ্গণে দা-কিরিচ সংরক্ষণ, পরিমাপে কারচুপি, মসজিদাঙ্গণে শান্তি নিরাপত্তাকারীর জীবন হনন, কোন মুসলমান দাবীদারকে অমুসলমান আখ্যা দেয়ার পাঁয়তারা এসবের একটাও ধর্ম জগতের জন্য সুখকর খবর হ'তে পারে না। অথচ অবস্থা দৃষ্টে এসবই হচ্ছে আজকের বিশেষ বিশেষ ভাল খবর। যা পাঠকরা টাকা খরচ করে সাগ্রহে কিনছেন আর বিনিময়ে পত্রিকার সম্পাদকগণ লাভবান হচ্ছেন। পক্ষান্তরে সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এম্নি ধরনের খবর শ্রবণে মোটেই পুলকিত নন বরং মারাত্মকভাবে মর্মাহত, কঠিন বেদনায় মুহ্যমান। খোদার প্রিয় সৃষ্টি মানুষ কর্তৃক এহেন হীন ঘটনার অবতারণা কদাচ কাম্য হ'তে পারে না । কেউ কেউ ধারণা করেছেন, পৃথিবী শুদ্ধ প্রতিটি মানুষেরই বিবেক আজ বিকারগ্রস্থ হ'য়ে পড়েছে। কাজেই এমনিতর অসম্ভব অবাস্তব ঘটনা সংঘটিত হবে ইহাই স্বাভাবিক ও বাস্তব। মূল কথা হচ্ছে, মানুষ যখন কেবলই স্বীয় বুদ্ধি বলে জীবন ধারণ করার প্রয়াস পায় এবং মহামহিম সৃষ্টিকর্তার সাথে তার অনুপম সম্পর্কের মূলোৎপাটন করে ফেলে তখনই সমাজে নেমে আসে এসব বিপর্যয়ের অমানিশা। আদতে আকাশের সাথে মানুষের এখন মোটেই কোন বাস্তব সম্পর্ক নেই আর সম্পর্ক রাখার কোন প্রয়োজন আছে বলেও প্রতীয়মান হয় না। সুতরাং এর সূক্ষ্ম অর্থ এই দাঁড়ায় যে, মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে বসেছে এবং সাথে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিও সন্দিহান হয়ে পড়েছে। ফলেই নিয়ন্ত্রণহীন উড়ন্ত একটি ঘুড়িকে যেমন আকাশে উদ্দেশ্যহীনভাবে উড়তে দেখা যায় তেমনিভাবে মানুষ বর্তমানে কারো ছত্র ছায়াহীন অবস্থায় পৃথিবীতে বিচরণ করতে শুরু করেছে। পরিণামে তাকে যে তার কৃত-কর্মের জবাবদিহি করতে হবে তা-ও সে বেমালুম ভুলে বসেছে। অতএব এ কারণেই দেশের জনগণের এখন বহুজনই রোযা রাখেন বটে কিন্তু কতিপয় ব্যক্তিই নামায পড়েন। বহুজনই ঈদের নামায পড়েন কিন্তু জুমুআর নামায পড়েন মাত্র কতকজন। বহুজনেই ঘুষ দেয়া নেয়া করে আর অল্প জনই এ অপকর্মটাকে ঘৃণা করে। বহুজনেই স্বর্গ থেকে আগত শান্তির সত্য দূতের সত্যতাকে অস্বীকার করেছে, কেবল কতক জনেই তাঁর সত্যতাকে নিরীক্ষণের মাধ্যমে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এর সবগুলিই খোদার বিধান বিরোধী কাজ। ভাবলে বিবেক দংশিত হয় এজন্যে যে, কেবল মানুষের দ্বারাই এসব নিকৃষ্ট, ঘৃণিত কর্ম সাধিত হচ্ছে। পশুর দ্বারা নয়। কিন্তু খোদার শাশ্বত বাণী হলো, **লাকাদ খালাকনাল ইনসানা কি আহ্সানি তাক্বিম** অর্থ-নিশ্চয় আমরা ইনসানকে সর্বোৎকৃষ্ট অবয়বে সৃষ্টি করিয়াছি (৯৫ঃ৫) । কিন্তু হায়! রহমান খোদা যাদেরকে উত্তম অবয়বে সৃষ্টি করে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন করলেন সেই মানুষ কর্তৃক সাধিত কর্মের কেন আজ এই নাজেহাল পরিণতি? তাদের কর্মের রূপ ও বাহার দেখে বনের পশুরা পর্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত। এতে হয়ত পশু সমাজ বলছে, " মানষেরা বনে সুন্দর, পশুরা দালান গৃহে", এহেন মন্তব্য কি মানুষের হৃদয়ে ঘৃণার উদ্রেক হয় না? ভাবনার সঞ্চার করে না? পক্ষান্তরে এখানে ফিরিশ্তার সেই উক্তিই যথার্থ বলে প্রমাণিত হয় **"ওয়া ইয ক্বালা রব্বুকা লিল মালায়কাতি ইন্নী জায়িলুন ফিল আরদে খলীফাতান, ক্বালূ আতাজআলু ফিহা মাইউফসিদু ফিহা ওয়া ইয়াসফিকুদ্দিমাআ, ওয়া নাহনু নুসাব্বিহু বিহামদিকা ওয়ানুকাদ্দিসুলাক"** (আল্ কুরআন ২ঃ৩১) অর্থাৎ এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু ফিরিশ্তাগণকে বলিলেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফ নিযুক্ত করিতে চলিয়াছি; তাহারা বলিল, তুমি কি ইহাতে এমন কাহাকেও নিযুক্ত করিবে, যে ইহাতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিবে এবং রক্তপাত করিবে? অথচ আমরাই তোমার প্রশংসাসহ গুণ কীর্তন করিতেছি এবং তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি।" (আল্লাহ্ অতীব পবিত্র)। প্রকৃষ্ট সত্য ইহাই যে, যখনই মানুষ তার উপর অর্পিত দায়িত্বকে ভুলতে বসে এবং তার নির্ধারিত পথ হ'তে সে বিচ্যুত হয়ে পরে তখনই তার দ্বারা সাধিত হতে থাকে একের পর এক বেনজীর অপকর্ম। ইহা কেবল মুসলমানের বেলাই নয় বরং বিশ্ব মানব সৃষ্টির বেলাই এই উক্তি সমহারে সত্য। আর এরূপ কর্ম কেবল এখনই হচ্ছে তা-ও নয় বরং অসংখ্য বার অনুরূপ ঘটনা ঘটে আসছে এবং ঘটতেই থাকবে। এই প্রেক্ষিতে পবিত্র কুরআন বলে, **ইন্না ন্নাফ্সা লা আম্মারাতুম বিস্সুই** (১২ঃ৫৪) অর্থ -নিশ্চয় আত্মা মন্দ কাজের আদেশ প্রদানে অত্যন্ত তৎপর। অর্থাৎ নফসে আম্মারার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা মানুষকে অন্যায়ের দিকে টেনে নামায়, যা তার পূর্ণতার পরিপন্থী ও তার নৈতিক অবস্থার বিপরীত। ইহা তাকে অন্যায় ও অপসন্দনীয় পথে পরিচলিত করতে চেষ্টা করে ,বস্তুত সীমালঘংনে ও অন্যায়ের দিকে যাওয়া মানুষের এক স্বভাবজ অবস্থা যা নৈতিক অবস্থার পূর্বে স্বভাবতই তার উপর প্রবল থাকে। এই অবস্থা ঐ সময় পর্যন্ত সহজাত অবস্থা বলে অভিহিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ তার বুদ্ধি ও তত্ত্ব-জ্ঞানের ছায়ায় চলে (ইঃনীঃ দর্শন)। খোদাতাআলা কুরআনের অন্যত্র বলেন, **ক্বাদ আফলাহা মান যাক্কাহা ওয়াকাদ খাবা মান দাস্সাহা"** (৯১ঃ১০-১১)। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পার্থিব আবেগসমূহ হইতে তাহার আত্মাকে শুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে সে রক্ষা পাইয়াছে, সে ধ্বংস হইবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পার্থিব আবেগসমূহে অর্থাৎ প্রবৃত্তির উত্তেজনায় নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, সে জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছে" (ইঃ নীঃ দর্শন)। কুরআন করীমের এই দু'টি আয়াতকে সামনে রেখে আমরা মানব জীবনকে দু' ধারায় বিভক্ত করতে পারি। এক, যেজন জাগতিক

মোহমায়ায় স্বীয় সত্তাকে সম্পৃক্ত করে নিয়ে স্বর্গাদেশকে প্রত্যাখ্যান করত অন্যায় ও অসুন্দরের মাঝে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করেছে। দুই, অন্য আর একটি জীবন, যিনি খোদার অনুশাসনের জন্য সন্ত্রস্ত থেকে পার্থিব লালসাকে সর্বৈব বিসর্জন দিয়েছেন। তবে দ্বিতীয় স্তরের জীবনের সংখ্যা ভূ-পৃষ্ঠে আজ বড়ই বিরল। অতএব কারণেই আমাদের খবরের কাগজগুলোতে নিত্য মুদ্রিত হচ্ছে তদ্রূপ কুৎসিৎ কুকর্মের খবর যা হকাররা 'চমকপ্রদ খবর' বলে বিক্রি করে বেড়াচ্ছে।

এই প্রেক্ষিতে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে ঘানিতে সরিষা ভাঙ্গানো কালে খৈলের ফাঁক-ফোকরে যেমন দু'একটি আস্ত সরিষা থেকে যায়, তেমনিভাবে জগদ্বুকের মানব গোষ্ঠীর এমনিতর চরম অধঃপতন কালেও এমন দু'একজনকে পাওয়া যায়, যাদের আত্মা সত্যের আলো প্রাপ্তির প্রত্যাশায় উদগ্রীব এবং যারা মৃত্যোত্তর স্বর্গদ্বারে ফিরিশ্‌তা কর্তৃক সাদরে মাল্য ভূষিত হ'তে চায়, এমনি ধরনের কতিপয় পবিত্রজন যখন দু'হাত উত্তোলনপূর্বক অচেতন ক্রন্দনে খোদার রাজ্যে খোদার শাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে আরজগুযার করেন তখনই দয়ার্দ্র আমাদের পালনকর্তা তাঁর আরশ হ'তে তাঁর পবিত্রজনকে ধরাধামে পাঠিয়ে থাকেন। খোদার সেই মনোনীত জনই কালে কালে নবী রসূল কিংবা মুজাদ্দিদ বলে পরিচিত ও স্বীকৃত। ইহা খোদা তাআলার অমোঘ বিধান। তিনি তাঁর এই বিধান পরিপন্থী কোন কর্ম কভু করেন নি এবং করবেনও না। কাজেই বর্তমান দিনের নিত্য পরিবেশিত খবরাখবর মানুষের আচারাচরণ, ভাষণ-শাসন, মিথ্যার প্রাদুর্ভাব, দুর্বলের উপর সবলের হামলা ইত্যাকার বিবেক বিকৃত কর্মকান্ড দৃষ্টে মনে হচ্ছে এ যুগেও তাঁর একজন প্রতিনিধি জগতে আগমন নিতান্ত প্রয়োজন এবং তিনি এসেছেনও বটে। তবে যারা এখনও এই বলে আস্ফালন করেন যে, এমন ধরনের কোন প্রতিনিধি পৃথিবীতে আগমন করেন নি এবং এখনও তাঁর আগমন করার উপযুক্ত সময় হয় নি। প্রকৃতপক্ষে তারাই হলেন সমাজে বিভ্রাট সৃষ্টিকারী নিকৃষ্ট কীট মাত্র , শান্তি ধ্বংসকারী ছাড় পোকা। আসলে তারা ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করে স্বীয় জীবনকে পার্থিব ধনসম্ভারে সমৃদ্ধ করতে চায়। সমাজ জীবনে বিশৃংখলাকে জিইয়ে রেখে তাদের কেউ কেউ আবার ফতোয়াবাজীর দ্বারা আত্ম-প্রসাদ লাভ করার চেষ্টায় রত। কিন্তু একথা অতীব সত্য যে, পৃথিবীতে বিরাজমান আজকের এই মানব অহিতৈষী ঘৃণ্যতম কর্মের জোয়ারকে পৃথিবী হ'তে উদ্বুদ্ধ কোন শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রণে আনা আদৌ সম্ভব নয়। ইহা কেবলই তাঁর দ্বারা সম্ভব যিনি আকাশ থেকে প্রত্যাগত নিরপেক্ষ নিরহংকার নিষ্পাপ নিরস্ত্র পুণ্যবান ব্যক্তি যিনি কিনা কেবল দোয়ার শক্তির উপর নির্ভরশীল। তবে এ ক্ষেত্রে স্থান-কাল-ভেদে প্রতিটি মানুষের বেলায়ই খোদার বিধান অপরিবর্তনশীল ও অভিন্ন। কাজেই খোদা তাঁর চিরাচরিত প্রথানুসারে অনুরূপ কর্ম সাধন লক্ষ্যে যথা সময়ে যথাস্থানে এবারও তিনি তাঁর তরফ থেকে তাঁর এক প্রজ্ঞাধর প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন এই ঝঞ্ঝাপূর্ণ পৃথিবীতে। তাঁর পূত ও পবিত্র নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)। পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে তাঁর জন্মভূমি। পৃথিবীবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর ঘোষণা হ'লো -

"হে মানবমন্ডলী! তোমরা নিশ্চিত জানিও যে, আমি খোদার তরফ হ'তে আগত হয়েছি। খোদাতাআলা আমার মাধ্যমে পৃথিবীতে তাঁর শাসন কায়েম করবেন। পুনশ্চঃ তিনি পৃথিবীকে নব্য সাজে সাজিয়ে তুলবেন। সুতরাং তোমরা যে ধর্মের অনুসারীই হও না কেন, তোমাদের যারা আমার গৃহের চতুঃসীমায় বাস করবে খোদা তাদেরকে হেফাযতে রাখবেন। আর যারা এ সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে গিয়ে বৈরিতা পোষণ করবে তারা নির্ঘাৎ জানিও যে, তোমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, এ ব্যাপারে খোদা কারো প্রতি কোনরূপ অনুকম্পা প্রদর্শন করবেন না। বন্যা-খরা, ঝড়-ঝঞ্ঝা উপর্যুপরি ভূমিকম্প ইত্যাকার নানাবিধ অসাধারণ বিপদরাশি তোমাদেরকে পলকে গ্রাস করে মারবে। পালিয়ে বাঁচার উপায়ও শেষতক খুঁজে পাবে না। তোমাদের বুদ্ধি সেদিন অচল হয়ে পড়বে। তবে সান্ত্বনা এটুকুই যে, খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর। অনুতাপকারীর প্রতি তিনি অসীম অনুকম্পাশীল। আমার এ উক্তিসমূহের মধ্যে যদি তোমাদের কারো কিঞ্চিৎ পরিমাণ সন্দেহেরও অবকাশ থাকে, তবে অনুরোধ করছি তোমরা রুদ্ধ-দ্বার গৃহে সকাতরে দোয়ার মাধ্যমে স্বয়ং সৃষ্টি-কর্তার নিকট হ'তে এর সত্যাসত্য নিরূপণ করে নাও। অনন্তর এ ব্যাপারে তোমাদের কারোর কোন দ্বিমত থাকার কথা নয়।"

কিন্তু হায়! অতীব বেদনার সাথে বলতে হচ্ছে যে, বিগত শত অব্দ অধিক সময় ধরে নানানভাবে, নানান ভাষায়, নানান মাধ্যমে আহমদীয়া জামাত পৃথিবীবাসীকে এই কথাগুলি বুঝাবার প্রাণান্ত চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু জ্ঞানে-মানে, ধনে-জনে গঠিত স্বর্গবিমুখ মানুষ সেই আহ্বানকে গ্রহণ তো করেই নি উপরন্তু তার ধ্বংস সাধনে কি মুসলমান কি হিন্দু কি খৃষ্টান সবাই এক জোট হয়ে তুলকালাম বিরোধী কর্ম সাধন করতে শুরু করেছে। তবে খোদার অনড় সিদ্ধান্তের পরিপন্থী কর্ম করতে মানুষ কতটুকুই বা সাধ্য রাখে? দেখতে দেখতে কাদিয়ান নামক অজ পাড়া গাঁ হ'তে উত্থিত আহ্বান ও কলেমার সেই গগন ফাটা শব্দ তাবৎ অবিশ্বাসীদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করেছে। আর এই সত্যতার বিজয় সাহায্যে পরাক্রমশালী খোদার পক্ষ হ'তে আজ শুরু হয়েছে ভয়ঙ্কর সব তান্ডব কর্ম।

তাই বলছি হে আত্মার আত্মীয়গণ! যারা সত্যই নিজ আত্মার পবিত্রতা রক্ষায় ভীষণ ভাবে সচেতন এবং ব্যস্ত তারা ছুটে আসুন, আর বসে থাকার অবকাশ নেই। হয় প্রত্যাদিষ্ট এই সত্যকে গ্রহণ করে স্বীয় আত্মার সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট হোন নচেৎ আপনার চিন্তা ও ধারণার অতীব বিপদাবলী এসে আপনার আদরের সাজানো সংসারকে তছনছ করে দিতে পারে। যার সূচনা ইতোমধ্যেই প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। পক্ষান্তরে এর বিপরীত আশ্বাস দিতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহে সালেস (রাহেঃ) বলেছেন, "যদি জগদ্বাসী খোদার সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে রায় দেয় তবে ইহাও সত্য যে, যথা সময়ে বৃষ্টি হইবে, শীত ও বসন্ত আসিবে পাখীরা মধুর কণ্ঠে গান গাহিবে, গাছে গাছে ফুল ফুটিবে, ফল ধরিবে নদীগুলিতে জলধারা প্রবাহিত হইবে ফসলে ফসলে মাঠ ভরিয়া উঠিবে। পৃথিবীতে পুনঃ শান্তির সমীরণ বহিবে।"

– ফজলে-ই-ইলাহী

তাহরীকে জাদীদের সফলতার একটি চিত্র ঃ

১৯৩৪ সনে আহরারী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা দিয়েছিলেন। আহরাররা আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে ধ্বংস করার ব্যাপারে এমনই নিশ্চিত ছিল যে, তাদের নেতা মৌঃ আতাউল্লাহ্ শাহ বোখারী ঘোষণা করলেন, কাদিয়ানকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়া হবে যে, মির্যা মাহমুদ তার পিতার কবরও খুঁজে পাবেন না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) তখন এক খুতবায় ঘোষণা দিয়েছিলেন, আমি আমার অন্তর্দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, আহ্রারীদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। আর অসংখ্য ফিরিশ্তা আমাকে সাহায্য করার জন্যে অবতীর্ণ হচ্ছেন। মহা পরিকল্পনার মালিক আল্লাহ্তাআলা বোখারী সাহেবের দম্ভকে এমনভাবে ধূলিসাৎ ক'রে দিলেন যে, আজ দুনিয়াতে আহ্রার আন্দোলনের অস্তিত্ব নেই বল্লেই চলে। অথচ কাদিয়ান আজ এক নগরীতে পরিণত হয়েছে। শতবর্ষ জুবিলী জলসা উপলক্ষ্যে ইহা এক নব-বধুর সাজে সজ্জিত হয়েছিল। ১৮৯১ সনের সালানা জলসায় যেখানে মাত্র ৭৫ জন যোগ দিয়েছিলেন সেখানে শতবর্ষ পরে যোগ দান করেছিলেন ১৫ হাজার পুণ্যাত্মা। গত বছর (২০০০) কাদিয়ানের জলসার উপস্থিতি ছিলো ৩৫ হাজারের অধিক। আজ সমগ্র দুনিয়ার দৃষ্টি কাদিয়ানের দিকে। কাদিয়ান ধ্বংস করা তো দূরের কথা কাদিয়ান দিন দিন একটি আন্তর্জাতিক নগরীতে পরিণত হ'তে যাচ্ছে।১৮৮৯ সনে কাদিয়ান থেকে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়েছিল তা দশ দিক আলোকিত করে সারা বিশ্বের ১৭০টির রাষ্ট্রে আজ ছড়িয়ে পড়েছে। আর তাহরীকে জাদীদের পথ বেয়ে বেয়েই ইহা সম্ভব হয়েছে। দুনিয়ার কোন শক্তি আজ আর আহমদীয়ত বৃক্ষকে উৎপাটিত করতে সক্ষম নয়।

আহ্রারীরা চেয়েছিল আহমদীয়তের বাণীকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে অথচ আল্লাহ্তাআলার পরম অনুগ্রহে আহমদীয়া জামাতের খলীফার খুতবা, বক্তৃতা ইত্যাদি এখন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ৫টি মহাদেশে আজ ধ্বনিত - প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এখন বছরে কোটি কোটি লোক আহমদীয়ত তথা সত্যিকারের ইসলামে আলোকিত হয়ে এক কলেমা- **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্**- এর ঝাণ্ডার নীচে এক খলীফার হাতে সমবেত হচ্ছেন। ৪৬টি মুসলিম দেশের নেতা কেন পরাশক্তির

আমাদের চাঁদা
(৮ম কিস্তি)

কোন নেতারও এ সৌভাগ্য হয় নি যে, তার কথা যুগপৎ সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়। কেবল জামাতে আহমদীয়ার খলীফারই এই সৌভাগ্য হয়েছে, আল্হামদুলিল্লাহ্। বিরাট সমাবেশ হজ্জের অনুষ্ঠানও আজ পর্যন্ত এত ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে নি। কানাডার ম্যাপেলতে মসজিদ উদ্বোধনের সময়ে আমাদের চতুর্থ খলীফা (আইঃ) ঘোষণা দেন, হজ্জের দায়িত্ব আমাদের স্বন্ধে অর্পণ করো তারপর দেখ হজ্জের অনুষ্ঠান কেমনে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। ইদানিং কালে পাকিস্তানের একটি আহলে হাদীস পত্রিকা ও দৈনিক ঝং আহমদীয়তের প্রচার দেখে আফসোস করে লিখেছে যে - আমরা আহমদীয়া জামাতের বিরোধিতা করে তাদেরকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছি। বর্তমান বছর **MTA** ডিজিটাল প্রযুক্তির জগতে প্রবেশ করেছে, আল্হামদুলিল্লাহ্। এছাড়া নতুন আহমদীয়া ওয়েব সাইটও খুব নাম করেছে।

তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে পরবর্তীকালে ফযলে ওমর ফাউণ্ডেশন, নুসরৎ জাঁহা রিজার্ভ ফাণ্ড, লীপ ফরওয়ার্ড স্কীম প্রভৃতিও গঠন করা হয়েছে।

কুরআন আমাদের জীবন। তাই কুরআন প্রচারের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত পৃথিবীর ৫৪টি ভাষায় কুরআন মজীদের তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফসীর প্রকাশ করা হয়েছে। আরও ৪৬ টি ভাষায় কুরআন মজীদের অনুরূপ তরজমা ও তফসীর যন্ত্রস্থ আছে যা অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। বিষয়-ভিত্তিক কুরআন, বিষয়-ভিত্তিক হাদীস ও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তক থেকে উদ্ধৃতিসমূহ সম্বলিত পুস্তক প্রায় ১১৫টি ভাষায় ছাপা হয়েছে। এ ছাড়াও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিভিন্ন পুস্তকাদিসহ প্রচুর ইসলামী সাহিত্য বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়ে ইসলামী সাহিত্যের ভাণ্ডারে প্রাচুর্য আনয়ন করেছে।

পূর্বেই বলেছি আহমদীয়ত আজ পৃথিবীর ১৭০টি দেশে ছড়িয়ে গেছে। এসব দেশে মসজিদ, মিশন, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, চিকিৎসা-কেন্দ্র প্রভৃতি নির্মাণ ও স্থাপন করা জামাতের কাজ। এ পর্যন্ত ৮ হাজারের বেশী মসজিদ বহির্দেশে নির্মিত হয়েছে। তাছাড়া শতাধিক স্কুল-কলেজ, কয়েক ডজন হাসপাতাল ও চিকিৎসা-কেন্দ্র জামাতের পরিচালনাধীনে চলছে। এর অধিকাংশই চলছে আফ্রিকা মহাদেশে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে শতাধিক দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে আর এর মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় ইসলামের গৌরব গাঁথা গাওয়া হচ্ছে এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখে ইসলামকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। আফ্রিকা মহাদেশে আহমদীয়ত তথা ইসলামের প্রচারের সফলতা দেখে S.G. Williamson, University of Gold Coast তাঁর Christ or Mohammad পুস্তকে লিখেছিলেন- "That there is a challenge to the christian church can not be doubted is not yet decided whether the cross or the crescent shall rule over Africa." অনুরূপভাবে পশ্চিম আফ্রিকায় খৃষ্ট ধর্মের ভবিষ্যত সম্বন্ধে এক প্রখ্যাত লেখকের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য "I can make my verdict in the shortest of sentences, I can make it in one word 'none" (Future of Christianity in West Africa by Tai SOLARIM. Published in the daily Times, Sept. 1961).

উপরোক্ত মন্তব্য তো আজ থেকে প্রায় অর্ধশত বছর আগে করা হয়েছিল। আজ আহমদীয়ত সারা দুনিয়ায় আরও প্রসার লাভ করেছে- সমৃদ্ধ হয়েছে। এ সবই তাহরীকে জাদীদের শুভ ফসল। তাহরীকে জাদীদের এ অগ্রযাত্রা চলছে- চলবে যতদিন যুগ-ইমাম হযরত মসীহ মাওউদ ও মাহদীয়ে মাহূদ (আঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণী পূর্ণতায় পর্যবসিত না হয়ঃ

"এই বীজ বর্দ্ধিত হবে, ফুল ও ফল প্রদান করবে প্রত্যেক দিকে এর শাখা-প্রশাখা নির্গত হবে এবং মহামহীরূহে পরিণত হবে" (আল্ ওসীয়্যত ঃ ২২ পৃষ্ঠা)।

৫। ওয়াক্ফে জাদীদ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) দেশের অভ্যন্তরে তা'লীম তরবিয়ত ও তবলীগের কাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৯৫৭ সনের ডিসেম্বর মাসে এই তাহ্রীক করেন। এই ঘোষণার সময় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) ঘোষণা করেছিলেন, এই তাহ্রীককে জারী রাখার জন্য যদি তাঁর গায়ের কাপড়-চোপরও বিক্রী করতে হয়, তা তিনি করবেন। প্রথম এই চাঁদার বাৎসরিক হার ছিল মাত্র ৫ টাকা। এক সময় এর নিম্নতম হার ১২/= টাকা মাত্র ছিলো। এই চাঁদার বৎসর জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই চাঁদাকেও

লাযেমী করে দেয়া হয়েছিল। একাদিক্রমে ৩ বৎসর এর অনাদায়ী থাকলে সে বকেয়াদার বলে সাব্যস্ত হ'তো। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ)– আতফালুল আহ্‌মদীয়াকে এই তাহরীকে অংশ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কোন তিফল যেন এতে অংশগ্রহণ করা থেকে বাদ না থাকে যেন সারা দুনিয়া দেখতে পারে যে, আহমদী কচি কচি শিশুরাও ইসলামের সেবায় তাদের পকেট খরচ থেকে বাঁচিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ১৯৮৫ সনে লন্ডনে যখন এই তাহ্‌রীকের ২৯তম বৎসরের ঘোষণা করেন তখন তিনি এই তাহ্‌রীককে সারা দুনিয়ার জন্য নির্ধারিত করেন। ইতঃপূর্বে ইহা কেবল মাত্র পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশে সীমাবদ্ধ ছিল। তখন এর হার নির্ধারণ করা হয়েছিলো ১ পাউন্ড। পরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ইহাকে ঐচ্ছিক বলে ঘোষণা করেন কেননা, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আইঃ) একে লাযেমী করেন নি। তাই এখন এর নির্দিষ্ট কোন হারও এখন নেই। তবে সামর্থ্য অনুযায়ী আবাল-বৃদ্ধ বর্ণিতা ও নবদীক্ষিত নির্বিশেষে সকলকে এতে অংশ গ্রহণ করার জন্যে তিনি আহ্‌বান জানিয়েছেন। এতে ফলও সন্তোষজনক দেখা যাচ্ছে।

ওয়াকফে জাদীদ একটি সফল আন্দোলন

বিশেষ দিক

হুযুর (আইঃ) ওয়াকফে জাদীদের ১৯৯০ সনে নববর্ষের ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন,

"এ তাহ্‌রীরের কতক এমন বিশেষ দিক রয়েছে যেগুলোকে জামাতের দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক। এ তাহরীক অসাধারণ চাঁদা প্রত্যাশা করে না কিন্তু এর জোর এই কথার ওপরে যে, অধিক থেকে অধিকতর আহমদী সামর্থ্যানুযায়ী উৎসাহের সাথে, খুশীর সাথে কিছু না কিছু অবশ্যই খোদার পথে উপস্থাপন করে। অন্যান্য তাহরীকে অধিকতর মোকাবেলা এ বিষয়ের ওপরে হয়ে থাকে যে, কে সম্মুখে অগ্রসর হ'তে পারে এবং কে অধিক খোদার পথে বিচরণ করে। এ তাহরীকে দেশগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। অংশ গ্রহণের সাথে যতটা সম্পর্ক তাতে সবাই মিলে কত বেশী লোক খোদার পথে আর্থিক কুরবানীতে অংশগ্রহণ করে-শিশুরাও, মহিলারাও, পুরুষরাও, বুড়রাও, ছোটরাও। যার যতটা সৌভাগ্য ঘটে তার প্রদত্ত অর্থ আনন্দের সাথে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অতএব ওয়াকফে জাদীদে যখন আমরা সংখ্যা বৃদ্ধির ওপরে জোর দিয়ে থাকি, আমার উদ্দেশ্য সর্বদা এই-ই থাকে যে, ঐসব আহমদী যারা এখনও আর্থিক কুরবানীর স্বাদ থেকে বঞ্চিত এবং উহার কল্যাণসমূহ থেকেও বঞ্চিত তাদের এ বাহানায় একটি সুযোগ এসে যায় আর পরে খোদার আশিসক্রমে তারা অন্য তাহ্‌রীকে নিজেরাই স্বয়ং সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকবে" (খুতবা জুমুআ, ১৯-১২-১৯৮৯)

ওয়াকফে জাদীদ ও আধ্যাত্মিকতা

হুযূর আনোয়ার আইয়্যাদাহুল্লাহুতাআলা বিনাসরিহিল আযীয ওয়াকফে জাদীদের আরও একটি দিক বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

"ওয়াকফে জাদীদের সম্পর্ক ওলীউল্লাহ্ হওয়ার সাথে যা কিনা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলে গেছেন এবং যে চিত্র এঁকেছেন তাঁর এ আধ্যাত্মিক স্বপ্নের তা এই যে, স্থানে স্থানে বড় বড় আওলীয়া ও কুতুবগণ জন্ম নিচ্ছেন। গ্রামে গঞ্জে রাজী'র মত মহান ব্যক্তিত্ব জন্ম নিচ্ছেন। তাই ওয়াকফে জাদীদের তাহরীক তো একেবারেই সাধারণ, নিছক পার্থিব জগতের নয়, ধর্মের দিক থেকে পটভূমি গ্রামীণ তাহরীক ছিলো কিন্তু যে উদ্দেশ্যাবলী ছিলো উহা এতই উচ্চ পর্যায়ের ছিলো যে, গ্রামে-গঞ্জে রাজী'র মত লোক জন্ম নিক, গ্রামে-গঞ্জে আওলীয়াআল্লাহ্ ও কুতুব জন্ম গ্রহণ করা আরম্ভ করুক" (জুমুআর খুতবা, ২৭-১২-৯৬)।

একটি জাঁকজমকপূর্ণ সেবা

ওয়াকফে জাদীদের বিভিন্ন সেবার মধ্যে একটি বিশেষ সেবার উল্লেখ করতে গিয়ে হুযূর (আইঃ) বলেন,

"ওয়াকফে জাদীদের একটি বড় মহান সেবা করার সুযোগ লাভ হয়েছে থর এলাকায়(পাকিস্তান)। এটা ঐ এলাকা যেখানে হিন্দু বহুল সংখ্যায় বসবাস করে এবং এটাই ঐ এক এলাকা যেখানে আজও মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দুকে অচ্ছুৎ মনে করা হয় অর্থাৎ হিন্দুদের গোত্র বিভক্তির দিক থেকে সবচে' নিম্ন শেণীর মনে করা হয়ে থাকে। ওয়াকফে জাদীদের যে বছরের সূচনা হয়েছে এ পর্যায়েই খৃষ্টানরা যে আমেরিকা থেকে অসাধারণ সাহায্য পাচ্ছিলো, থর এলাকায় সেখানকার বাসিন্দাদেরকে খৃষ্টান বানানোর জন্যে আগ্রাসন করেছে এবং এ দিক থেকে এই ঐশী তাহরীক বিশেষভাবে তাৎপর্য অবলম্বন করে যাচ্ছে যে, যদি ওয়াকফে জাদীদের তাহরীক না হতো এবং আহমদী জামাতের 'থর' এলাকায় সেবা করার সুযোগ না হতো তাহলে সেখানে তীব্র গতিতে খৃষ্টবাদের ছড়িয়ে যাওয়া দূরের বিষয় ছিলো না। কিন্তু খোদাতাআলার আশিসে এ সঠিক সময়ের তাহরীকের ফলে যখন আমরা মুয়াল্লিমগণকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে খবরা-খবর নিচ্ছিলাম তখন জানা গেল যে, 'থর' এলাকায় এর খুবই প্রয়োজন ছিলো। একদিক থেকে এমনিতেই হিন্দুদের মধ্যে তবলীগের খাতিরে ঐ এলাকা চিহ্নিত ছিলো। দ্বিতীয়তঃ জানা গেলো যে, খৃষ্টানেরা খুবই আগ্রাসন চালাচ্ছে এবং আমেরিকা খাদ্য সাহায্যের এক বিরাট অংশ এ এলাকায় পাঠাচ্ছে। সুতরাং যখন আমি সেখানে সফরে গেলাম এবং অবস্থার বিবরণ নিলাম তখন সাধারণভাবে এ পরামর্শ দেয়া হলো, এর মোকাবেলায় জামাতীভাবেও কোন সাহায্যের কর্মসূচী হাতে নেয়া আবশ্যক নচেৎ সেখানে সফলতা লাভ করা দুষ্কর। এর ওপরে আমি এই প্রস্তাব না কেবল কঠোরভাবে নাকচ করলাম বরং ভবিষ্যতের জন্যে এ ধরনের চিন্তা-চেতনারও দরজা বন্ধ করে দিলাম। আর আমার যুক্তি প্রমাণ এই ছিলো যে, যতটা ধন - দৌলতের মাধ্যমে ধর্মের পরিবর্তন করার সম্পর্ক আমরা না এ মাঠের খেলোয়ার, না আমরা এ নীতিতে বিশ্বাস করি না , আর না আমরা এর যোগ্যতা রাখি। আমাদের সামর্থ্যও নেই যে, আমরা বিশ্বের বিরাট বিরাট শক্তির সাথে এ ক্ষেত্রে মোকাবেলা করতে সক্ষম। যদি আমরা এক টাকা ব্যয় করি তাহলে আমেরিকা ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে সক্ষম। আবার যদি টাকার লালসায়, বা যদি লালসাও না বলি, অভাবীদের অভাব মোচন করে তাদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতে হয় তবে প্রয়োজনের কোন সীমা-পরিসীমা নেই, তা আপনারা পুরো করতে পারবেন না। এক পিপাসা উদ্দীপ্ত হবে এবং যে রকম পিপাসা উদ্দীপ্ত হবে ঐ রকম পানি আপনাদের নিকট থাকবে না। এ জন্যে খুবই মূর্খতার কাজ হবে যদি আমরা আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে আমেরিকার মত শক্তিসমূহ বা পাশ্চাত্য শক্তি-সমূহের মোকাবেলা করি। দ্বিতীয় দিক ইহা ছিলো যে, এসব লোক দরিদ্র এবং খুবই দীর্ঘ সময় ধরে স্বধর্মীয় লোকদের দ্বারা ঘৃণ্যতার কোপে জর্জরিত হচ্ছিলো। অর্থাৎ হাজার বছর ধরে মানবীয় শ্রেণীর মধ্যে সবচে' নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক বলে গণ্য হ'তো। আমি তাদেরকে বল্লাম, আপনারা তাদের লাঞ্ছনায় বৃদ্ধি করার চিন্তা কীভাবে করতে পারেন। এরা গরীব কিন্তু সম্মানিত। দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও তাদের হাত পাতার অভ্যাস হয় নি। তাদের মধ্যে কোন

ভিখারী আপনারা দেখতে পাবেন না। গরীব নিরন্ন মজুর তাদের মধ্যে অধিক সংখ্যায় দেখবেন। কিন্তু কোন লোক ভিক্ষুক দেখতে পাবেন না। তারা পরিশ্রমী জাতি তাই আমি বলি, এমন একটি সম্মানীত জাতি, যারা ভদ্র -চেতা যদিও বাহ্যিকভাবে দরিদ্র , তাদের মধ্যে খোদার একটিই কল্যাণ রয়েছে আর তারা উহার কদর করে থাকে। আপনারা তাদেরকে ভিখারী বানিয়ে ঐ একটি সম্পদও তাদের হাতে থেকে ছিনিয়ে নিবেন? তাই এ যুক্তি খোদার আশিসে প্রভাব সৃষ্টি করলো এবং ওয়াকফে জাদীদের মুয়াল্লিমগণও পূর্ণ সংকল্প নিয়ে ঐ এলাকায় ইহা মনে করে গেলেন যে, তাদেরকে সম্মানবোধ সৃষ্টি করার জন্যে আমাদের যেতে হবে আর এ বাণীই তাদেরকে দেয়া হলো। সুতরাং একদিকে ধন-সম্পদের মোকাবেলা ছিলো আর অন্যদিকে ছিলো চারিত্রিক মাহাত্ম্য। মুয়াল্লিমগণ সেখানে গিয়ে খৃষ্টবাদের মোকাবেলার ওপরে এ বাণীই দিতে লাগলেন যে, কিছু লোক তোমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে এসেছে, ইহা খুবই ভাল কথা। তোমাদের কাপড় পরাতে এসেছে এটাও খুবই ভাল কথা; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরকে ভিখারী বানাতেও তারা এসেছে এবং অর্থের বিনিময়ে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করতে এসেছে, ইহা ভাল কথা নয়। তোমাদেরকে আমরা অধিক সম্মানীত সত্তায় পরিণত করে দেবো। আমরা তোমাদেরকে ধর্মও দেবো এবং তার সাথে তোমাদের নিকট থেকে আর্থিক কুরবানীরও দাবী জানাবো এবং তোমাদেরকে ইহা বলবো, চরম দারিদ্রতা সত্ত্বেও কিছু না কিছু পুণ্য কর্মে ব্যয় করার অভ্যাস করো। এ বাণী বাহ্যিকভাবে তিক্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমাদের নিপতিত অবস্থা থেকে উঠিয়ে আকাশের উচুঁ স্থানে নিয়ে যাবো আর এ সহজ -সরল বাণী তাদের প্রাণে এতই প্রভাব বিস্তারকারী হয় এবং তাদের প্রাণকে এতই দোলা দেয় যে, খোদাতাআলার আশিসের সাথে খৃষ্টবাদের মোকাবেলায় সেখানে হিন্দু গরীব সম্প্রদায়গুলোর আহমদীয়ত অর্থাৎ সত্য ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করার সৌভাগ্য ঘটে" (জুমুআর খুতবা, ৪-১-১৯৯১)।

বিস্ময়কর বিশ্বস্ততা

কুরবানীর ক্ষেত্রসমূহে আহমদী জামাতের যে বৈশিষ্ট্য লাভ হয়েছে উহার বর্ণনা করতে গিয়ে হুযূর (আইঃ) বলেন,

"পৃথিবীতে যত জাতিই পুণ্যের নামে ব্যয় করে থাকে সে ব্যাপারে নির্ভয়ে মতভেদহীনভাবে ইহা বলা যেতে পারে যে, প্রতিটি আগমনকারী বছরে প্রত্যেক লোকের আবেগে ঘাট্তি পড়তে থাকে এবং ধীরে ধীরে পুণ্যকর্মসমূহে ব্যয় করার উদ্যোগ কম হতে থাকে। আহমদী জামাতের লেখ-চিত্র (Graph) সম্পূর্ণ আলাদা। আর বিশ্বস্ততার সাথে নিজেদের এ ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখে প্রত্যেক আগমনকারী বছর জামাতের আর্থিক কুরবানীর আত্মা নিম্নগামী হওয়ার পরিবর্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ অলৌকিক বিষয় খোদাতাআলা কর্তৃক প্রেরিত সত্য-পুরুষ ব্যতিরেকে কেউ পৃথিবীতে প্রদর্শন করতে পারে না। **সারা বিশ্বের শক্তিসমূহকে আমি বলছি, সবাই একত্র হয়ে শক্তি প্রয়োগ করে দেখো। হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জামাতের মত আর্থিক কুরবানী করার জামাত কোথায় আছে নিয়ে এসে দেখিয়ে দাও। পৃথিবীর সম্মুখে ঐ মুখগুলো তো চিনিয়ে দাও। তারা কারা যারা এভাবে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে এবং প্রবৃদ্ধিশীল কুরবানীর আত্মার সাথে খোদাতআলার সমীপে নিজেদের ধন-সম্পদ ধারাবাহিকতার সাথে উপস্থাপন করতে করতে চলে যাচ্ছে।**

ওয়াকফে জাদীদের প্রসঙ্গে যখন প্রথম বছর ঘোষণা করা হয়েছিলে তখন আমার স্মরণ আছে যে, ষাট বা সত্তর হাজার টাকার ওয়াদা ছিলো। এর পরে আমরা চেষ্টা করতে থাকি, জোর দিতে থাকি, এবং খোদার আশিসক্রমে প্রত্যেক বছর তাহরীক সম্মুখে বাড়তে থাকে। পরে যখন খোদাতাআলা আমাকে খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত করলেন তখন আল্লাহ্ বখ্শ সাহেব সাদেককে ওয়াকফে জাদীদের নায়েব নিয়োগ করা হলো এবং তার কার্যকালে এ তাহরীক কেবল সম্মুখেই অগ্রসর হয় নি এবং যে সময় পর্যন্ত আমি ছিলাম এর তুলনায় আর্থিক কুরবানীতে আগের চেয়ে অধিক তীব্র বেগে আগে বেড়েছে এবং আল্লাহ্র বড়ই অনুগ্রহ যে, কোন দিক থেকে আমার এ অভিযোগ নেই যে, এতে এ রকম দুর্বলতা এসে গেছে, আর এ কথা আমি আনন্দের সাথে বলছি। কোন দুঃখ নেই। যদি আমার দুর্বলতার কারণে পূর্বে কোন দুর্বলতা থাকতো তাই আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন যে, ঐসব দুর্বলতা দূরীভূত করে দিয়েছেন আর এখন যখন বাইরে এসে বিশ্বজনীন তাহরীক করেছি তখন এমন মনে হচ্ছে যে, একেবার বিপ্লব সাধিত হয়ে গেছে" (জুমুআর খুতবাঃ ২৫-১২-১৯৯২)।

প্রত্যেক দিনই উন্নতি

ওয়াকফে জাদীদ খোদার আশিসে প্রত্যেক দিক থেকে ও প্রত্যেক পর্যায়ে দ্রুত উন্নতির দিকে পদক্ষেপ উঠাচ্ছে ঃ

"ওয়াকফে জাদীদ সম্বন্ধে যখন হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) প্রথম ঘোষণা দেন তখন খুবই সাবধানতার সাথে নগণ্য চাঁদার তাহরীক করেন। আর উহাকে খুবই সহজ ক'রে জামাতের সম্মুখে উপস্থাপন করেন। কয়েক হাজার টাকার তাহ্রীক ছিলো মাত্র আর সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বল্লেন, এ প্রসঙ্গে যেহেতু অনেক জমির মালিক জমির কিছু কিছু অংশ ওয়াকফে করবেন এবং মুয়াল্লিমগণকে, যাদেরকে আমরা সামান্য ভাতা দেব ঐসব জমি থেকে কিছু অধিক আয় হবে তাতে আর্থিক ব্যাপারে চিন্তার কোন কারণ নেই

এ তাহরীকের ফলে আল্লাহ্তাআলার আশিসে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) যতটা আশা প্রকাশ করেছিলেন তার চে' অধিক ওয়াদা জামাত করেছিলেন। আর কতগুলো কেন্দ্রের প্রথমে ঘোষণা করা হ'লো যে, ওয়াকফে জাদীদের মুয়াল্লিমগণ সেখানে গিয়ে অবস্থান করবেন তা থেকে অধিক কেন্দ্র স্থাপন করার রসদ সরবরাহ হয়ে গেলো" (জুমুআর খুতবা, ২৭-১২-১৯৯১)

একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্বপ্ন

তাহরীকে ওয়াকফে জাদীদের মহান উন্নতির সংবাদ একটি স্বপ্নের মাধ্যমে দেয়া হয়েছিলো। উহার বর্ণনা দিতে গিয়ে হুযূর (আইঃ) বলেন,

"ইহা একটি আশ্চর্য ঘটনাচক্র বা আল্লাহ্-তাআলার অবদান। মারিশাসের ভূখন্ড থেকে আমার পরবর্তী বছরের ঘোষণা করার কথা ছিলো এবং মারিশাসেরই আব্দুল গনি নামক ওয়াকফে জিন্দেগী নিষ্ঠাবান যুবককে আল্লাহ্তাআলা একটি স্বপ্নে ওয়াকফে জাদীদ সম্বন্ধেই কিছু দেখালেন। আর এর এক দেড় মাস পূর্বে সে আমাকে বড়ই আশ্চার্যান্বিত হয়ে এ স্বপ্নের কথা লেখে যা খুবই অর্থবহ। সে লেখে, আমি একটি স্বপ্ন দেখি আর ইহা আমার প্রাণে খুবই সুপ্রভাব সৃষ্টি করে। কিন্তু এর অর্থ বুঝতে সক্ষম হই নি। আমি আহমদী জামাতকে একটি টেবিলের ন্যায় দেখতে পাই যার পা খুব দ্রুত বেগে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু ওয়াকফে জাদীদের ও তাহরীকে জাদীদের দু'টি পা অন্য পায়ের চেয়ে তীব্র বেগে চলছে। এমন কি যে, দেখতে দেখতে ওয়াকফে জাদীদের পাগুলো খুবই অধিক দ্রুত বেগে চলতে আরম্ভ করলো। তাহরীকে জাদীদের পাগুলো পুরোপুরি চেষ্টার সাথে পাল্লা দিলো কিন্তু পারলো না। তখন হঠাৎ আমি দেখি যে, তাহরীকে জাদীদের পায়ে কথা বলার শক্তি সৃষ্টি হলো আর উহা বল্লো, থামো, থামো। আমি এখন এথেকে অধিক সহ্য করতে পারছি না। তোমার দ্রুতি কমিয়ে ফেলো। ধীরে চলো। ওয়াকফে জাদীদের পা উত্তরে বল্লো, এটা

আমার থামার কথা নয়। আমি আমার নিজের সামর্থ্যে বাড়ছি না। আমাকে তো অগ্রসর হ'তে থাকতেই হবে।

এর ব্যাখা তো কিছু চাঁদার আকারে দৃষ্টিতে চলে আসছে যে, বিগত বছরগুলোর তুলনায় ইহা যতটা বৃদ্ধি পাচ্ছে এতটা প্রবৃদ্ধি তাহরীকে জাদীদের হচ্ছে না। এতদ্ব্যতিরেকে কল্যাণমূলক ব্যাখ্যার ব্যাপারে আমি আশা পোষণ করি যে, ওয়াকফে জাদীদ কার্যকরীক্ষেত্রে হিন্দুস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে বর্তমানে এ অবস্থা ধারণ করেছে যে, তাহরীকে জাদীদের অধীন যে অন্যান্য জামাতগুলো রয়েছে ওগুলো খুব তীব্র বেগে উন্নতি করছে। এজন্যে আমি আশা করি ও আমার দোয়া এই যে, জাহাঙ্গীর সাহেবের এ স্বপ্ন এ অর্থে পূর্ণ হয় যে, হঠাৎ দেখতে দেখতে বাংলাদেশ, হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের জামাত-গুলো এত তীব্র বেগে উন্নতি করতে থাকে যে, বহির্দেশের জামাতগুলোকে পেছনে ফেলে যায় আর তারা প্রতিবাদ করে বলে যে, তোমরা অগ্রসর হওয়া কিছু কম করে দাও। আর তারা এই উত্তর দেয় যে, আমাদের থামবার কথা নয়। ইহা আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের অমোঘ নীতি। ইহাকে আমরা বদলাতে পারি না। আর খোদা করুন আমার এ ব্যাখা যেন সত্যে পরিণত হয় এবং উহাকে সত্যে প্রতিপন্ন করে দেখাতে এসব জামাতের খুবই পরিশ্রম করতে হবে। সেজন্যে আমাদের দোয়া করতে হবে। যেভাবে নিষ্ঠার সাথে সেবা করতে হবে আমরা সবাই মিলে তাদের জন্যে দোয়া করতে থাকবো যে, আল্লাহ্‌তাআলা তাদেরকে এ সৌভাগ্য দান করেন এবং যথাসময়ে আমরা এ দৃশ্যাবলী নিজেদের চোখে দেখতে পারি" (জুমুআর খুতবাঃ ৩১-১২-১৯৯৩)। (চলবে)

– মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

সুন্দরবন ও খুলনা লাজনা পরিদর্শন

খোদাতাআলার ফযল ও রহমতে গত ১১ই মার্চ রোজ রবিবার বাংলাদেশ লাজনার উদ্দ্যেগে নাইট কোচে সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। আমার সফর সঙ্গীরা ছিলেন জনাব হুসেন আরা আজিজ, নায়েব সদর -৩, জনাব মরিয়ম সুলতানা, সেক্রেটারী মাল, এবং জনাব রহিমা জাকির, সহকারী জেনারেল সেক্রেটারী। আল্লাহ্‌র রহমতে ১২ই মার্চ সকাল ৭-৪৫ মিনিটে সুন্দরবনে নিরাপদে পৌঁছি।

সুন্দরবন অনেক বড় জামাত, তাই এখানকার লাজনা সংগঠনও অনেক বড়। অল্পসময়ে আমাদের সব কাজ সারতে হবে, সব হালকার সংগে যোগাযোগ করতে হবে ও সবার সংগে মিলিত হতে হবে। এখানে লাজনার হালকার সংখ্যা ৭টি, যথা- ১। দারুত তবলীগ ২। মিরগাং ৩। পার্শ্বেখালী ৪। বড় ভেটখালী ৫। হবি নগর ৬। ছোট ভেটখালী ও ৭। মুন্সীগঞ্জ। লাজনাদের মোট সদস্য সংখ্যা- ৩২৩ জন, নাসেরাত-১১১ জন। মক্তব- ৬টি।

আমরা মোট ৪টি হালকায় যেতে সক্ষম হই, যথা- ১২ই মার্চ মিরগাং, ১৩ই মার্চ সকাল ১০টায় পার্শ্বেখালি, ১৪ই মার্চ সকাল ৭.৩০ মিঃ ছোট ভেটখালী এবং ঐদিক সকাল ১১টায় বড় ভেটখালী। ১২ই মার্চ বেলা ১টায় আমরা শহীদ ভাইদের কবরস্থানে যাই এবং সবাই সমবেতভাবে দোয়া করি। হালকার প্রায় সকল সদস্যাই উপস্থিত ছিলেন।

১৩ই মার্চ বিকাল ৪.৩০ মিনিটে দারুত তবলীগ হালকার উদ্যোগে সকল হালকা সমন্বয়ে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সকাল হালাকার প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীগণ সহ বহু লাজনা বোন উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত লাজনার সংখ্যা ছিল -১০১ জন, নাসেরাত ৫০ জন। সভায় পর্দার আড়ালে বক্তব্য রাখেন মোহতারম আমীর সাহেব, মাওলানা রনি মোয়াল্লেম সাহেব, কেন্দ্রীয় অতিথি নায়েব সদর সাহেব, কেন্দ্রীয় অতিথি নায়েব সদর সাহেবা-৩, প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখি খাকসার।

বড় ভেটখালী হালকায় শহীদ সোবহান মোড়ল সাহেবের দানকৃত জমিতে নির্মিত 'বায়তুস্ সোবহান মসজিদে' পৌছি বেলা ১১টায়। মসজিদটি বর্তমানে মাটির তৈরী, ছাদ গোলপাতার ছাউনী, খুবই সুন্দর ও পরিপাটি করে গড়া। এখানে লাজনার উপস্থিত সংখ্যা ছিল ৩৮ জন, নাসেরাত ১৯ জন।

শহীদ সোবহান মোড়ল এর বিভিন্ন স্মৃতিচারণ ও জামাতের জন্য তাঁর খেদমত ও কুরবানী সম্পর্কে আলোকপাত করেন মোহতারম আমীর সাহেব এবং ১৫ই মার্চ সকালে কমপ্লেক্সে সকাল থেকে লাজনা বোনেরা এবং বিভিন্ন সেক্রেটারী ও প্রেসিডেন্টগণ আমাদের সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাতে মিলিত হন। লাজনার প্রেসিডেন্ট সাহেবার অক্লান্ত পরিশ্রম সহযোগিতা এবং আমাদের সঙ্গ দান সত্যই প্রশংসনীয়। ওয়াকারে আমলের সেক্রেটারী সাহেবা আমাদের সার্বক্ষণিকভাবে সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, তাঁর কথা কখনো ভুলব না। মাইক্রোবাস যোগে খুলনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। শহীদদের স্মৃতিবিজড়িত খুলনার নিরালায় অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মসজিদ দারুল ফযল মসজিদ দেখার জন্য আমরা খুবই ব্যগ্র ছিলাম। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সে আশা পূরণ করলেন, আমরা বিকাল ৪.৪৫ মিনিটে মসজিদে পৌঁছি।

এখানকার লাজনার প্রেসিডেন্ট জনাব দীনা নাসরীন সার্বক্ষণিকভাবে একজন সার্থক কর্মী। তার প্রেরণা, প্রচেষ্টা, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় এখানকার লাজনা বোনেরা সুন্দর ও সঠিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

খুলনা লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদস্যা সংখ্যা ৬১ জন, নাসেরাত ২৫ জন। এখানে হালকা ৩টি, যথা দারুল ফযল, টুটপাড়া ও খালীশপুর। লাজনা ও নাসেরাতগণ নিয়মিত চাঁদা দেন শতকরা ৯০ জন। লাজনা বোনদের মধ্যে ৪৪ জন এবং নাসেরাত ২২ জন নিয়মিত জামাতে আসেন এবং জামাতের সকল কাজে উদ্যোগী হয়ে অংশগ্রহণ করেন।

সাত জন শহীদের রক্তে উর্বরা ঈমানের যোগে সমৃদ্ধ খুলনা আহমদীয়া জামাত। ফল শহীদের স্মৃতি নিয়ে আরো সমৃদ্ধ হবে, সকল আহমদীদের জন্য হবে এক বিশেষ স্মরণীয় ও দর্শনীয় স্থান। যাঁরা শহীদ হয়েছেন ধন্য তাঁদের জীবন।

পরদিন ১৭ই মার্চ বেলা ২টার বাসে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে রাত ৯টায় নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে পৌঁছি।

- মাকসুদা রহমান
সদর, বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্

মিনহাজুত্‌তালেবীন

(সত্য সাধকদের রাজপথ)

হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(একটি ওয়াকফে নও পাঠ্য-পুস্তক)

(২৭তম কিস্তি)

গায্যালী ও আহমদী চারিত্রিক দর্শনের পার্থক্য বর্ণনা করার পর এখন আমি ঐ চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোকপাত করবো যা আধ্যাত্মিক রুগীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত, যার সৎকর্ম খুবই কম এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু এসব চিকিৎসার কথা বলার পূর্বে আমি এ প্রসঙ্গে একটি সংশয় দূর করে দেয়া আবশ্যক মনে করি যে, এমন মানুষের জন্যে আরও কিছু কর্ম সম্বন্ধে বলাতে কী উপকার হতে পারে। কেননা, প্রথমেই এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে, তার দ্বারা সৎকর্ম হতেই পারে না। এমতাবস্থায় বাড়তি পুণ্য কর্মের কথা বলতে কী উপকার হতে পারে? সুতরাং এর জবাব এই ঃ ১। যতক্ষণ পর্যন্ত পুণ্য কর্ম করা মানুষের জন্যে অসম্ভব না হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত পুণ্য কর্ম করা ব্যতিরেকে তার কোন লাভ হতে পারে না। অবশ্য, যদি তার জন্যে সৎকর্ম করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তো সৎকর্ম ছাড়াও পবিত্রতা সৃষ্টি হ'তে পারে; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সৎকর্ম করা তার জন্যে সম্ভব ততক্ষণ পর্যন্ত সৎকর্ম ব্যতিরেকে পবিত্রতা সৃষ্টি হ'তে পারে না। সুতরাং যদি সৎকর্ম করা অসম্ভব হয়ে যায়, যেভাবে কেউ পাগল হয়ে গিয়ে সৎকর্ম করতে পারে না, তখন তার ব্যাপারে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তাকে পরে সুযোগ দেয়া হবে।

অবশ্য ইহা মনে রাখা উচিত, সৎ-কর্ম দু'রকমের হয়ে থাকে। একটি হ'লো তা, যা সর্বাবস্থায় লোকের জন্যে সম্ভব। আর একটি হ'ল তা, যা অন্তরের কতক অবস্থার প্রেক্ষিতে করা সম্ভবপর হয়। যে কর্ম কতক অভ্যন্তরীণ অবস্থায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় সেগুলো আবেগ ও ধ্যান-ধারণার সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু যে কর্ম ব্যহ্যিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত তা কোন অবস্থাতেই অসম্ভব হয় না যেমন নামায, এর ব্যাপারে কেউ ইহা বলতে পারে না যে, আমি নামায পড়তেই পারি না। কিন্তু ইহা বলতে পারে যে, অবৈধ ভালবাসা আমার মন থেকে বের করতেই পারি না। সুতরাং কর্ম দু'প্রকারের। একটি আবেগের সাথে সম্পর্ক রাখে আর অন্যটির সম্পর্ক আবেগের সাথে থাকে না।

এখন দেখো শারীরিক ব্যাধিগুলোর চিকিৎসা কীভাবে হয়ে থাকে। এভাবে যে, এক ব্যক্তি ডাক্তারের নিকটে যায়। সে বড়ই দুর্বল। কোন কাজ করতে পারে না। তাকে বলা হয় ব্যায়াম করো। এখন কি সে ইহা বলতে পারে যে, আমি তো আগে থাকতেই কাজ করতে পারি না আর আপনি কি না বলেন, ব্যায়াম করতে। সে ইহা বলে না। কেননা, অন্য কাজে আর ডাক্তার কর্তৃক বর্ণিত কাজে পার্থক্য রয়েছে। আর তা এই যে, ডাক্তার কর্তৃক যা কিছু বলা হয়, যদিও উহা কাজ, তবুও তা সাধ্যাতীত নয়। আর অন্যটি তার শক্তির বাইরের কাজ। সুতরাং শক্তি সৃষ্টি করার জন্যেও একটি কর্ম করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এমন এক দুর্বল ব্যক্তি, যে উঠে দাঁড়াতেই পারেন না, চৌকির ওপরে শুয়ে থাকে, তার ব্যাপারে ডাক্তার ইহাই বলবে যে, মালিশ করতে থাকো। এতে কিছু শক্তি সৃষ্টি হলে পরে বসতে পারবে। তার আরও শক্তি সৃষ্টি হলে তখন দাঁড়াতে পারবে।

একথা আধ্যাত্মিক কর্মেও রয়েছে। ছোট ছোট সৎকর্মে নিয়োজিত করে ওপরে উঠানো হয়ে থাকে। একটি বালক যে বলে, আমার দ্বারা দশম শ্রেণীর পাঠ্য বই পড়া সম্ভব নয়। তাকে বলা হবে, তবে নবম শ্রেণীর পাঠ্য বই পড়ো। এর ব্যাপারে সে এ কথা বলতে পারে না যে, যখন আমার দ্বারা দশম শ্রেণীর পাঠ্য পড়া সম্ভব নয় তখন নবম শ্রেণীর পাঠ্য কীভাবে পড়বো? এভাবে আধ্যাত্মিক অঙ্গণে ছোট ছোট সৎকর্মে উন্নতি করতে করতে বড় বড় সৎকর্মে পৌঁছে যাওয়া যায়।

ইতঃপূর্বে বর্ণিত চিকিৎসাগুলো বাদেও এরূপ ব্যক্তির জন্যে এমন আরও কতক বিষয় আবশ্যক হয়ে থাকে যেগুলো পরে বর্ণনা করবো। প্রথম চিকিৎসা এই ঃ

১। এমন ব্যক্তি সৎ ও অসৎ কর্মসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে ২। এগুলোর যথাসম্ভব প্রয়োগ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে ৩। আত্ম-বিশ্লেষণ করে ৪। অধিক সংখ্যায় ইস্তিগফার-ক্ষমা প্রার্থনা করে। ৫। খোদাতাআলার তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের চেষ্টা করে। ইতঃপূর্বে আমি বলেছিলাম, খোদাতাআলার তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করো। কিন্তু এখানে ইহা বলছি যে, তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের চেষ্টা করো। কেননা, তার ব্যবহারে এ সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে, সে সৎকম করার পূর্ণ শক্তি রাখে না।

৬। সৎকর্ম ও অসৎ কর্মের পরিণতি সম্বন্ধে চিন্তা করে।

৭। **তাখাল্লাক্ বি আখলাফিল্লাহ্** - আল্লাহ্‌তাআলার গুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়ার চেষ্টা করে।

এরপরে যে চিকিৎসার কথা আলোচনা করবো তা নীতি-বিষয়ক। এমন ব্যক্তির প্রসঙ্গে এ ব্যাপারে তো কোন সন্দেহই নেই যে, তার মধ্যে ব্যাধি আছে। আর ব্যাধির চিকিৎসা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যতিরেকে হতেই পারে না। তার জন্যে আবশ্যক, সে জ্ঞান-ভিত্তিতে জেনে নেয় যে, তার কী ব্যাধি আছে। এজন্যে সে প্রথমে মনে মনে এ প্রশ্ন করে যে, সে কী বিষয়ে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাচ্ছে? এর প্রথম জবাব এই-অন্তরের পবিত্রতার জন্যে। আর দ্বিতীয়তঃ কর্মের সংশোধনের জন্যে। প্রথম বিষয়টি খোদাতাআলার সাথে সম্পর্কিত। আর মনের দুর্বলতার অর্থ এই যে, যথার্থ ভালবাসার বীজ বিলুপ্ত হয়েছে। আমি কয়েকবার আমার একটি স্বপ্নের কথা শুনিয়েছি। আমি দেখেছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) একটি ছাদের চত্বরে দাঁড়িয়ে শিশুর মত আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওপর থেকে আমি হযরত মরিয়মকে অবতরণ করতে দেখি। তিনি ওপরের চত্বরে দাঁড়িয়ে গেলেন। পরে শেখান থেকে তিনি এক ধাপ নিচে নেমে এলেন। আর হযরত মসীহ্ (আঃ) ওপরের দিকে এক ধাপ আগালেন। হযরত মসীহ

(আঃ) তাঁর দিকে ঝুঁকলেন আর মরিয়মও তাঁর দিকে ঝুঁকে গেলেন। এ সময়ে আমার মুখে এ কথা প্রবহমান হয়ে গেলো Love creates love -ভালবাসা ভালবাসা জন্ম দেয়। সুতরাং ভালবাসা ভালবাসা থেকেই সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভালবাসা সৃষ্টি করার জন্যেও উপকরণ রয়েছে আর তা হলো এই ঃ

১। সৌন্দর্য ২। অনুগ্রহ এখন আমরা দেখতে পাই যে, এক ব্যক্তি খোদাতাআলার সৌন্দর্য ও দেখলো অর্থাৎ তাঁর গুণাবলীর ওপরে চিন্তা করলো এবং অনুগ্রহও দেখতে পেলো। নিজের সাথে খোদাতাআলার সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি দিলো, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তার প্রাণে ভালবাসার সৃষ্টি হলো না। এথেকে জানা গেলো যে, তার অবস্থা ঐ শিশুটির ন্যায় যে তার মাকে ভালবাসে না আর ভালবাসার বীজ তার মধ্যে বিনষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যেভাবে এক ব্যক্তির পেটে না খাবার প্রবেশ করে আর না ঔষধ। তখন জানা যায় যে, তার পাকস্থলী অকেজো হয়ে গেছে। এর জন্যে প্রথম কাজ এই হওয়া আবশ্যক যে, তার পাকস্থলীকে শক্তিশালী করা হয় এবং আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারেও এই চিকিৎসা রয়েছে যে, তার অনুভূতিসমূহকে জাগ্রত করা হয়। সুতরাং এমন মানুষের জন্যে প্রথম চিকিৎসা এই, যেহেতু বাহ্যিক প্রভাব অভ্যন্তরে বিস্তার লাভ করে সে বাহ্যিকভাবে খুশূ' ও খুযূ' (ভয়-ভীতি ও আকুতি-মিনতির অবস্থা) অবলম্বন করে। নামায পড়লে কাঁদার অবস্থা সৃষ্টি করে-অভিনয় করেই করতে থাকে না কেন। কতক কাজ যদি অভিনয় ও কৃত্রিমভাবেই করা হয় তাহলে উহার প্রভাব অভ্যন্তরে গিয়ে পড়ে থাকে। আমি আমেরিকার একখানা পুস্তক পাঠ করেছি। একজন প্রফেসর ছাত্রাবস্থায় খুবই মেধাবী ছিলেন। শেষে তাকে এক কলেজের প্রিন্সিপাল বানিয়ে দেখা হ'লো। অথচ তখন তিনি খুবই অযোগ্য প্রমাণিত হলেন। তিনি এর কারণ একজন বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বল্লেন, তোমার প্রাণে এতই কোমলতা রয়েছে, যে কারণে তুমি ব্যবস্থাপনাকে সঠিকভাবে চালাতে পারো নি। তিনি এর চিকিৎসা সম্বন্ধে জানতে চাইলে, তিনি বল্লেন, তুমি তোমার দাঁত ও চোয়ালকে খিচে রাখবে। অর্থাৎ মুখকে শক্ত করে বন্ধ করে রাখবে যদ্বারা রাগান্বিত ভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি এমনই করলেন এবং কিছু দিন পরে তার মধ্যে এমন পরিবর্তন সৃষ্টি হলো যে, দেশে মশহুর ও বিখ্যাত হয়ে গেলেন। সবচে' কঠোর প্রিন্সিপাল তিনিই আর তিনি খুবই ভাল শাসক বলে প্রমাণিত হলেন। (চলবে)

অনুবাদ- **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

৩৬টি বিরাট বিরাট ভূমিকম্পের বিবরণ

ভূমিকম্পের তারিখ	স্থানের নাম	মৃত লোক সংখ্যা	ভূমিকম্পের স্কেল হার
৩০-৫-১৯৩৫	কোয়েটা, পাকিস্তান	৫.০০০	৭.৫
২৫-৬-১৯৩৯	চিলি	২.৮০০	৮.৩
২১-১২-১৯৩৯	তুরস্ক	৩.০০০	৮.০
২০-১২-১৯৪৬	জাপান	১.৩৩০	৮.৪
১০-৬-১৯৫৬	আফগানিস্তান	২.০০০	৭.৭
১৯-৮-১৯৬৬	তুরস্ক	২.৫২০	৭.১
৩১-৫-১৯৭০	পেরু	৬.৬০০	৭.৮
৪-৬-১৯৭০	জাপান	১০.০০০	৭.৫
১০-৪-১৯৭২	ইরান	৫.০৫৪	৭.১
১৬-৮-১৯৭৬	ফিলিপাইন	৮.০০০	৭.৮
২৪-১১-১৯৭৬	ইরান	৫.০০০	৭.৩
১২-১২-১৯৭৯	কলম্বিয়া	৮০০	৭.৯
১১-৬-১৯৮০	ইরান	৩.০০০	৬.৯
১৩-১১-১৯৮০	আল্ জাযায়ের	৩.৫০০	৭.৭
২৩-১১-১৯৮০	ইটালী	৩.০০০	৭.২
৬-৫-১৯৮৭	কলম্বিয়া	৪.০০০	৭.০
৭-১২-১৯৮৮	আর্মেনিয়া	২৫.০০০	৭.০
২০-৬-১৯৯০	ইরান	৪০.০০০	৭.৭
১৬-৭-১৯৯০	ফিলিপাইন	১.৬৪১	৭.৭
১-২-১৯৯১	পাকিস্তান	১.৫০০	৬.৮
১২-১২-১৯৯২	ইন্দোনেশিয়া	২.০০০	৬.৮
৩০-৯-১৯৯৩	ভারত	৭,৬০১	৬.৪
১৭-১-১৯৯৫	জাপান	৬.৪২৪	৭.২
১০-৫-১৯৯৭	ইরান	১.৬১৩	৭.১
৪-২-১৯৯৮	আফগানিস্তান	৫.০০০	৬.১
২৫-১-১৯৯৯	কলম্বিয়া	২.৫০০	৭.৮
১৭-৮-১৯৯৯	তুরস্ক	২.৫০০	৭.৮
মার্চ -১৯৯৯	ভারত	১০০	৬.৮
৮-৯-১৯৯৯	এথেন্স	১০০	-
১৪-১১-১৯৯৯	তুরস্ক	৩৯৩	৭.২
১৬-৫-২০০০	ইন্দোনেশিয়া	৪৬	৬.২
৬-৬-২০০০	ইন্দোনেশিয়া	১৩০	৭.৯
১০-৭-২০০০	জাপান/ ফিলিপাইন	৪৫	-
২৭-১১-২০০০	আযারবাইজান	২৪	৬.৫
১৫-১-২০০১	মধ্য আমেরিকা	২৪	৭.৯
২৫-১-২০০১	গুজরাট, ভারত/পাকিস্তান	১,০০,০০০	৭.৯

(২৬-১-২০০১ তারিখের দৈনিক ঝং, লাহোর-এর বরাতে দৈনিক আল ফযল, ২২-২-২০০১-এর সৌজন্যে)

- নির্বাহী সম্পাদক

দৃষ্টিপাত

আপনি মুসলমান। আপনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন। আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেন। বলুনতো মুসলমান হিসাবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বার কোন্ প্রার্থনাটি করতে হয়? - ঠিক বলেছেন, সূরা ফাতিহার প্রার্থনাটি। সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায হয় না। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লে (সুন্নত ফরয সহ) আপনাকে এই সূরাটি কমপক্ষে ৩২ বার পড়তে হয়। এদিক দিয়ে কুরআনের সর্বাধিক পঠিত সূরা হচ্ছে সূরা ফাতিহা। এই সূরা ফাতিহার শেষ আয়াতটির দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

'গায়রিল মাগযুবি আলায়হিম, ওয়ালায্‌যালীন' অর্থ ঃ তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি তোমার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। প্রশ্ন জাগতে পারে গযবপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট কারা? এরা কোন ধরনের লোক?

উপরোক্ত আয়াতের তফসীরে বিভিন্ন তফসীরের কিতাবে বিভিন্ন কথা থাকতে পারে। তবে কুরআনের কোন ব্যাখ্যা বা তফসীর খোঁজার আগে আমাদের সর্বপ্রথম দৃষ্টিপাত করতে হবে স্বয়ং নবী মুহাম্মদ (সঃ) উক্ত আয়াতের কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন কিনা- হযরত আবূ গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত ঃ

"আবূ যর গিফারী (রাঃ) বলেছেন, আমি বললাম, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে মাগযুব (গযবপ্রাপ্ত) কারা? তিনি বললেন, ইহুদীরা। আবার বলাম যাল্লীন (পথভ্রষ্ট) কারা? তিনি বললেন, নাসারারা (খ্রীষ্টান)।

উপরোক্ত ব্যাখ্যায় রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কী বুঝাতে চেয়েছেন? - এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, ইহুদীদের বৈশিষ্ট্য থেকে এবং খ্রীষ্টানদের বৈশিষ্ট্য থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে। আরো বুঝাতে চেয়েছেন উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের স্বভাববিশিষ্ট লোক জন্ম নিবে। চিন্তার বিষয়, যারা মূর্তিপূজা করে তাদের চেয়ে আল্লাহ্‌র নবী আমাদেরকে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের বিষয়ে অধিক সাবধান করেছেন, অধিক সতর্ক থাকতে তাগিদ দিয়েছেন। – কিন্তু কেন? হে পৃথিবীর মুসলমান বলে পরিচিত মানব সন্তান! আপনারা আমার সাথে এই বিষয়টি নিয়ে একটু ভেবে দেখবেন কি?

(ক) ইহুদীদের পথ, বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র থেকে দূরে থাকতে বলার কারণ ঃ চিন্তা করে দেখুন, ইহুদীদের জাতিগত কোন্ ভুলের জন্য কোন্ বৈশিষ্ট্যের জন্য কুরআনে তাদেরকে 'মাগযুব' বলা হয়েছে। কুরআনে তাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'তারা গযবের উপর গযব ডেকে এনেছিল' – কেন এবং কীভাবে?– ইহুদীরা সেই জাতি যারা আল্লাহ্‌র নবীদের অন্যায়ভাবে হঠকারিতা করে অস্বীকার করত। তাদের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল তাদের কিতাবে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে মসীহের সেই মসীহ্ যখন ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক এলেন, এবং তাঁর সত্যতার সন্তোষজনক প্রমাণ দিলেন, তখন তারা বিশেষ করে তাদের আলেমদের অধিকাংশ সেই মসীহ্‌কে অস্বীকার করল ও তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল। হে সাধারণ মুসলমান এবং মুসলমান আলেম সমাজ! আপনারা চিন্তা করে দেখুন, ইহুদীদের মত ঐরকম ভুল আপনারা করছেন কিনা? – হ্যাঁ। বাস্তব সত্য এটাই যে, আপনারাও সেরকম ভুল করছেন। ইহুদীরা যেমন তাদের কিতাবে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আগমনকারী মসীহ্‌কে মানে নি, আপনারাও কুরাআন এবং হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী করা প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী বা মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে মানেন নি। হয়ত প্রশ্ন করবেন, ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কি এসেছে নাকি? তার আসার সময় হয়েছে নাকি? বড় অদ্ভুত প্রশ্ন ও অজুহাত! এরকম প্রশ্ন ও অজুহাত ইহুদীগণও পেশ করে। তারা বলে মসীহ্ (আঃ) আসার সময় হয় নি। অথচ আজ থেকে দু'হাজার বছর আগেই মসীহ্ এসেছিলেন তাদের মাঝে। ঠিক অনুরূপ আজ থেকে শতবৎসর আগে কুরআন ও হাদীসের ভবিষদ্বাণী মোতাবেক ইমাম মাহদী (আঃ) এসে আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠা করে ইসলামে নবপ্রেরণা সৃষ্টি করেন এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের ব্যাবস্থা করেন। তাঁকে আপনারা অস্বীকার করে বসে আছেন।

(খ) খ্রীস্টানদের মত, পথ ও বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে থাকার তাগিদ দেয়ার কারণ ঃ এর প্রধান কারণ এটাই যে, ভবিতব্য এটাই ছিল, খ্রীস্টানগণ একসময় ইসলামকে ধ্বংস করার চেষ্টা করবে। এ ভবিষদ্বাণী যথাসময়ে পূর্ণ হয়েছে, খ্রীস্টানগণ ইসলামের বিরুদ্ধে, এর প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে কোটি কোটি পুস্তক প্রকাশ করেছে। মিথ্যা ও প্রতারণার সাহায্যে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে খ্রীস্টান বানিয়েছে। বর্তমান মুসলমান আলেমগণ না বুঝে খ্রীস্টানদের মিথ্যা ধর্ম-বিশ্বাসের সমর্থন করছে। যেমন, খ্রীস্টানরা বলে ঈসা নবীকে আল্লাহ্ আকাশে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন, মুসলমানগণও বলেন, ঈসা নবী (আঃ)-কে আল্লাহ্ সশরীরে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। খ্রীস্টানদের উক্ত বিশ্বাসের সাথে একমত হওয়াতে যে খ্রীস্টানদের দাবী ঈসা স্বয়ং আল্লাহ্‌র বা আল্লাহ্‌র পুত্র,সৃষ্টি-কর্তা এই মতবাদকে জোরালো করা হয় তা বর্তমান অধিকাংশ আলেম অনুধাবন করতে পারছেন না।

রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর উদ্বেগ ঃ করআন শিক্ষা তথা ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে কত নির্যাতন অপমান সহ্য করতে হয়েছে। কত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে মুসলমান মাত্রই তা অবগত আছেন। এত কষ্টে প্রতিষ্ঠিত ইসলামকে নিয়ে তিনি যেমন সন্তুষ্ট ছিলেন, তেমনি তাঁর উদ্বেগও কম ছিল না। বিদায় হজ্জের সেই আবেগাপ্লুত ভাষণটির প্রতিটি বাক্য কি তাঁর উম্মত মনে রেখেছে বা তা পালনের চেষ্টা করেছে? -না। তিনি বলেছিলেন 'আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস্ রেখে যাচ্ছি এক, আল্লাহ্‌র কিতাব, দুই, তাঁর রসূলের সুন্নত বা আদর্শ। এ দু'টি ধরে রাখলে তোমাদের অধঃপতন হবে না'। বাস্তব সত্য এটাই। এ দু'টি তা দীর্ঘদিন ধরে রাখতে পারে নি। মুসলমানগণ যে ইহুদী ও খ্রীস্টানদের অনুরূপ হবে - রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর এই উদ্বেগের পূর্ণতা তারা দেখিয়েছে ইহুদী ও খ্রীস্টানদের অনুরূপ পদস্খলনের শিকার হয়ে অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছে। সূরা ফাতিহার প্রার্থনা তারা সাপের মন্ত্রের মত পাঠ করেছে লক্ষ কোটি বার। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের দিকে তারা দৃষ্টিপাত করে নি। মুখেই বলেছে, 'আমরা তোমারই ইবাদত করি, তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি, আমাদের সরল-সুদৃঢ় পথ দেখাও, সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ, তাদের পথ নয় যারা গযবপ্রাপ্ত, (ইহুদী) যারা পথভ্রষ্ট (খ্রীস্টান)। কিন্তু মুসলমানগণ একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতেই নিজেদের ধরে রাখতে পারে নি, পারে নি নেয়ামতপ্রাপ্তদের পথে চলতে। পারে নি গযবপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পথে নিজেদের যাওয়াকে রোধ করতে। এখানে তিনটি পথের কথা বলা হয়েছে তা আবহমান কাল থেকেই মানবমন্ডলীর সম্মুখে ছিল, এবং মানব জাতি এ তিনটি পথেরই যাত্রী হয়েছে। এক, সেই পথ যে পথে পুরস্কার বা নেয়ামত রয়েছে ; দুই, সেই পথ যা অন্যায় হঠকারিতা, অন্ধবিশ্বাসের পথ, এটা ইহুদীদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যও। এ পথের শেষ সীমার নাম গযব বা ক্রোধভাজন হওয়া। এ পথের যাত্রী যারা হয়েছে তারা সব সময়ই

প্রথমোক্ত পথের সম্মানিত যাত্রীদের, যারা নবী ,সিদ্দীক, শহীদ, সালেহ্ তাদের উপর অত্যাচার করেছে, অন্যায় জিদ ও হঠকারিতায় বিরোধিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

তিন, সেই পথ যা পথ ভ্রষ্টতার পথ। এরা সত্য নিজেদের নিকট আসার পর সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করেছে, নিজেদের ব্যক্তিগত কল্পনা-প্রসূত ব্যাখ্যায় সত্যের এক অভিনব রূপ দিয়েছে। এটা খ্রীস্টান জাতির চরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাই আবূ যর গিফারীর (রাঃ) প্রশ্নের জবাবে মাগযুব বলতে ইহুদী, যাল্লীন বলতে খ্রীস্টান বলে ঐ উভয় জাতির জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

ইসলামের অধঃপতনের কথা বর্তমান সময়ে প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। এই অধঃপতনের পর হাদীসের ভবিষদ্বাণী মোতাবেক যে সংস্কারক আসার কথা সেই ইমাম মাহদী, মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আগমন যথাসময়ে হওয়ার পর হে মুসলমানগণ ও পৃথিবীর মানুষ! আপনারা উপরোক্ত তিনটি পথের কোন্‌টিতে আছেন। প্রতিটি মুসলমান নিজেদের ব্যক্তিগত অবস্থানটা দেখে নিয়ে তার পর কথা বলুন। আপনাদের মুখ দিয়ে একথা বের হওয়া খুব সহজ ও স্বাভাবিক যে, ইমাম মাহদী ও মসীহ (আঃ)-এর আসার সময় এখনও হয় নি, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) যে দাবী করেছেন তা মিথ্যা। আপনাদের এরকম কথায় নতুন কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে? ঈসা নবীর (আঃ) আগমনের সময়ও কি তৎকালীন ইহুদীরা বলে নি যে, তুমি মিথ্যা দাবী করছ? মসীহ আসার সময় হয় নি। আপনাদের ওরকম কথা দ্বারা কি আপনারা সেই ইহুদীদের স্বভাবের পরিচয়টাই দিচ্ছেন না? আপনারা প্রতিদিন নামাযে সাপের মন্ত্রের মত আওড়িয়ে যে পথ থেকে বাঁচার প্রার্থনা করেন, উল্টো সে পথেরই যাত্রী হয়ে যান নাকি? ইসলাম কোন হেলাফেলার বিষয় নয়। আখেরী যামানার আলেমদের স্বকল্পিত দর্শন নয়। ইসলাম সৃষ্টির শ্রেষ্ঠমানব মুহাম্মদ (সঃ)-এর রক্ত ঝরানো একটি শিক্ষা ও আদর্শের নাম। আমি ইসলামের অনুসারী, আমি মুসলমান, আমি প্রতিশ্রুত মসীহের অনুসারী অর্থাৎ আমি একজন আহমদী। এ দাবীর পর নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠের পর আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি, সত্যি সত্যি উক্ত সূরায় বর্ণিত তিনটি পথের কোন্‌টিতে আছি । এবং সবাকে বলতে ইচ্ছে করে সত্যের অনুসারী এ দাবীর পর আহমদী অ-আহমদী এবং সব মানবমন্ডলী তোমরা কে কোন্ পথে আছ দৃষ্টিপাত কর নিজের উপর।

আমি এখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কয়েকটি হাদীসের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ঃ

১। মিশকাত, কিতাবুল ঈমান। হাদীস নং ১৯৫ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্তাআলা তাঁর বান্দাদের অন্তর হতে দীনি জ্ঞান টেনে বের করে উঠিয়ে নিবেন না, বরং দীনের জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের ইন্তেকালের মাধ্যমেই জ্ঞান উঠিয়ে নিবেন। এমনকি দুনিয়ায় কোন প্রকৃত আলেম অবশিষ্ট থাকবে না। তখন লোকেরা মূর্খ লোকদেরকে নিজেদের নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। এবং তাদের পরামর্শ অনুসারে চলবে। অতঃপর তাদের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে (মসলা-মাসায়েল) জিজ্ঞেস করবে। তখন তারা না জানা সত্ত্বেও বিনা ইলমে রায় বা ফতোয়া দেবে, ফলে নিজেরাও গোমরাহ হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।

২। মিশকাত কিতাবুল ইলম। হাদীস নং ২৫৭ ঃ হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে মানুষের উপর এমন যুগ আসবে যখন নাম ব্যতীত ইসলামের আর কিছুই বাকী থাকবে না। তাদের মসজিদসমূহ (বাহ্যিক দিক দিয়ে) জাঁকজমক পূর্ণ হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হেদায়াত-শূন্য থাকবে। তাদের আলেমগণ আকাশের নিচে (যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে) মন্দ লোক হবে। আর তাদের তরফ হ'তেই দীন সংক্রান্ত ফেতনা প্রকাশ পাবে অতঃপর সেই ফিৎনা তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে।

আরো কয়েকটি হাদীস রয়েছে মিশকাত ১৬২,২৫৯নং হাদীস। উপরোক্ত হাদীস একটি সময়ের কথা বলা হয়েছে। সে সময় প্রকৃত ইসলাম থাকবে না। আরো কিছু মারাত্মক কথা বলা হয়েছে। থাক, উক্ত হাদীসগুলো উত্থাপন করলেই বর্তমান সময়ের আলেমগণ চেঁচিয়ে উঠেন এই বলে যে, সে সময় এখনো আসে নি। আমি প্রথমে প্রমাণ দেব, ইসলামের অধঃপতনের সে সময় এসে গেছে। অক্ষর ব্যতীত কুরআনের কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। কোন্ সময় কুরআন নাযিলের সময়ের কত দিন পর তা প্রথমে কুরআনের কাছেই জিজ্ঞেস করুন। কুরআন জবাব দেবে এক হাজার বৎসর পর। যেমন সূরা সিজদা ৫-৬ আয়াত **'ইউদাব্বিরুল আমরা মিনাস্‌সামায়ি ইলাল আরযে, সুম্মা ইয়ারুজু ইলায়হে ফি ইয়াওমিন কানা মিকদারুহু আলফা সানতিমিম্মা তাউদ্দূন।** অর্থাৎ, আল্লাহ্তাআলা আকাশ থেকে বিধি ব্যবস্থা প্রেরণ করেছেন পৃথিবীতে। তার পর এটা (অর্থাৎ কুরআন) উঠে যাবে একদিনে যা তোমাদের হিসাবে এক হাজার বছর। এখন আপনিই বলুন, কুরআন নাযিলের পর এক হাজার বৎসর কি পার হয়ে গেছে? হ্যাঁ অবশ্যই হয়েছে। তাহলে কুরআন এবং মিশকাতের ২৫৭ নং হাদীস অনুসারে প্রকৃত ইসলাম আপনাদের মাঝে নেই এটা স্বীকার করতে কি বাধ্য থাকবেন? অবশ্য আর একটি হাদীস আছে ঃ **খায়রুল কুরুনি কারনী সুম্মাল্লাযীনা ইয়ালূনাহুম সুম্মাল্লাযীনা ইয়ালূনাহুম**। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, আমার শতাব্দী উত্তম, তারপর পরের শতাব্দী, তারপর তারপরের শতাব্দী। এখানে ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দী বা তিনশ' বছর ভাল বলেছেন, এরপর থেকে এক হাজার বছরে কুরআনের শিক্ষা পৃথিবী থেকে উঠে গিয়ে থাকলে ইসলামের চরম অবনতির সময় হয় তেরশ' বৎসর পর। তাহলে বর্তমান সময়ে প্রকৃত ইসলাম নেই দুনিয়াতে। এটাই কুরআন এবং হাদীসের রায়। ইসলামের অনুসারী কারো নিকট এটা চরম দুঃখজনক কথা হবে। আশার কথা হ'ল, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ইসলামের এই অবনতির সংবাদ দেওয়ার পর ইসলামের পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুসংবাদও দিয়েছেন। তা হবে ইমাম মাহদী (আঃ) বা মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দ্বারা। ইসলামের অবনতি যেহেতু স্বীকার করে নিয়েছেন, তাহলে ইসলামের সংস্কারক আসার সময় হয়েছে বা এসে গেছে এটা স্বীকার করতে বাধ্য। ইসলামের মসীহ্ যথাসময়ে আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠা করে দুনিয়াতে ইসলাম পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের ব্যবস্থা করে গেছেন। যাক, এ ব্যাপারে প্রমাণ বা দলিল পেশ করা আমার এ লেখার বিষয়-বস্তু নয়। তবে হাদীস ও কুরআন মোতাবেক আগমনকারী মসীহ্ বা মাহদী (আঃ)-এর আগমনবার্তা প্রচার করতে গেলে কিছু বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়। বাধাটা হ'ল সাধারণ মানুষ, যারা বর্তমান সময়ের আলেমদের উপর নির্ভরশীল তারা প্রশ্ন করেন ওসব বিখ্যাত আলেমগণ ইমাম মাহদী ও তার প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া জামাতের বিরোধিতা করে কেন?

আমি মূলতঃ বর্তমান যামানার অধিকাংশ মুসলিম আলেম কেন আহমদীয়ত এবং ইমাম মাহদীর বিরোধিতা করে এবং বর্তমান ইসলামের স্বরূপ কি এটা বুঝাতে হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পেশ করছি। আসলে

আলেমদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলে তো ভয় করে। কারণ মাথায় লাঠি ধরবে কাফির ফতোয়ার কথা না হয় বাদই দিলাম। আলেমগণ কেন আহমদীয়তের বিরোধিতা করে তার জবাব উপরোক্ত হাদীসেই আছে। উপরোক্ত হাদীসে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তাহ'ল ঃ

ক। আলেমগণ না জানা সত্ত্বেও ফতোয়া দিয়ে জনগণকে পথভ্রষ্ট করবে এবং নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে (১৯৫ নং হাদীস)।

খ। আলেমগণ আকাশের নিচে যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট হবে (মিশকাত হাদীস নং ২৫৭)। স্বয়ং নবী (সঃ) যদি আলেমদের সম্বন্ধে এ রকম কথা বলে থাকেন তাহলে বর্তমান আলেমদের আহমদীয়তের বিরোধিতায় কি মূল্য আছে, সাধারণ মুসলমান ভাইয়েরা ভেবে দেখবেন, মোল্লার ধর্ম মানবেন না আল্লাহ্‌র ধর্ম, তাঁর রসূলের ধর্ম মানবেন তা আপনার ব্যাপার। আর একটি হাদীস। মিশকাত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ১৬২। 'হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, বনী ইস্রাঈলের (ইহুদীদের) যে অবস্থা হয়েছিল আমার উম্মতেরও ঠিক অনুরূপ হবে'। (ইহুদীদের কী অবস্থা হয়েছিল তাদের নিকট তওরাতের ভবিষ্যদ্বাণীর পুর্ণতায় যখন ঈসা নবী তাদের জন্য মসীহ্ হয়ে আসলেন। তখন তাদের আলেমদের অধিকাংশ ঈসা নবীর বিরোধিতা করল। ঠিক অনুরূপ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) যখন মুসলমানদের মাঝে হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা নিয়ে ইমাম মাহদী হওয়ার দাবী করলেন তখন আলেমরা তাঁর বিরোধিতা করলেন। কি চমৎকার মিল ইহুদীদের সাথে!)।

(এই হাদীসটির শেষ অংশ) 'বনীইস্রাঈল ৭২ ভাগে বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মত ৭৩ ভাগে বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে একটি ব্যতীত সকলেই অগ্নিতে থাকবে।' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সূরা ফাতিহার 'মাগযুব আলায়হিম' এর ব্যাখ্যা ইহুদীদের পথ কেন করেছেন? এই হাদীসটি পড়ে হয়ত বুঝতে পারছেন। মুসলমানদের মধ্যে যে ইতোমধ্যে ৭৩টি ভাগ হয়ে গেছে তা আলেমগণ অস্বীকার করতে পারবেন না। কারণ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আলেম শ্রেণীর পাঠ্য মেশকাত শরীফ প্রথম খন্ডে উক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যায় স্বীকার করা হয়েছে ৭৩টি ফেরকার কথা। ৭২ ফেরকার পর মুসলমানদের মধ্যে সত্য ইসলাম পুনরায় প্রতিষ্ঠার জন্য যে ৭৩ তম ফেরকা সৃষ্টি হবে সেটা তো ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দল তাতে কি থাকা জরুরী মনে করেন না? ইমাম মাহদীর দল ব্যতীত অপর ৭২টি দলের সম্বন্ধে কী মধুবচন রেখে গেছেন স্বয়ং ইসলামের নবী (সঃ) তা কি পড়েন নি? মোল্লা আলী কারী (রঃ) যিনি হানাফী মযহাবের সর্বজনমান্য বুযূর্গ উক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যায় তার বিখ্যাত কিতাব 'মেরকাত, শরাহ আল্ মিশকাত' এ কী লিখেছেন শুনুন ঃ 'ফাতিলকা ইসনাতায়নে ওয়া সাবঈনা ফিরকাতান কুল্লুহুম ফিন্নার, ওয়াল ফিরকাতুন নাজিয়াহুম আহলো সুন্নতিল বারযা আল্‌মুহাম্মদীয়তে আত্তারিকাতুন নাজিয়াতুন আহমদীয়তে।' অর্থাৎ সেই সব ৭২ ফিরকা জাহান্নামী হবে, আর মুক্তিপ্রাপ্ত ফেরকা হ'ল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত মুহাম্মদীর পথ যা আহমদীয়ত নামে খ্যাত হবে। মাদ্রাসার লেখক বিভিন্ন ৭২ টি ফিরকার নাম দিয়ে বলেছেন, 'এখন বাকী হ'ল আহলে সুন্নত জামাত। এই আহলে সুন্নাত জামাতই হ'ল মুক্তিপ্রাপ্ত'। কিন্তু এই আহলে সুন্নাত জামাত বলতে কোন্ ফিরক বুঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট করে বলেন নি। এবং সেই আহলে সুন্নাত জামাতের নাম কীভাবে এড়িয়ে গেলেন কি উদ্দেশ্যে গেলেন তা পাঠক বুঝে দেখবেন। তবে এর উত্তর উপরে বর্ণিত মিশকাত ১৯৫ নং হাদীসে রয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যে মুসলিম আলেমদের ইহুদী আলেমদের মত হয়ে যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা তো জানলেন। এখন আমার ইহুদী আলেমদের সম্বন্ধে ইঞ্জিলের একটি কথা মনে পড়ছে, "ধিক! আলেমগণ! (ধর্মশিক্ষকেরা) আপনারা জ্ঞানের চাবি নিয়ে বসে আছেন, নিজেরাও ভেতরে ঢুকছেন না, যারা ভেতরে ঢুকতে চাইছিল তাদেরও ভেতরে প্রবেশ করতে দিচ্ছেন না" (লুক ১১ঃ৫২)। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ভবিষদ্বাণী মোতাবেক বর্তমান মুসলিম আলেম সমাজেরও সেই ইহুদীদের মত অবস্থা হয়েছে, তারা জ্ঞানের চাবি নিয়ে বসে আছেন (অর্থাৎ ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করেছেন মাদ্রাসার বড় ডিগ্রী নিয়েছেন, নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষক মনে করে বসে আছেন। তারা সেই চাবি দিয়ে তালা খুলে (অর্থাৎ কুরআন, হাদীসে ইমাম মাহদী মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিষয়ে ভবিষদ্বাণীগুলি গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখছেন না।) ভেতরে প্রবেশ করছেন না (অর্থাৎ সত্য গ্রহণ করছেন না) এবং যারা ভেতরে প্রবেশ করতে চায় (অর্থাৎ সত্য গ্রহণ করতে চান) তাদেরও বাঁধা দিচ্ছেন।

বুদ্ধিমান খোদাভীরু মুসলমানগণ! বর্তমান আলেমদের স্বরূপ তো দেখলেন। তারা সত্যকে কেন গ্রহণ করছেন না এবং অন্যদের কেন গ্রহণ করতে দিচ্ছেন না, তা-ও দেখলেন -এখন, সিদ্ধান্ত নিন, কুরআন ও হাদীসের রায় মেনে নিয়ে সত্যকে গ্রহণ করবেন, না ইহুদীদের পথ অবলম্বন করবেন?

- আব্দুল আউয়াল

শুভ বিবাহ

গত ৮-৩-২০০১ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার জনাব আহমদ মিয়ার কন্যা মোসাঃ শিউলী বেগম আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বি.বাড়ীয়া, দক্ষিণ আহমদীপাড়া হালকা-এর শুভ বিবাহ মরহুম সামাদ মিয়ার বাড়িতে ৯৯,৯৯৯/= টাকা মোহরানা ধার্যে জনাব মোহাম্মদ মোবারক আলী খান, পিতা মরহুম জামাল আলী খান, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, শাহবাজপুর, জিলা বি.বাড়ীয়ার সাথে সুসম্পন্ন হয়েছে। আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বি.বাড়ীয়া ও প্রেসিডেন্ট শাহবাজপুরসহ উভয় জামাতের গণ্যমান্য সদস্যদের উপস্থিতিতে বিবাহ পড়ান মৌঃ মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম। উক্ত বিবাহের সার্বিক কল্যাণের জন্য বন্ধুগণের নিকট জানাচ্ছি আন্তরিক দোয়ার আবেদন।

-সহ সেক্রেটারী রিশ্‌তানাতা
বি,বাড়িয়া জামাত

যুক্তরাজ্য জামাতের নব নির্বাচিত আমীরের অনুমোদন

২৫-২-২০০১ তারিখে যুক্তরাজ্য জামাতের মজলিসে শূরার প্রস্তাবানুযায়ী হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) মোহতরম রফিক আহমদ হায়াতকে যুক্তরাজ্য জামাতের আমীর হিসেবে অনুমোদন দান করেছেন।

আল্লাহ্‌তাআলা তাকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের তৌফীক দান করুন।

- আহমদী বার্তা

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43,NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর
খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ

রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২
ফোন ঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮২৫০৫০

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য
যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

অস্থায়ী অফিস ঃ
৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vol. No. 63 ❑ 18th Issue March 31, 2001 ❑ Tk. 10.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

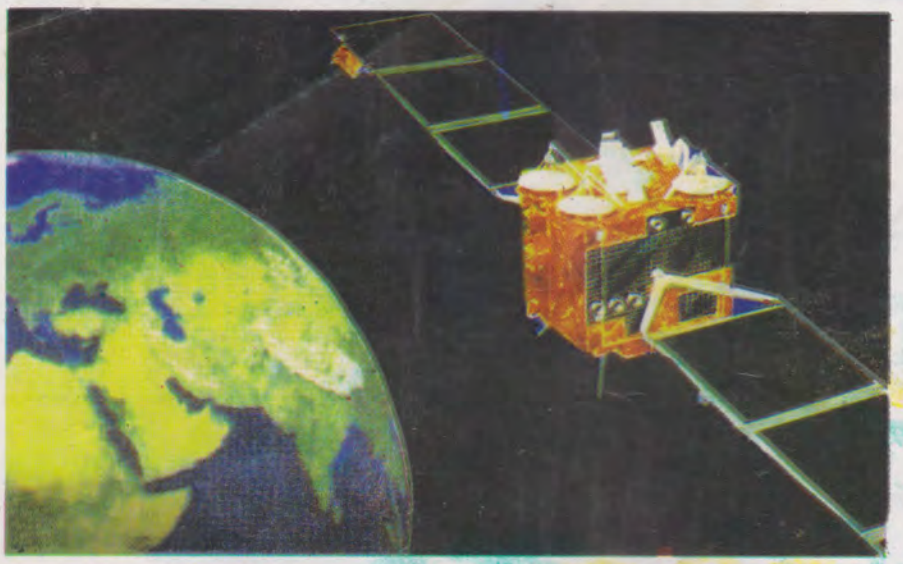

لا اله الا الله محمد رسول الله

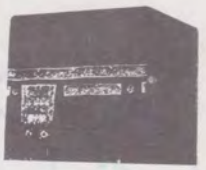

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ অহোরাত্র

দর্শক যার বিশ্বে সর্বত্র

MTA AUDIO CHANNELS		
* Main	:	6.50 MHz
* English	:	7.02 MHz
* Arabic	:	7.20 MHz
* Bangla	:	7.38 MHz
* French	:	7.56 MHz
* German	:	7.74 MHz
* Indonesian	:	7.92 MHz
* Turkee	:	8.10 MHz

MTA-এর কর্মসূচী

- প্রত্যহ তিনবার লেকামাআল আরব
- প্রত্যেক মঙ্গলবার হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান বাংলা ভাষী দর্শকদের জন্য
- প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার হোমিওপ্যাথি ক্লাস
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে খুতবা পুনঃপ্রচার
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে প্রশ্নোত্তর অধিবেশনের বঙ্গানুবাদ
- প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর খুতবা।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইস্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মেঃ হাঃ।

এমটিএ MTA-এর দর্শক-শ্রোতৃবৃন্দ নিজ নিজ বাড়ীতে এমটিএ-এর সংযোগ নিন। নিজেকে ও পরিবারকে অবক্ষয়মুক্ত রাখুন।

MTA-তে প্রত্যেক মঙ্গলবার হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষাভাষী দর্শক - শ্রোতাদের নিকট প্রশ্ন আহবান করা যাচ্ছে। নিম্ন ঠিকানায় প্রশ্ন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮ ফ্যাক্স ঃ ৮৬১৩৪১৪

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211

Phone : 7300808 Fax : 8613414